পিতা ও পুত্র

ভেরা পানোভা • পিতা ও পুত্র

ভেরা পানোভা

পিতা ও পুত্র

একটি খুব ছোট ছেলের জীবনে
কয়েকটি ঘটনা

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: শিউলি মজুমদার
অঙ্গসজ্জা: ভ. আ. মারকোভিচ

ВЕРА ПАНОВА

СЕРЕЖА

Несколько историй из жизни очень маленького мальчика

На языке бенгали

সূচি

আমার ছেলেপুলে —

নাতালিয়া, বরিস ও ইউরির উদ্দেশে

সেরিওজা কোথায় থাকে

সবাই বলে ও নাকি দেখতে ঠিক মেয়েদের মতো! সত্যি, কী বোকা ওরা! মেয়েরা তো ফ্রক পরে, কিন্তু ও তো ফ্রক পরে নি কতকাল। তাছাড়া, মেয়েদের কি গুলতি থাকে? কিন্তু সেরিওজার তো একটা গুলতি আছে, আর সেটা দিয়ে ও একের পর এক কত পাথর ছোঁড়ে। শুরিক ওকে ওটা বানিয়ে দিয়েছে। তার বদলে অবশ্য জীবনভর যে সুতোর কাটিমগুলো জমিয়েছিল শুরিককে সেগুলো সব দিয়ে দিতে হয়েছে।

তবে হাঁ, ওর চুলগুলো ঠিক মেয়েদের চুলের মতোই বড় বড়। কতবার তো ওর চুল কল দিয়ে ছেঁটে দেওয়া হল, কত কষ্টই না সে সহ্য করেছে। কিন্তু হলে কী হবে, কয়েক দিনের মধ্যেই ওর চুল আবার আগের মতোই যেমন ছিল তেমনটি হয়ে যায়।

একটা বিষয়ে কিন্তু সবাই একমত: ওর বয়সের তুলনায় ও নাকি অনেক বেশি চালাক। একবার কি দু'বার একটা বই ওকে পড়ে শোনালেই ওর সেটা পুরো মুখস্থ হয়ে যায়। অক্ষরগুলো ও ঠিকই চিনতে পারে, কিন্তু নিজে নিজে পড়তে

বড্ড সময় লাগে যে! বইয়ের ভেতরে ছবিগুলোকে ও রঙীন পেন্সিল দিয়ে রাঙিয়ে দেয়। রঙীন ছবিগুলোকে আবার খেয়াল খুশি মতো অন্য রঙে সাজায়। এমনি করে ছবি রঙ করতে সেরিওজার বড্ড ভাল লাগে। কয়েক দিনের মধ্যেই কিন্তু বইগুলো আর নতুন, ঝক্‌ঝকে থাকে না। পাতাগুলো একটা একটা করে ঝরতে থাকে। পাশা মাসী সেগুলোকে আবার সেলাই করে দেয়।

বইয়ের পাতা হারিয়ে গেলে সেরিওজার আর সেটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এতটুকুও শান্তি নেই। বই ও সত্যি ভালবাসে। তবে বইয়ের সব কথাগুলো ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না। পশু পাখী কি কথা বলতে পারে নাকি? কার্পেট কখনও উড়তে পারে না, ইঞ্জিন নেই যে। এসব আজগুবী কথা বিশ্বাস করবে এমন বোকা আর কে আছে?

তাছাড়া, বড়রা ভূত পেত্নী ডাইনীর গল্প পড়ে যখন বলে, ‘সত্যিই কিছু আর ভূত পেত্নী ডাইনী নেই,’ তখন বইয়ের এই আজব গল্পগুলোকেই বা কেমন করে বিশ্বাস করা যায়?

তাহলেও সেই যে গল্পটা, যারা ছেলেমেয়েগুলোকে বনে নিয়ে গিয়ে হারিয়ে ফেলতে চেয়েছিল, বুড়ো আংলা ওদের বাঁচিয়েছিল অবশ্য; ওসব গল্প শুনতে সেরিওজা মোটেই ভালবাসে না, ও বই তাকে পড়ে শোনাতে এলে সেরিওজা বারণ করে।

সেরিওজা ওর মা, পাশা মাসী আর মেসো লুকিয়ানিচের সঙ্গে থাকে। ওদের ছোট্ট বাড়ির তিনখানি ঘরের একখানিতে

ও আর ওর মা ঘুমোয়। মাসী আর মেসো আর একটি ঘরে থাকে। তৃতীয় ঘরটি ওদের খাবার ঘর। কেউ অতিথি এলে ওরা খাবার ঘরে খায়, নইলে রান্না ঘরেই খায়। বাড়ির সামনে একটানা লম্বা বারান্দা আর একফালি উঠানও আছে। উঠানে আছে একপাল মুরগী আর একপাশে পেঁয়াজ আর মুলোর বাগান। দুষ্টু মুরগীগুলো যাতে সব খেয়ে ফেলতে না পারে সেজন্য কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে বাগানটা ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছে। আর সেরিওজা মুলো তুলতে গেলেই সেই কাঁটার আঁচড়ে ওর পাদুটো ছড়ে যাবেই যাবে।

লোকে বলে ওদের শহরটা নাকি বেশ ছোট্ট। একথাটা কিন্তু একেবারেই বাজে। ও আর ওর বন্ধুরা সবাই জানে ওদের শহরটা বেশ বড়। কত দোকানপাট, বাড়িঘর, মনুমেন্ট, সিনেমা হল। কি নেই ওদের শহরে? মা ওকে মাঝে মাঝে ছবি দেখাতে নিয়ে যায়। আলো নিভে ছবি আরম্ভ হলে ও চুপি চুপি মাকে বলে, 'মা, তুমি বুঝতে পারলে আমাকেও একটু বুঝিয়ে দিও, কেমন?'

ওদের বাড়ির সামনে বড় রাস্তার ওপর দিয়ে কত লরী আসছে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তিমোখিনের বিরাট লরীতে চড়ে ওরা বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল এদিক ওদিকে বেড়িয়ে আসে। কিন্তু ভদ্‌কা খেলেই তিমোখিন আর কাউকে লরীতে চড়তে দেবে না। তখন ছেলেরা ওকে ডাকলেও ও হাত নেড়ে বলবে, 'এখন তোমাদের নেব না। দেখছ না আমি মাতাল হয়েছি!'

সেরিওজার রাস্তার নামটা কী অদ্ভুত! দাল্‌নায়া স্ট্রীট,

অর্থাৎ কিনা দূরের রাস্তা। কিন্তু এটা তো শুধুই একটা নাম, কেননা সব কিছুই তো এই রাস্তার কাছাকাছিই রয়েছে। খেলার মাঠ, বাজার, সিনেমা হল আর 'ইয়াস্নি বেরেগ' রাষ্ট্রীয় খামার তো কত কাছে!

আর এই ফার্মের মতো নামকরা জায়গাই বা এখানে আর ক'টা আছে? ওখানেই তো লুকিয়ানিচ কাজ করে। মাসী ওখান থেকেই নোনা হেরিং মাছ আর কাপড় কিনে আনে। মা'র স্কুল তো ঐ খামারের ভেতরেই। ছুটির দিনে মা ওকে স্কুলের আনন্দমেলায় নিয়ে যায়। সেখানেই ও লাল চুলওয়ালা মেয়ে ফিমাকে দেখেছে। ফিমার বয়স আট বছর, কিন্তু কত বড় দেখতে! কানের দুপাশ দিয়ে বিনুনী করা চুলের ডগায় লাল, নীল, শাদা, হলদে, বেগুনি কত রকমারি রিবনের বাহার। রিবনের যেন আর শেষ নেই। সেরিওজা ওসব কিছু লক্ষ্য করত না। কিন্তু ফিমাই একদিন ওকে ডেকে বলেছে, 'এই, দেখতে পাও না নাকি? দেখেছ, আমার কত ফিতে?'

ছোটখাট দুঃখকষ্ট

ফিমা খুব সত্যি কথাই বলেছে। সেরিওজা অনেক কিছুই লক্ষ্য করে না। চারদিকে এত কিছু রয়েছে দেখবার, সব কি দেখা যায় নাকি? তোমার চারপাশ ঘিরে তো অফুরন্ত দেখবার জিনিস। পৃথিবীটা যেন হাজার জিনিসে বোঝাই হয়ে আছে। তাই, সমস্ত কিছু লক্ষ্য করা যে একেবারেই অসম্ভব!

তাছাড়া, সব জিনিসগুলোই কেমন বড় বড়। দরজাগুলো কী ভয়ানক উ'চু আর মানুষগুলো তো (অবশ্য বাচ্চারা ছাড়া) ইয়া লম্বা চওড়া, এক একটা দৈত্য যেন! গাড়ি, কম্বাইন, লরী, রেল গাড়ির ইঞ্জিন, এসবের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। ইঞ্জিনের বাঁশী তো কানে তালা লাগিয়ে দেবে, তখন তুমি আর অন্য কিছু শুনতে পাবে না।

তবুও ওরা সবাই কিছু ভয়ানক নয় কিন্তু! সকলেই সেরিওজাকে কত ভালবাসে, ও যদি চায় তাহলে মাথা নীচু করে ওর কথা মন দিয়ে শোনে, হাসে। কই, ওদের বিরাট পাগুলো দিয়ে ওকে একবারও তো মাড়িয়ে দেয় না। লরী আর অন্য গাড়িগুলোও তো ওকে কখনও ধাক্কা দেয় না। অবশ্য ওদের একেবারে মুখোমুখি হয়ে পড়লে সে আলাদা কথা। রেলের ইঞ্জিনগুলো অনেক দূরে, ঐ স্টেশনে থাকে। সেরিওজা দু' একবার তিমোখিনের সঙ্গে ওখানে গিয়েছে। উঠানে আবার কী ভীষণ একটা জন্তুকে ও পড়ে থাকতে দেখেছে। ওর ভীষণ দুটো চোখ রাগে আর সন্দেহে কটমট করে তাকিয়ে আছে! একটা বিরাট নাক ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। গাড়ির চাকার মতো বুকটা আর লোহার মতো শক্ত ঠোঁটও আছে ওর। দুটো কঠিন থাবা দিয়ে ও মাটির বুকে আঁচড়ায় সব সময়। যখন ও গলাটা বাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করে তখন সেরিওজার মতোই লম্বা দেখতে হয়। একদিন একটা মোরগ ছানা ওদিক থেকে দৌড়ে এসে ওর সামনে পড়তেই ঐ বিশ্রী জন্তুটা তাকে মেরে ফেলল। সেরিওজাকেও বুঝি এমনি করে একদিন ও

মেরে ফেলবে! সেরিওজা জন্তুটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ওটাকে আড়চোখে দেখতে থাকে। জন্তুটাও যেন ওর লাল ঝুঁটিটা বার করে সারাক্ষণই কিছু একটা খাচ্ছে। ওকে ওর হিংসুটে দুটো চোখ দিয়ে একদৃষ্টিতে কেবল দেখছে আর দেখছেই। এই জন্তুটাকে দেখলেই ওর ছোট্ট বুকটা ভয়ে দুর্ভাবনায় কেমন ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে...

মোরগ ঠোকরায়, বিড়াল আঁচড়ায়, বিছুটি হুল ফোটায়, দামাল ছেলের দল মারামারি করে আর ধপাস্‌ করে আছাড় খেলে মাটি হাঁটু ঘসে দিয়ে তোমার পায়ের চামড়া ছিঁড়ে দেয়। তাই সেরিওজার গায়ে হাতে পায়ে সব সময় কাঁটা ছেঁড়া আঁচড়ের একটা না একটা দাগ দেখা যাবেই। ওর ছোট্ট শরীরের যে কোনো একটা জায়গা ফুলে থাকবেই। আর প্রায় প্রতিদিনই শরীরের কোন না কোন অংশ থেকে রক্ত ঝরবে। কারণ একটা না একটা ব্যাপার রোজই তো ঘটছে কিনা! ভাস্কা হয়তো কোন উঁচু বেড়া বেয়ে বেয়ে উঠল, তাই দেখে সেরিওজাও উঠতে গেল। কিন্তু খানিকটা উঠতে না পেরে বেচারা ধপাস্‌ করে আছাড় খেয়ে পড়ল। লিদার বাগানে একটা নালা কাটা হল, সেটার ওপর দিয়ে ছেলেরা লাফাতে লাগল। সেরিওজা লাফাতে গিয়েই পড়বি তো পড় একেবারে সেই নালার ভেতরে। পাটা ওর তক্ষুণি ফুলে ব্যথা হয়ে গেল আর তার পরই বেশ কয়েক দিনের জন্য বিছানায় বন্দী। আবার ভাল হয়ে প্রথম যেদিন বল খেলতে বের হল, বল তো ছাদের ওপর লাফিয়ে উঠে চিমনীতে আটকে গেল। ভাস্কা বলটা নিয়ে না আসা পর্যন্ত সেরিওজাকে

বোকার মতো ওপর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে হল। আর একবার তো ও প্রায় ডুবেই গিয়েছিল আর কি! লুকিয়ানিচ ওদের একদিন নদীতে নৌকো করে বেড়াতে নিয়ে গেল। ছিল ওরা সেরিওজা, ভাস্কা, ফিমা, নাদিয়া এই কয়জন। কিন্তু লুকিয়ানিচের নৌকোটা এত বিশ্রী যে ছেলেরা এদিক ওদিক একটু নড়াচড়া করতেই নৌকোটা ভীষণ হেলেদুলে একেবারে কাত হয়ে গেল, ওরা একে একে ঝুপ ঝুপ করে জলের মধ্যে পড়ল। কেবল লুকিয়ানিচ নৌকো থেকে জলে পড়ে যায় নি। উঃ! জলটা কী ঠাণ্ডা, একেবারে যেন বরফ! সেরিওজার নাকে, কানে, মুখে এমন কি পেটের মধ্যেও সেই ঠাণ্ডা জল হুড়মুড় করে ঢুকে যেতে লাগল, সে চেঁচাতেও পারল না। নিজেকে হঠাৎ খুব ভারী মনে হতে লাগল। মনে হল কেউ যেন ওকে টেনে হিঁচড়ে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এত ভয় ও জীবনে আর কোনোদিন পায় নি। চারদিক আঁধার হয়ে এল। এভাবে কতক্ষণ ও নামছিল কে জানে! আচমকা কে যেন ওকে উপরের দিকে টেনে তুলল। অনেক কষ্টে চোখ খুলে দেখল নদীটা এবার ওর মুখের নিচে, আর একটু দূরেই পার দেখা যাচ্ছে, এবার আর অন্ধকার নয়, সোনার রোদে চারদিক ঝিকমিক করছে। ওর ভেতরকার জল গড় গড় করে এবার বেরিয়ে এল, সে নিঃশ্বাস নিতে পারল। পার ক্রমেই ওর কত কাছটিতে এগিয়ে এল যেন। তারপর পারের নাগাল পেয়ে সে শীতে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে শক্ত জমিতে বসল। ভাস্কা ওকে

জলের ভেতর থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলেছে। কিন্তু ওর এত লম্বা চুল না থাকলে কি হত?

ফিমা সাঁতার জানে, তাই সাঁতরে পারে উঠতে পেরেছে আর লুকিয়ানিচ নাদিয়াকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু লুকিয়ানিচ নাদিয়াকে টেনে টেনে তোলবার সময় নৌকোটা খেয়াল খুশি মতো কোথায় ভেসে চলে গেল। ঢালুর দিকে যৌথখামারের কয়েকজন লোক নৌকোটা পেয়ে লুকিয়ানিচের অফিসে টেলিফোন করে খবর দিয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনো দিন লুকিয়ানিচ ওদের নৌকো করে বেড়াতে নিয়ে যায় নি। বললেই বলে, 'ওরে বাপ্‌রে, আবার তোমাদের নিয়ে যাব? যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে আমার।'

সারাটা দিন এমনি কত কান্ড কারখানা করে, এত জিনিষ দেখেশুনে সেরিওজা দিনের শেষে ঝিমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যে হলেই আর কথা নেই, চোখদুটো ওর বুজে আসে, কথা কেমন জড়িয়ে যায়। হাত পা ধুইয়ে, খাইয়ে তারপর রাত্রির লম্বা জামাটা গায়ে গলিয়ে দিয়ে ওরা ওকে শুইয়ে দেয়। সে বুঝতেই পারে না, তার দম ফুরিয়ে গিয়েছে।

নরম বালিশে আরামে মাথাটি রেখে ছোট্ট দুটি হাত দু পাশে ছড়িয়ে এক পা গুটিয়ে অন্য পাটা ছড়িয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে। নরম ফুরফুরে লম্বা চুলগুলো ওর সুন্দর মুখখানির দু পাশে আলতো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তরুণ ষাঁড়ের মতো ওরও দু'ভুরুর পাশে উঁচু হয়ে থাকে। ফুলের পাপড়ির মতো ডাগর চোখের পাতাদুটি বোজা। ঠোঁটদুটির মাঝখানটি একটু ফাঁক

কোণায় ঘুমের আমেজ জড়ান। নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না তাও বোঝা যায় না। নিঃসাড় হয়ে ছোট্ট ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে ঠিক যেন একটি ফুলের মতো।

এখন তুমি ওর কানের কাছে একটা ঢাক নিয়ে জোরে বাজাও, বন্দুক ছোঁড়ো, কিন্তু ও আর জাগবে না। ও কিছুই জানতে পারবে না। আসছে কাল ভোর হতেই আবার ওকে করতে হবে বাঁচার জন্য সংগ্রাম, তাই তো এখন ও প্রাণভরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

বাড়িতে এল পরিবর্তন

একদিন মা ওকে বলল, 'সেরিওজা শোন... ভাবছি, আমাদের বাবা থাকলে বেশ হয়।'

ও অবাক হয়ে মাথা তুলে মা'র দিকে তাকাল। এ কথা তো ও কোনোদিন ভাবে নি! ওর বন্ধুদের অনেকেরই বাবা আছে বটে, আবার অনেকের নেইও। ওরও বাবা নেই। ওর বাবা নাকি যুদ্ধে মারা গেছে। বাবাকে ও কোনোদিন দেখেও নি। শুধু ছবি দেখেছে। মা মাঝে মাঝে সেই ছবিতে চুমু দিয়ে আবার ওকেও চুমু দেবার জন্য দেয়। মায়ের গরম নিঃশ্বাসে ছবির আব্ছা কাচের ওপর ও অনেক বারই চুমু দিয়েছে কিন্তু ছবির বাবাকে ও একটুও ভালবাসতে পারে নি। শুধু শুধু ছবিতে দেখে কি কাউকে ভালবাসা যায় নাকি?

আর আজ মা একি বলছে? মায়ের দু'হাঁটুর মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে সেরিওজা অবাক দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকিয়ে আছে।

মায়ের মুখখানি কেমন লালচে হয়ে উঠছে যেন; প্রথমে গালদুটো, তারপর কপাল কান সব লাল হয়ে উঠল... মা ওকে হাঁটুর কাছে জড়িয়ে ধরে ওর মাথায় চুমু খেল। এখন আর ও মায়ের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু মায়ের জামার নীল হাতায় সাদা দাগগুলো ওর চোখে পড়ছে। মা চুপি চুপি বলছে, 'বাবা থাকলে বেশ হয়, তাই না সেরিওজা?'

সেরিওজাও চুপি চুপি বলল, 'হুঁ...'

কিন্তু সত্যি কি: আর ও তাই ভাবছে? মাকে খুশী করবার জন্য ও মায়ের কথায় সায় দিল। তক্ষুণি ও ভাবতে বসল, আচ্ছা বাবা থাকা ভাল, নাকি, না-থাকাই ভাল? কোন্‌টা? তিমোখিন যখন ওদের সবাইকে তার লরীতে বেড়াতে নিয়ে যায় তখন শুধু শুরিক তিমোখিনের পাশে লরীর সামনে বসতে পায়। ওরা সব্বাই ওকে এজন্য হিংসে করলেও কিছু বলতে পারে না, কারণ তিমোখিন যে শুরিকের বাবা। আবার শুরিক দুষ্টুমী করলে তিমোখিন ওকে চাব্‌কায়। তখন শুরিক কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেললে ওকে খুশি করবার জন্য সেরিওজাকেই ওর সব খেলনাগুলো দিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তা হোক... তবু যেন বাবা থাকাই ভাল। কয়েকদিন আগে ভাস্কা লিদাকে ক্ষেপালে লিদা বলেছিল, 'আমার বাবা আছে। তোমার তো বাবা নেই। দুয়ো!'

সেরিওজা হঠাৎ মায়ের বুক থেকে মুখখানি তুলে মায়ের বুকে হাত রেখে প্রশ্ন করল, 'ওখানে ওটা কি ধুক্‌ধুক্‌ করছে মা?'

মা একটু হেসে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বলল:

'ওটা আমার বুক।'

সেরিওজা মাথা নীচু করে মায়ের বুকের ওপর কান পেতে রেখে বলল, 'আমারও বুক আছে?'

'হাঁ, তোমারও আছে।'

'কই, আমি তো আমার বুকের ধুক্‌ধুকানি শুনতে পাচ্ছি না।'

'না শুনতে পেলেও ওটা ঠিকই ধুক্‌ধুক্‌ করে যাচ্ছে। না হলে কেউ বাঁচতে পারে না।'

'ওটা সব সময় ওরকম করে?'

'হাঁ।'

'তুমি আমার বুকের ধুক্‌ধুক্‌ শব্দ শুনতে পাও?'

'হাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আর তুমিও হাত দিলে বুঝতে পারবে। এই যে, হাত দাও এখানে।' মা ওর হাতখানি টেনে নিয়ে ওর বুকের পাঁজরে রেখে বলল, 'বুঝতে পারছ?'

'হাঁ... ওঃ! বেশ জোরে জোরে শব্দ করছে তো! ওটা কি অনেক বড়?'

'হাতটা মুঠো কর। হাঁ, এবার এই মুঠো হাতটির মতো বড় ওটা, বুঝলে?'

আচমকা কী ভেবে মায়ের কোল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেরিওজা ছুটে চলল।

মা প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'আসছি এক্ষুণি।'

ও এবার এক দৌড়ে রাস্তার ওপর চলে এসে ভাস্কা আর জেংকাকে দেখতে পেয়ে ওদের কাছে গিয়ে বুকের বাঁ পাশে হাত রেখে বলল, 'দেখ, দেখ, এই যে এখানে আমার বুক রয়েছে। আমি হাত দিয়ে টের পাচ্ছি। তোমরাও হাত দিয়ে দেখ না?'

'ফুঃ! তোমার বুক! ও তো সবারই আছে,' ভাস্কা গম্ভীর মুখে বিজ্ঞের মতো বলল।

জেংকা এগিয়ে এসে ওর বুকে হাত রেখে বলল, 'তাই নাকি?'

সেরিওজা এবার বলল, 'বুঝতে পারছ?'

'হুঁ।'

'আমার হাতের মুঠোর মতো বড় ওটা।'

'কে বলল?'

'মা বলেছে।' হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় ও বলে ফেলল, 'জান, আমার বাবা আসছে!'

কিন্তু ভাস্কা আর জেংকা ওর কথায় একটুও কান দিলে না। ওরা ওষুধের জন্য কী সব লতাপাতা নিয়ে চলেছে, একটা দোকানে ওসব দিয়ে হাত খরচের টাকা রোজগার করবে ওরা। দু'দিন ধরে তাই ওরা রাস্তার ধারে ধারে ঐসব গাছগাছড়া লতাপাতা আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেরিয়েছে। ভাস্কার মা ওর লতাপাতাগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে পাতলা ভিজে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু জেংকার তো আর মা নেই। ওর মাসী আর বোনও যার যার কাজে ব্যস্ত। তাই সে তার

গাছগাছড়াগুলোকে নোংরা ভাবেই একটা পুঁটুলি করে বেঁধে নিয়ে চলেছে। কিন্তু ভাস্কার চাইতে ওর গাছগাছড়ার সংগ্রহ অনেক বেশি, তাই তার পুঁটুলিটাকে পিঠে চাপিয়ে ভারে নুয়ে পড়ে ও চলেছে।

সেরিওজা ওদের পেছনে দৌড়ে গিয়ে কাতর স্বরে বলল, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।'

'না বাড়ি যাও। আমরা কাজে যাচ্ছি,' ভাস্কা গম্ভীর গলায় আদেশের ভঙ্গিতে বলল।

সেরিওজা আবার বলল, 'শুধু তোমাদের সঙ্গে যাব।'

'না, না, বাড়ি যাও বলছি। এটা তো আর খেলা নয়। তোমার মতো বাচ্চা ছেলেরা ওখানে যায় না, বুঝলে?' ভাস্কা আবার ধমকে উঠল।

সেরিওজা এবার থেমে গেল। ওর ঠোঁটদুটি অভিমানে কাঁপছে। কিন্তু না, ও কাঁদবে না। লিদা আছে কাছেই, সে এসে ক্ষেপাবে ছিঁচকাঁদুনে বলে।

তবুও সে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা তোমাকে নেবে না বুঝি?'

সেরিওজা চোখ মুছে বলল এবার, 'আমি ওদের চাইতে অনেক বেশি লতাপাতা জোগাড় করতে পারি। ঐ আকাশের চেয়েও উঁচু করে লতাপাতা জমাব দেখ।'

লিদা হেসে লুটোপুটি খেয়ে বলল, 'আকাশের চাইতেও উঁচু? ছেলের কথা শোন! আকাশের চেয়েও উঁচু কিছু হয় নাকি বোকা ছেলে?'

'আমার বাবা আসবে, দেখ, আমি না পারলেও আমার বাবা ঠিক পারবে।'

'ও তো বানানো গল্প। তোমার বাবা আসবে না আরও কিছু? আর এলেই বা কি, বাবারাও তা পারে না, কেউ পারে না।'

সেরিওজা এবার মাথা হেলিয়ে আকাশের দিকে তাকাল, সত্যি কি কেউ ঐ আকাশের চেয়েও উঁচু করে গাছগাছড়া লতাপাতা জমাতে পারে না? সেরিওজা একথাটা ভেবেই চলেছে। লিদা কোন ফাঁকে এক দৌড়ে বাড়ি গিয়ে একটা রঙিন স্কার্ফ — যেটা ওর মা মাঝে মাঝে মাথায়, গলায় পরে থাকেন — নিয়ে এসে দু'হাত দুলিয়ে কি একটা গান গেয়ে পা ঠুকে ঠুকে নাচতে সুরু করল। সেরিওজা অবাক হয়ে ওকে দেখছে এবার।

লিদা বলল, 'নাদকা কী গল্পই করতে পারে! ও নাকি ব্যালেতে নাচ শিখবে।'

পরে বললে, 'মস্কো আর লেনিনগ্রাদের ব্যালেতে নাচ শেখায়।'

বলতে বলতে সেরিওজার চোখে বিস্ময় আর প্রশংসার ছায়া দেখে লিদা আবার নাচ থামিয়ে হেসে প্রশ্ন করল, 'কী দেখছ? তুমিও নাচবে নাকি? আমাকে দেখে দেখে নাচ না।'

সেরিওজা ওকে নকল করতে লাগল, কিন্তু ঐ স্কার্ফ ছাড়া কী করে নাচ হয়? লিদা ওকে গান গাইতে বলছে। কিন্তু গান গেয়েও ঠিক অমনটি হচ্ছে না যে!

‘স্কার্ফটা একটু দাও না আমায়,’ কাতর স্বরে ও বলল।

কিন্তু লিদা ওর কথা শুনেও শুনল না। ঠিক সেই মুহূর্তে সেরিওজার বাড়ির দরজায় একটা গাড়ি এসে থামল। একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেলে পাশা মাসীও ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

‘এই যে, দ্‌মিত্রি কর্নেয়েভিচ এসব পাঠিয়েছে,’ মেয়েটি বলল।

একটা স্যুটকেশ, একটা বইয়ের বাণ্ডিল আর একটা কী ভারী ছাই রঙের জিনিস প্যাকেটে জড়ানো রয়েছে। একটু পরেই বোঝা গেল ওটা একটা ফৌজী কোট। ওরা দু’জনে জিনিসগুলো ভেতরে নিয়ে চলল। মা জানলা দিয়ে একটিবার উঁকি মেরে কোথায় সরে গেল। মেয়েটি মুচকি হেসে মাসীকে বলল, ‘দেখেছ, যৌতুক বিশেষ কিছুই নেই।’

মাসী কেমন দুঃখিত স্বরে বলল, ‘নতুন একটা কোট কিনলেও পারত অন্তত।’

‘কিনবে গো কিনবে। সময়মতো সবই কিনবে, দেখ। এই যে, চিঠিটা ওকে দিও।’

একটা চিঠি মাসীর হাতে দিয়ে মেয়েটি এবার গাড়িতে উঠে গাড়িটা চালিয়ে চলে গেল। সেরিওজা এবার এক ছুটে বাড়ির মধ্যে এসে চেঁচাতে সুরু করল, ‘মা, মাগো, করোস্তেলিওভ তার ফৌজী কোটটা পাঠিয়েছে দেখ!’

(দ্‌মিত্রি কর্নেয়েভিচ করোস্তেলিওভ ওদের বাড়িতে প্রায়ই আসত আগে। সেরিওজার জন্য সে কত খেলনা আনত।

শীতকালে একবার সেরিওজাকে স্লেজে করে বেড়াল। তার ফৌজী কোটটা সে এনেছিল যুদ্ধ থেকে, তার আবার কাঁধে বেল্ট নেই। সেরিওজা তার বিদ্ঘুটে এই নামটা কোনো মতেই যেন ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না। তাই তাকে শুধু করোস্তেলিওভ বলেই ডাকে।)

বিরাট কোটটা এতক্ষণে আলনায় ঝুলছে। মা চিঠিটা পড়ছে একমনে। ওর কথার কোন উত্তর দিল না। চিঠিটা পড়া শেষ করে বলল, 'হাঁ, আমি তা জানি। এখন থেকে উনি আমাদের এখানেই থাকবেন সেরিওজা। উনিই তোমার বাবা হবেন যে।'

মা আবার চিঠিটা পড়তে সুরু করল।

'বাবা' কথাটায় যার ছবি সেরিওজার চোখে ভেসে উঠে সে কেমন যেন অজানা, অচেনা। কিন্তু করোস্তেলিওভ তো ওদের অনেকদিনকার পুরানো বন্ধু। মাসী আর লুকিয়ানিচ তো তাকে 'মিতিয়া' বলে ডাকে। মা এসব কী বলছে আবোল তাবোল? ও প্রশ্ন করে বসল, 'কেন?'

'আঃ! আমাকে চিঠিটা শেষ করতে দেবে না নাকি দুষ্টু ছেলে?' মা বলল।

চিঠিটা শেষ করার পরেও মা ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। ব্যস্তসমস্ত হয়ে কেবল একাজ সেকাজ করতে লাগল। বইয়ের বাণ্ডিল খুলে বইগুলো ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ঝক্ঝকে করে তাকে গুছিয়ে রাখল। পরিষ্কার ঘর-দোরকে আরও একবার পরিষ্কার করে, তকতকে মেঝেকে আবার ধুয়ে মুছে মা নতুন করে ঘর সাজাতে লাগল। পর্দা, টেবিল-ক্লথ সব

পালটে ফেলে বাগান থেকে এক গুচ্ছ ফুল তুলে এনে টেবিলের ওপর ফুলদানিতে রাখল। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে পিঠে তৈরী করতে লাগল। মাসী ময়দার গোলা তৈরী করে দিয়ে মাকে সাহায্য করছে, সেরিওজাও কিছুটা ময়দা-গোলা আর জ্যাম নিয়ে পিঠে বানাতে বসে গেল।

তারপর করোস্তেলিওভ এলে সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে ও আনন্দে চীৎকার করে বলে উঠল, 'জান, আমি পিঠে তৈরী করেছি!' করোস্তেলিওভ নত হয়ে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল। সেরিওজা ভাবল: আমার বাবা হয়েছে বলেই বুঝি ও আজ এতক্ষণ ধরে আমাকে চুমু খাচ্ছে।

করোস্তেলিওভ এবার ঘরে ঢুকে তার স্যুটকেশ খুলে মায়ের একখানি ছবি বার করে হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে সেরিওজার ঘরে দেওয়ালের গায়ে ঠুকঠুক করে টানাতে লাগল।

মা বলল, 'ছবি দিয়ে আর কি হবে? আসল মানুষটিকেই তো এখন থেকে সব সময় কাছে পাবে।'

করোস্তেলিওভ এবার মায়ের হাতখানি তার হাতে তুলে নিয়ে দু'জনে কাছাকাছি দাঁড়াল। কিন্তু ওর দিকে তাদের দৃষ্টি পড়তেই দু'জনে তক্ষুণি সরে গেল। মা ঘর থেকে বার হয়ে গেল, আর করোস্তেলিওভ একটা চেয়ারে বসে পড়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল:

'তাহলে সেরিওজা আমি তো তোমাদের সঙ্গে থাকব বলে এসেছি, তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?'

'বরাবর থাকবে?'

'হাঁ, বরাবর।'

'আমাকে মারবে না তো?'

করোস্তেলিওভ অবাক হয়ে বলল এবার:

'কেন? মারব কেন?'

'আমি দুষ্টুমি করলে?'

'না, আমার মনে হয় দুষ্টুমি করলেও বাচ্চাদের মারধর করাটা খুব বোকামী।'

'হাঁ, ঠিক বলেছ, মারলে কান্না পায়, তাই না?' সেরিওজা বেশ খুশি হয়ে উঠল যেন।

করোস্তেলিওভ আবার বলল, 'আমরা দু'জন দু'জনকে বুঝতে চেষ্টা করব, কেমন?'

'তুমি কোথায় ঘুমোবে?' সেরিওজা এবার অন্য প্রশ্ন করল।

'মনে হচ্ছে এ ঘরেই ঘুমোব। হাঁ, শোন, আসছে রবিবার সকালে তুমি আর আমি এক জায়গায় যাব। কোথায় বল তো? খেলনার দোকানে, তোমার যা খুশি নেবে, কেমন?'

'সত্যি? আমি তাহলে একটা সাইকেল চাই। রবিবারটা আসতে আর কত দেরি বল তো?'

'আর দেরি নেই।'

'কতদিন আর?'

'আসছে কাল তো শুক্রবার। তার পরের দিন শনিবার। তার পরের দিনটাই তো রবিবার।'

'উঃ! এ-তো দেরি এখনও?' সেরিওজা বলে উঠল।

তারপর ওরা তিনজন — সেরিওজা, মা আর করোস্তেলিওভ চা খেতে বসল। পাশা মাসী আর লুকিয়ানিচ কোথায় বেড়াতে গেছে। সেরিওজার বড্ড ঘুম পাচ্ছে এবার। চোখদুটি ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ঐ যে আলোটার চারদিক ঘিরে ছাই রঙের প্রজাপতিগুলো কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে, তারপর এক সময় টেবিল ক্লথের ধারে ছোট্ট পাখা পত্‌পত্‌ করতে করতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ছে, ওদের দেখে দেখে ওর যেন আরও বেশি ঘুম পাচ্ছে। আচম্‌কা ও দেখল করোস্তেলিওভ যেন ওর খাটটা কোথায় নিয়ে চলেছে।

'আমার খাটটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' সেরিওজা বলল।

মাকে এবার বলতে শুনল, 'ঘুমিয়ে পড়লে তো? এস, হাত পা ধুয়ে শোবে এস।'

ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে ও কিন্তু প্রথমটা বুঝতেই পারছে না কোথায় আছে ও। দুটো জানালার জায়গায় তিনটে দেখা যাচ্ছে কেন? বিছানার উল্টো দিকে তো কোনো জানালা ছিল না! পর্দাগুলোও তো একেবারে অন্য রকম। তাহলে কি ও... হাঁ, এবার বুঝতে পারছে মাসীর ঘরে ও শুয়েছে কাল। এ ঘরখানিও ভারী সুন্দর ভাবে সাজানো। জানালার তাকে ফুলদানিতে ফুল রয়েছে। আয়নার পিছনে ঐ তো ময়ূরপুচ্ছের পাখাটা ঝুলছে। মাসীর বিছানা কেমন পরিপাটি করে পাতা। খোলা জানালার শার্সি দিয়ে ভোরবেলার সোনালী রোদ ঘরের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। সেরিওজা এবার সব বুঝতে পারল।

বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে পড়ে রাত-জামাটা একটানে খুলে ফেলে প্যান্টটা পরে খাবার ঘরের দিকে চলল। ওর ঘরের সামনে গিয়ে দেখে ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। বাইরে থেকে হাতলটা ঘোরাবার চেষ্টা করল কত, কিন্তু দরজা খুলল না। তার সব খেলনা যে ওঘরেই রয়েছে, তাই তাকে এখন ওঘরে না ঢুকলেই নয়। ওর ছোট্ট নতুন কোদালিটাও রয়েছে। হঠাৎ যেন তার অদ্ভুত একটা ইচ্ছে হল- সে এখনই সেই কোদালিটা দিয়ে বাগানের মাটি খুঁড়বে।

সেরিওজা এবার মাকে ডাকতে লাগল, 'মা, মাগো!'

দরজা তেমনই বন্ধ রইল, ভেতরে সব চুপচাপ।

আবার প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, মা, মাগো!'

মাসী কোথা থেকে দৌড়ে এসে এক হেঁচকায় ওকে টেনে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলল।

ফিস্ ফিস্ করে মাসী ওকে বলছে, 'এটা কী হচ্ছে শুনি? এত চেঁচাচ্ছ কেন? ছিঃ, এমন করতে নেই! তুমি কি এখনও ছোট্ট ছেলেটি আছ নাকি? মা ঘুমুচ্ছে, তার ঘুম ভাঙ্গাচ্ছ কেন?'

'আমি আমার কোদালিটা নেব।'

'নেবে তো নেবে। ওটা কি পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? মা উঠলেই ওটা নিতে পারবে। এখন লক্ষ্মীছেলের মতো এই গুলতিটা নিয়ে খেলা কর তো সোনা। গাজর খাবে? এই যে নাও, নিজে নিজে পরিষ্কার করে খাও। কিন্তু খাওয়ার আগে ভদ্রলোকেরা হাত মুখ ধুয়ে নেয় তা জান তো?'

কেউ আদর করে কথা বললে সেরিওজা কেমন হয়ে যায়, তার কথা না শুনে পারে না। শান্ত ছেলের মতো মাসীর হাতে হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ দুধ খেল ও। তারপর গুলতি হাতে নিয়ে বাইরে চলে এল। রাস্তার ওধারে বেড়ার উপর ঐ যে একটা চড়ুই বসে আছে। ভাল করে তাক না করেই সে পাখীটার দিকে একটা গুলি ছুঁড়ল। পাখীটা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। সে কিন্তু সব সময় লক্ষ্যহীন ভাবেই গুলি ছোঁড়ে। সে জানে যে কারণেই হোক তার গুলি কখনও কোথাও ঠিক লাগবে না। লক্ষ্য ঠিক করে তাক করেও জায়গামতো গুলি লাগাতে না পারলে লিদা ওকে ক্ষেপিয়ে পাগল করে দেবে। তাই ও যেমন তেমন যেখানে সেখানে গুলি ছুঁড়তেই ভালবাসে।

ওদিকে শুরিক ওর বাসার সামনে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেরিওজাকে দেখে সে বলল, 'এস না আমরা বনে বেড়িয়ে আসি।'

'বয়ে গেছে আমার বনে যেতে।'

দরজার সামনে বেঞ্চের ওপর সেরিওজা এবার পা দুলিয়ে বসল। আবার তার মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। উঠান দিয়ে আসবার সময় ও দেখেছে ওর ঘরের শার্সিগুলো পর্যন্ত বন্ধ। তখন সে কিছু মনে করে নি। এখন হঠাৎ তার মনে পড়ল, গরমকালে কোনোদিন তো ওদের ঘরের জানালাগুলো এরকম বন্ধ থাকে না! কেবল শীতকালে যখন চারদিকে বরফ পড়তে থাকে তখনই এমন ভাবে দরজা জানালা বন্ধ থাকে। আজ এ কী হল? খেলনাগুলো আনবার আর কোন উপায়ই নেই তাহলে।

কিন্তু এই মুহূর্তে খেলনাগুলো পাবার জন্য তার মনটা এমন উতলা হয়ে উঠল কেন? তার ইচ্ছে হচ্ছে আছড়ে পড়ে চীৎকার দিয়ে কাঁদে এখন। কিন্তু সে কি আর আগের মতো ছোট্টটি রয়েছে নাকি? তাই এখন আর মাটিতে পড়ে কাঁদাও চলে না। কিন্তু বড় হলেও বা কি? মনটা তো মানছে না। সে যে এক্ষুণি এই মুহূর্তে তার কোদালিটা চাইছে, মা ও করোস্তেলিওভ তো তা গ্রাহ্যই করছে না!

সে ভাবতে লাগল, ওরা উঠলেই সে তার প্রত্যেকটি খেলনা ওঘর থেকে মাসীর ঘরে নিয়ে আসবে। দেরাজের পেছন থেকে বাড়ি তৈরী করবার ব্লকটাও আনতে ভুলবে না।

ভাস্কা আর জেঙ্কা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লিদাও ছোট্ট ভিক্তরকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সবাই সেরিওজার দিকে তাকিয়ে আছে। সে কোনো কথা না বলে শুধু পা দোলাতে লাগল। জেঙ্কা এবার প্রশ্ন করল:

'কী হয়েছে তোমার?'

ভাস্কা উত্তর দিল, 'জান না বুঝি, ওর মা আবার বিয়ে করেছে।'

সবাই এবার চুপচাপ।

একটু পরে জেঙ্কা বলল আবার, 'কাকে বিয়ে করেছে?'

ভাস্কা বলল, ''ইয়াস্নি বেরেগ' রাষ্ট্রীয় খামারের ডিরেক্টার করোস্তেলিওভকে। গত মিটিংএ সে কী বকুনিই না খেয়েছে!'

'কেন শুনি?' জেঙ্কা জিজ্ঞেস করল।

'কোনো কারণ ছিল নিশ্চয়ই,' বলে ভাস্কা ওর পকেট থেকে দোমড়ানো একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

জেঙ্কা বলে উঠল, 'আমাকে একটা দাও।'

'মনে হয় মাত্র একটাই আছে,' বলে ভাস্কা নিজে একটা নিয়ে জেঙ্কাকেও একটা সিগারেট এগিয়ে দিল কিন্তু। তারপর নিজে সিগারেটটা ধরিয়ে জেঙ্কাকে আগুনটা দিল। উজ্জ্বল রোদে ছোট দেশলাইকাঠির শিখাটা দেখাই যাচ্ছিল না মোটে। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী কেমন সুন্দর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। মাটির উপরে দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বলে পুড়ে বাঁকা আর কালো হয়ে গেল। রাস্তার এধারে ওরা যেখানে সবাই জড়ো হয়েছে সেখানটায় কেমন সোনালী রোদ চিক্‌মিক্‌ করছে। কিন্তু ওধারটায় এখনও রোদের দেখা নেই, কেমন ছায়া ছায়া। ওদিকটায় বেড়ার কাঁটাগাছের পাতায় শিশিরকণা জমে টলমল করছে এখনও। রাস্তার ধুলোয় আঁকাবাঁকা দুটো দাগ। কে যেন ট্রাক্টর চালিয়ে গিয়েছে ঐ রাস্তা দিয়ে।

লিদা শুরিককে ডেকে বলল, 'জান, সেরিওজার মন খারাপ। ওর নতুন বাবা হয়েছে কিনা।'

ভাস্কা ওর দিকে চেয়ে সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'না, না, এজন্য এত ভেব না তুমি। ভদ্রলোককে তো বেশ ভালই মনে হল। তুমি যেমন আছ তেমনই থাকবে। তোমার কী তাতে?'

সেরিওজা হঠাৎ গতরাত্রের কথাটা মনে পড়ায় বলে উঠল, 'জান, আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেবে বলেছে।'

ভাস্কা বলল, 'সত্যি দেবে? না, এমনিই বলেছে?'

'সত্যি সত্যি দেবে। আমরা দ্‌'জনে আসছে রবিবার দোকানে যাব। কাল তো শ্‌ক্রবার, তার পরের দিন শনিবার, তার পরেই তো রবিবার।'

জেঙ্কা বলল, 'দ্‌'চাকাওয়ালা সাইকেল তো? না, তিন চাকাওয়ালা বাচ্চাদের সাইকেল?'

ভাস্কা এবার বিজ্ঞের মতো বলে উঠল, 'না, না, বাচ্চাদের সাইকেল নিও না যেন। তুমি তো বড় হচ্ছ, এখন দ্‌'চাকাওয়ালা সাইকেলই ভাল হবে।'

লিদা এতক্ষণ পর বলল, 'ও-সব বানিয়ে বলছে। ওকে কোনো সাইকেল কিনে দেবে না।'

শ্‌রিক বলে উঠল, 'আমার বাবাও আমাকে সাইকেল দেবে বলেছে। আসছে মাসে মাইনে পেয়েই কিনে দেবে।'

করোস্তেলিওভের সঙ্গে প্রথম দিন

বাগানের দিকে লোহার ঝনঝনানি শব্দ শ্‌নতে পেয়ে সেরিওজা ওদিকে তাকাল। করোস্তেলিওভ বাগানের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিটকিনি টেনে টেনে খড়খড়ি খ্‌লছিল। তার পরনে ডোরাকাটা শার্ট, গলায় নীল টাই, ভিজা চুল পরিপাটি করে সাজানো। সে খড়খড়ি খ্‌লতেই মা ভেতর থেকে ধাক্কা দিয়ে জানালাটা খ্‌লতে খ্‌লতে কী যেন বলল। জানালার তাকে কন্‌ই রেখে করোস্তেলিওভ তার জবাব দিল। জানালা দিয়ে নিজেকে বেশ খানিকটা বাইরে বের করে দ্‌'হাত দিয়ে মা তার

মাথাটাকে জড়িয়ে ধরল। ওরা দেখতে পেল না যে ছেলেরা রাস্তা থেকে ওদের দেখতে পাচ্ছে।

সেরিওজা এবার উঠানে গিয়ে বলল, 'করোস্তেলিওভ, আমার কোদালিটা দাও না?'

'কোদালি?'

'হ্যাঁ, আমার সব খেলনাও আমি নিয়ে যাব।'

মা এবার ভেতর থেকে উত্তর দিল, 'ভেতরে এসে তোমার খেলনাগুলো নিয়ে যাও।'

সেরিওজা এবার ঘরে ঢুকল, কেমন অদ্ভুত তামাকের গন্ধ ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে যেন আর অপরজনের নিঃশ্বাসের গন্ধ। কত কী জিনিস ঘরের এদিক ওদিক পড়ে রয়েছে, ব্রাশ, জামাকাপড়, সিগারেট, আরও কত কী... মা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের বিনুনী খুলছে। একটু পরেই মায়ের একরাশ চুল পিঠ ছাড়িয়ে কোমরের নীচে অবধি ছড়িয়ে পড়ল। সত্যি, মায়ের চুল কী সুন্দর দেখতে! ওকে দেখে মা বলল, 'সুপ্রভাত সেরিওজা।'

ও কোনো কথাটি না বলে অবাক হয়ে সিগারেটের বাক্সগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। বাক্সগুলো কী চকচকে আর সুন্দর! একটা বাক্স হাতে নিয়ে ও নাড়াচাড়া করতে লাগল। কাগজের মোড়কে ওটা একেবারে বন্ধ, তাই খোলা যাচ্ছে না।

ও কী করছে মা আয়নার ভিতর দিয়ে দেখতে পেয়ে বলল, 'ওটা রেখে দাও সেরিওজা। তুমি তোমার খেলনাগুলো নেবে না?'

বাড়ি তৈরী করবার ব্লকটা তো আলমারির দেরাজের পেছন দিকটায় রয়েছে। উঁকিঝুঁকি মেরে ও সেটাকে একটু একটু দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু দেরাজটা আরও টেনে না সরাতে পারলে তার ছোট্ট হাত যে নাগাল পাচ্ছে না।

মা আবার বলে উঠল, 'কী হচ্ছে? কী খুঁজছ বল তো।'

'ওটা আনতে পারছি না যে,' সেরিওজা বলল।

এমন সময় করোস্তেলিওভ ঘরে ঢুকল। সেরিওজা এবার তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঐ বাক্সগুলো খালি হলে আমায় দেবে?'

(ও জানে বড়রা ঐ বাক্সগুলোর মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলো খেয়ে শেষ করার পরই বড়রা বাক্সগুলোই বাচ্চাদের দিয়ে দেয়।)

করোস্তেলিওভ একটা বাক্স থেকে সব সিগারেট বার করে নিয়ে তক্ষুণি ওটা ওর হাতে দিয়ে বলল, 'এই যে নাও। কেমন খুশি তো?'

মা বলে উঠল, 'ঐ দেরাজের পেছনে ওর কী খেলনা আছে, বের করে দাও তো।'

করোস্তেলিওভ তার বড় বড় হাতদুটো দিয়ে দেরাজটায় টান দিতেই শব্দ করে পুরানো দেরাজটা সরে গেল। সেরিওজা এবার দু'হাত বাড়িয়ে অনায়াসে ব্লকটা বার করে নিল।

'বেশ ভাল!' করোস্তেলিওভের দিকে তাকিয়ে সেরিওজা খুশিভরা গলায় বলে উঠল।

তারপর সেরিওজা ওর সমস্ত খেলনা আর ব্লকের বাক্সটা দু'হাতে বুকে চেপে ধরে মাসীর ঘরের মেঝেতে ওর খাট আর আলমারীর মাঝখানে এনে ফেলল।

মা ওঘর থেকে ডেকে বলল, 'কোদালিটা নিয়ে গেলে না? ওটার জন্যে এলে আর ওটাই ফেলে গেলে?'

সেরিওজা নীরবে আবার ওঘরে ঢুকে কোদালিটা হাতে নিয়ে বাগানে বেরিয়ে এল। না, এখন আর মাটি খুঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না তার। চকোলেটের উপরকার রাংতাগুলোকে নতুন সেই চকচকে বাক্সটায় গুছিয়ে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু মা একথা বলার পরে বাগানে একটুখানি মাটি না খুঁড়লেও যে নয়!

আপেল গাছটার নীচে মাটিটা বেশ নরম আর ভিজে। সে ওখানটার মাটির বুকেই কোদালিটা যত জোরে সম্ভব গেঁথে দিল। তারপর ছোট্ট হাত দিয়ে মাটির বুকে কোদালি চালাতে লাগল। রোদে পুড়ে পুড়ে ওর তামাটে রঙের রোগা পিঠের এক দিকটা আর হাতের মাংসপেশীগুলো কোদালির চাপে ফুলে ফুলে উঠেছে। করোস্তেলিওভ সিগারেট খেতে খেতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

লিদা ভিক্তরকে কোলে নিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'এস, ফুলের গাছ লাগিয়ে দিই এখানে। বেশ চমৎকার দেখাবে।'

আপেল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ভিক্তরকে সে এবার মাটির ওপর বসিয়ে দিল। কিন্তু ছেলেটা একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল।

লিদা এবার বিরক্ত হয়ে ভিক্তরকে এক ঝাঁকানি দিয়ে তুলে নিয়ে আবার সোজা করে গাছের গঁুড়িতে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়ে পাকা গিন্নীর মতো বলল, 'আর একটু ভাল হয়ে বসতেও পার না বোকা ছেলে? তোমার বয়সী সব বাচ্চারা কেমন সুন্দর বসতে পারে। তুমি একটা আস্ত হাঁদারাম।'

করোস্তেলিওভ বারান্দা থেকে যাতে ওর কথা শুনতে পায় লিদা এমন ভাবেই চেঁচিয়ে কথাগুলো বলল। তারপর আড়চোখে একটিবার করোস্তেলিওভের দিকে তাকিয়ে ওধার থেকে কয়েকটি গাঁদা ফুলের চারা এনে সেই নরম মাটির বুকে পুঁতে দিতে লাগল।

'বাঃ! কী সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ!' লিদা আনন্দে বলে উঠল।

তারপর লাল সাদা কতগুলো পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে এনে ফুলগুলোর চারপাশে সাজিয়ে দিল। হাত দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে সমান করে দিল এবড়ো খেবড়ো মাটি। লিদার হাত দুখানি কাদা মাটিতে একেবারে কালো হয়ে গেছে।

সেরিওজার দিকে তাকিয়ে ও আবার বলল, 'দেখ তো, এবার কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!'

'হাঁ, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে,' সেরিওজা মাথা নেড়ে বলল।

'তাহলে? আমি ছাড়া কোন কাজটা তুমি অত সুন্দর করতে পার শুনি?'

সেই মুহূর্তে ভিক্তর আবার ধপাস্ করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

লিদা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশ হয়েছে। ওভাবেই শুয়ে থাক বোকা ছেলে।'

ভিক্তর কিন্তু একটুও কাঁদে নি। বুড়ো আঙ্গুলটা মুখে পুরে দিয়ে চুষতে চুষতে উপরের দিকে তাকিয়ে অবাক দৃষ্টিতে গাছের পাতাগুলোকে দেখছে শুধু। লিদা এবার কোমর থেকে বেল্টের মতো বাঁধা রশিটা খুলে নিয়ে বারান্দার সামনে এসে লাফাতে সুরু করল। 'এক, দুই, তিন...' জোরে জোরে বলতে বলতে ও লাফিয়েই চলল। করোস্তেলিওভ ওর কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল।

সেরিওজা এবার লিদার দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'দেখ, দেখ, বাচ্চাটার গায়ে কেমন পিঁপড়ে উঠেছে।'

লিদা লাফানো ছেড়ে এক দৌড়ে ভিক্তরের কাছে এসে ওকে টেনে তুলে গায়ের পিঁপড়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বিরক্তির সুরে বলল, 'আঃ! জ্বালিয়ে খেল ছেলেটা! সারাক্ষণ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলেও এটার গায়ে নোংরা লেগে থাকবেই দেখছি।' পরিষ্কার করার পর ভিক্তরের জামা আর পাদুটো সত্যি কালো হয়ে উঠল।

মা বারান্দা থেকে হাঁক দিল, 'সেরিওজা, এদিকে এস এবার। পোশাক বদলে নাও। আমরা বেড়াতে বার হব।'

সেরিওজা একলাফে উঠে দৌড়ে গেল। বেড়াতে যেতে ওর বড্ড ভালো লাগে। কারও বাড়ি বেড়াতে গেলে কী মজাটাই না হয়! ওরা কত খাবার, মিষ্টি আর খেলনা দেয় ওকে!

মা বলল, 'আমরা তোমার নাস্তিয়া দিদিমাকে দেখতে যাচ্ছি, বুঝলে?' কোথায় কার কাছে যাচ্ছে তা জেনে ওর কি লাভ। যে কোনো এক জায়গায় বেড়াতে গেলেই হল।

এই দিদিমাটিকে আগে সে এখানে সেখানে কয়েকবার দেখেছে। উনি দেখতে বড্ড গম্ভীর আর রাশভারি। একটা সাদা বুটিদার রুমাল তাঁর থুতনি থেকে মাথা পর্যন্ত আঁটসাঁট করে বাঁধা থাকে সর্বদা। তাঁর আবার একটা অর্ডারও আছে। অর্ডারটার ওপর লেনিনের ছবি খোদাই করা আছে। দিদিমার হাতে সর্বদা একটা কালো বড় ব্যাগ থাকবেই। সেটা থেকে চকোলেট বার করে উনি ওকে কতদিন দিয়েছেন। কিন্তু এর আগে কোনোদিন তারা দিদিমার বাড়ি বেড়াতে যায় নি।

আজ ওরা তিন জনেই সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে নিল। পথে বেরিয়ে মা আর করোস্তেলিওভ দু'দিক থেকে দু'জনে ওর হাত ধরেছিল বটে, কিন্তু তা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে নিজে পথ চলতে সুরু করল সে। নিজে নিজে হাঁটা কী মজা! পথের এধারে ওধারে কত কি দেখতে দেখতে চলা যায়। পরের বেড়ার ওধারে দেখা যায় ভীষণ কুকুর আর হাঁসগুলো। ইচ্ছে হলে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায় আবার ওদের থেকে পিছিয়ে পড়া যায়। একটা ইঞ্জিনের মতো হুস্‌হুস্‌ শব্দ করতে করতে বা পথের ধারের ঘাসের শীষ তুলে মুখে ঢুকিয়ে শিস্‌ দিতে দিতে যেমন খুশি চল। পথের উপরে হঠাৎ হয়তো কারও হারিয়ে যাওয়া পয়সাও কুড়িয়ে পেলে। বড়দের হাত ধরে চললে কি এসব করা চলে নাকি? না, তাতে কোনো মজা থাকে? ওদের

হাত ধরে চললে হাত তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘেমে ভিজে উঠবে আর পথ চলবার কোন আনন্দই যে থাকবে না তখন।

তারপর ওরা একটা ছোট্ট দু'জানালাওয়ালা বাড়ির মধ্যে ঢুকল। বাড়িটা যেমন ছোট, উঠানটাও তেমনই ছোট। রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই দিদিমা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। দিদিমা বললেন, 'এস, এস সুখে থাক, অভিনন্দন নাও।'

সেরিওজা শুনে ভাবল তাহলে আজ নিশ্চয়ই উৎসবের দিন। পাশা মাসীর মতো সেরিওজাও বলল, 'তুমিও অভিনন্দন নাও।'

সেরিওজা বসবার ঘরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে দেখল কোথাও কোনো খেলনা নেই; এমন কি ঘর সাজাবার পুতুলও নেই, সুন্দর জিনিস নেই; শুধু খাবার আর শোবার জন্য একঘেয়ে প্রাণহীন কতগুলি আজেবাজে সরঞ্জাম এদিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে। দিদিমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'তোমার কোন খেলনা নেই?'

(হয়তো খেলনা বা পুতুল অন্য কোথাও তুলে রেখেছে।)

দিদিমা বলল, 'না, খেলনা টেলনা আমার এখানে কিছু নেই বাছা। তোমার মতো কোনো বাচ্চা নেই তো। এস, তোমার জন্য এই যে টফি রেখেছি, খাও।'

টেবিলের উপর একরাশ পিঠে আর কেকের সঙ্গে একটা লাল কাঁচের পাত্রে কতগুলো টফিও রয়েছে। সবাই এবার টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়লণ করোস্তেলিওভ বসেই

একটা বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে গাঢ় লাল রঙের মদ ঢেলে নিল।

মা বলল, 'সেরিওজা কিন্তু ওসব খাবে না।'

এটা অবশ্য জানা কথা। ওরা সব সময় নিজেরা যখন তখন ঐ রঙীন জল বেশ মজা করে খাবে কিন্তু তাকে কখনও দেবে না। কোনোরকম ভাল একটা কিছু বাড়িতে এলেই তার সেটা খাওয়া বারণ, এতো সে বরাবর দেখে আসছে।

কিন্তু আজ করোস্তেলিওভ বলল, 'ওকে একটুখানি দেব ভাবছি। তাহলে ও আমাদের স্বাস্থ্যপান করতে পারবে।'

ছোট্ট একটা গ্লাসে এবার সে বোতল থেকে সামান্য একটুখানি ঢেলে ওর হাতে দিল। সেরিওজার মনে হল করোস্তেলিওভের সঙ্গে ভাল ভাবেই থাকা যাবে তাহলে।

সবাই এবার পরস্পর গ্লাসগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে ঠুং করে ঠেকাতে সেরিওজাও তার ছোট্ট গ্লাসটিকে ওদের গ্লাসের সঙ্গে ঠেকিয়ে নিল।

ওদের সঙ্গে আজ আর একটি দিদিমাও আছেন। উনি নাকি শুধু দিদিমা নন, বড়দিদিমা। ওকে বড়দিদিমণি বলে ডাকতে বলে দিয়েছে ওরা। করোস্তেলিওভ ওকে শুধু দিদিমা বলেই ডাকছে, সেরিওজার কিন্তু ওকে একটুও ভাল লাগছে না। লাল জলের গ্লাসটা তাকে দেওয়া হলে এই বড়দিদিমাই বলেছিল, 'টেবিল ক্লথের ওপর ফেলল বলে।'

ওদের গ্লাসের সঙ্গে তার গ্লাসটা ঠেকাতে গিয়ে সত্যি কিন্তু কয়েক ফোঁটা উপ্‌ছে টেবিল ক্লথের ওপর পড়ে গেল। তখন

বড়দিদিমা বলে উঠল, 'দেখলে তো? আমি ঠিক বলেছি কিনা।'

তারপর নুনের পাত্র থেকে কিছুটা নুন নিয়ে সেই ভিজে জায়গায় দিয়ে রাগে গর্‌গর্‌ করতে লাগল যেন। তার পর থেকে বড়দিদিমা একদৃষ্টে তাকেই দেখছে কেবল। ওর চোখে একজোড়া চশমাও রয়েছে আবার, বুড়ী কিন্তু একেবারেই বুড়ো থুড়্‌থুড়ে। তামাটে রঙের হাত দুখানি কুঁচকে এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেছে। লম্বা টিকালো নাকটা একটু নীচে হেলে আছে। থুতনিটা এককালে বোধ হয় বেশ ভরাট ছিল। এখন কেমন চিম্‌সে চুপ্‌সে গেছে যেন।

লাল জলটা সত্যি কী মিষ্টি খেতে! এক চুমুকে সে সবটা গিলে ফেলল। তাকে একটা প্লেটে করে পিঠেও দেওয়া হয়েছে। পিঠেটা চটকে চটকে সে খেতে আরম্ভ করল। বড়দিদিমাটা আবার বলে উঠল, 'কেমন করে খেতে হয় তাও জান না বুঝি?'

এ কথায় ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে সে চেয়ারটাকেই বেদম নাড়াতে আরম্ভ করল।

বুড়ী আবার ধমকে উঠল, 'এই দুষ্টু ছেলে, ঠিক হয়ে ভদ্রভাবে বসতেও জান না?'

এদিকে তার পেটে গরম লাগছে। চীৎকার করে গান গাইতে ইচ্ছে করছে তার, তাই হঠাৎ সে গান সুরু করল।

বড়দিদিমা বলে উঠল, 'আঃ! শিক্ষাসহবত এতটুকুও নেই নাকি?'

করোস্তেলিওভ সেরিওজার পক্ষ নিয়ে বলল, 'ওকে ক্ষেপাচ্ছ কেন বল তো? বেচারীকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

বড়দিদিমা আবার বলল, 'একটু সবুর কর না, দেখ ও ছেলে আরও কী করে!'

বুড়ীও কিন্তু ঐ রঙীন জল খেয়েছে, চোখদুটো তার চশমার ভিতর দিয়ে কী জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।

সেরিওজা এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'যাও, যাও, তোমাকে আমি একটুও ভয় পাই না!'

মাকে সে বলতে শুনল, 'কী কান্ড করছে ছেলেটা!'

করোস্তেলিওভকে বলতে শুনল, 'তোমরা বড্ড বাজে বক্‌বক্‌ কর কিন্তু, খেয়েছে তো এই একফোঁটা। এক্ষুণি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হাঁ, আমি আরও খাব, খাবই তো!' সেরিওজা চেঁচিয়ে উঠল, নিজের গ্লাসটির দিকে হাত বাড়াল, আর এমন সময় খালি বোতলটা পড়ে গেল। বাসনগুলো সব ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল। মা'র দিকে চোখ পড়তেই সে দেখল, মা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। আর বড়দিদিমা টেবিলে কিল মেরে চীৎকার করছে, 'কেমন, হয়েছে তো? কী কান্ডটাই না করছে!'

কিন্তু সেরিওজার যে এখন দোলানি খেতে ইচ্ছে করছে। তাই সে এদিক ওদিক দুলতে সুরু করল। টেবিলের ওপর পিঠে, কেক, মিষ্টি, গ্লাস, প্লেট সমস্ত কিছু কেমন তার চোখের সামনে দুলছে। বাঃ! বেশ মজা তো! মা, করোস্তেলিওভ, দিদিমা, এমন কি বড়দিদিমাটাও যেন দোলানো চেয়ারে বসে

দোল খাচ্ছে। সেরিওজার এবার হাসি পাচ্ছে কিন্তু, হোহো করে কেবলই হাসতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ সে শুনতে পেল কে যেন গান করছে। একি, বড়দিদিমা গান করছে যে! তোবড়ানো হাতে চশমাটি রেখে দু'হাত নেড়ে নেড়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করে বুড়ী কেমন গান গেয়ে চলেছে দেখ! নদীর তীরে গিয়ে কাতিউশা যে গান গেয়েছিল এ সেই গান। শুনতে শুনতে কখন সে একটা পিঠের ওপর মাথাটি রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

...ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন দেখল বড়দিদিমা ওখানে নেই, অন্য সবাই চা খাচ্ছে। ওরা সেরিওজার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। মা প্রশ্ন করল, 'কেমন? একটু ভাল বোধ করছ তো? আর চেঁচামেচি করবে না তো? ওঃ! কী কান্ডটাই না করছিলে!'

সেরিওজা এবার অবাক হয়ে ভাবল: সে কী! আমি আবার চেঁচালাম কখন? মা কি বলছে যা তা?

মা এবার ব্যাগ থেকে একটা চিরুনি বের করে ওর চুল আঁচড়ে দিতে লাগল। নাস্তিয়া দিদিমা বলল, 'এই যে, মিষ্টিটা খাও।'

রঙ-ওঠা পর্দাটার পিছনদিকে পাশের ঘরে কে যেন ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। সেরিওজা এবার আস্তে পর্দাটা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখল, ওমা, এ যে বড়দিদিমা বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে আর এমন বিদ্ঘুটে ভাবে নাক ডাকছে। সে এবার এঘরে এসে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাড়ি যাব। আর ভাল লাগছে না আমার।'

বিদায় নেবার সময় সে শুনল করোস্তেলিওভ দিদিমাকে 'মা' বলে ডাকছে। করোস্তেলিওভের আবার মা আছে তা তো সে এতদিন জানত না! সে ভেবেছে ওরা এমনিতেই দু'জন দু'জনকে চেনে শুধু।

এবার তারা বাড়ি ফিরে চলল। কিন্তু পথটা বড় লম্বা আর একঘেয়ে মনে হচ্ছে এখন। একটুও হাঁটতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু। করোস্তেলিওভ তো এখন ওর বাবা, তবে কেন ওকে কোলে করে নিচ্ছে না? অন্য সকলের বাবারা তো তাদের ছেলেদের কত সময় কাঁধে করে নিয়ে যায়। বাবার কাঁধে চড়ে ছেলেদের কতই না আনন্দ হয়, আবার গর্বেও বুক ভরে ওঠে। বাবার কাঁধে উঠলে পথের এদিক ওদিক সমস্ত কিছু সুন্দর স্পষ্ট দেখাও যায়। তাই সে বলেই ফেলল, 'আমার পা ব্যথা করছে যে!'

মা বলল, 'আর একটুখানি পথ আছে, আমরা প্রায় এসেই পড়েছি। এটুকু পথ বেশ হাঁটতে পারবে।'

কিন্তু সেরিওজা করোস্তেলিওভের সামনে গিয়ে তার হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরল ওর ছোট্ট দুখানি হাত দিয়ে।

মা ধমকে বলে উঠল এবার, 'এত বড় ছেলে কোলে উঠতে চাও? ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা!' করোস্তেলিওভ কিন্তু তক্ষুণি ওকে দু'হাতে তুলে নিয়ে তার চওড়া কাঁধের ওপর ওকে বসিয়ে দিল।

উঃ! নিজেকে কী উঁচু মনে হচ্ছে এবার! কিন্তু সে এতটুকুও ভয় পাচ্ছে না। একটা পুরানো শক্ত দেরাজকে এক হেঁচকা

টানে যে এক মুহূর্তে সরিয়ে আনতে পারে সে কি কখনও তাকে কাঁধ থেকে ফেলে দেবে? সে নির্ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর রাস্তার এধারে ওধারে লোকের বাড়ির উঠানে, এমন কি বাড়ির ছাদে কী হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখতে পাচ্ছে। ভারী মজার ব্যাপার কিন্তু! সারাটা পথ এভাবে কত কী মজার জিনিস দেখতে দেখতে সে মনের আনন্দে, কাঁধে চড়ে চলেছে। তার বয়সী কত ছেলেরা হেঁটে যাচ্ছে। ওদের দেখে তার যে ওদের জন্য একটু কষ্ট না হচ্ছে তাও নয়, আবার অহংকারেও বুকটা ভরে উঠছে। বাবার কাঁধে চড়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে এমনি করে বাড়ি ফেরার মধ্যে কী যে মজা আজই যেন সে প্রথম বুঝতে পারল।

সাইকেল কেনা হল

রবিবার আবার সেই কাঁধে চড়ে সে সাইকেল কিনতে চলল।

রবিবারটাও হঠাৎ যেন এসে পড়ল। আর এসে পড়তেই সে আনন্দে উত্তেজনায় পাগল হয়ে উঠল।

করোস্তেলিওভকে প্রশ্ন করল, 'আজকের কথা মনে আছে তো?'

'নিশ্চয়ই মনে আছে, অতবড় দরকারী কথা ভুলতে পারি নাকি? দু'একটা হাতের কাজ সেরেই আমরা যাব।'

এই কাজের কথাটা একেবারেই কিন্তু বাজে। শুধু মায়ের

সঙ্গে বসে বসে গল্প করা ছাড়া তার কোন কাজই করবার নেই। আর এই কথা বা গল্পও কেমন যেন একঘেয়ে আর বোকা বোকা। কিন্তু ওরা দু'জনেই এরকম কথা বলতেই বেশ ভালবাসে তা বোঝা যায়। কারণ ওরা কথা বলতে আরম্ভ করলে আর শেষ করতে চায় না। বিশেষ করে মা তো একই কথা বারবার বলবেই। ক'বার সেরিওজা ওদের দু'জনের এপাশ ওপাশ থেকে নীরবে লক্ষ্য করেছে, ওরা দু'জনে চুপি চুপি একটা কথাই কেবল বলে যাচ্ছে। সে শুধু অবাক হয়ে ভাবে কখন ওরা ক্লান্ত হয়ে এরকম বক্‌বকানি বন্ধ করবে।

মা ফিস ফিস করে বলছে, 'তুমি এত দরদী, তোমার সমস্ত বুক দিয়ে সবকিছু বুঝতে পার বলেই আমি এত সুখী হয়েছি।'

করোস্তেলিওভও বলছে, 'সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে দেখবার আগে এসব বিষয় আমি অন্তর দিয়ে ঠিক বুঝতে পারি নি। কত জিনিসই বুঝতে পারতাম না আগে — কবে থেকে বুঝতে পারলাম বল দেখি? ঠিকই বুঝতে পারছ তো?'

তারপর ওরা দু'জন দু'জনের হাত ধরল।

মা বলল, 'তখন আমি ছিলাম ছোট, ভাবতাম আমি খুব সুখে আছি। তারও পর মনে হত দুঃখে একেবারে মরে যাব। আজ কিন্তু সে সব স্বপ্ন মনে হচ্ছে...'

করোস্তেলিওভের দুই হাতের মধ্যে নিজের মুখখানি লুকিয়ে মা কেবলই একটা কথা বিড় বিড় করে বলছে এবার:

'আমি যেন মধুর একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, ঘুমের আবেশে

শুধু যেন একটা সুখ-স্বপ্ন। তারপর যেন হঠাৎ সেই ঘুম ভেঙ্গে জেগে দেখি তুমি — তুমি রয়েছ আমার পাশে...'

করোস্তেলিওভ মাকে কথা বলতে না দিয়ে বলে উঠল, 'আমি তোমায় ভালবাসি।'

মা কিন্তু তার কথায় এতটুকুও বিশ্বাস করতে পারছে না। বারবার কেবল বলছে, 'সত্যি বলছ?'

'ভালবাসি, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি...'

'সত্যি ভালবাস?'

মা যেন কী! বারবার একটা কথাই বলছে কেন? করোস্তেলিওভই বা দিব্যি করে কিংবা ভয়ানক একটা শপথ করে কথাটা বলছে না কেন? তাহলে তো মা আর অবিশ্বাস করতে পারবে না।

এবার করোস্তেলিওভ কোনো কথা না বলে মা'র দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে শুধু। বোধ হয় তার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। মাও কেমন তার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে। উঃ, ওরা দু'জন দু'জনের দিকে এমনি করে আর কতক্ষণ তাকিয়ে থাকবে? অনেকক্ষণ পর মা আবার বলল, 'আমি তোমায় ভালবাসি।' (এ যেন একটা খেলা। একই কথা কতবার কতভাবে বলা।)

সে ভাবতে লাগল, ওরা কখন এসব একঘেয়ে বাজে কথা বন্ধ করবে?

কিন্তু সে জানে বড়রা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে তখন তাদের কোনোমতেই বিরক্ত করা চলে না। ওটা

ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। সে যদি এখন ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে না জানি ওরা রেগে কী করবে! একপাশে চুপটি করে এমনি দাঁড়িয়ে থেকে মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে সে যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সে-কথাটা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই তো সে করতে পারে না।

কিন্তু আর কিছুক্ষণ পর তার কষ্টের শেষ হল মনে হয়। করোস্তেলিওভ শেষ পর্যন্ত মাকে বলল, 'আমাকে একঘণ্টার জন্য একটু বাইরে যেতে দাও মারিয়াশা! সেরিওজা আর আমি একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি।'

তারপর করোস্তেলিওভের কাঁধে চড়ে ভাল করে চারদিকে তাকাবার আগেই সে খেলনার দোকানে পেঁছে গেল। করোস্তেলিওভের পাদুটো কী লম্বা আর কী তাড়াতাড়িই না চলে! আশ্চর্য! দোকানের দরজায় পেঁছে করোস্তেলিওভ তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে দু'জনে ভেতরে ঢুকল।

ওঃ! কত রকমারি সুন্দর সুন্দর খেলনা চারদিকে! ফোলা ফোলা গালের ঐ যে একটা ডল পুতুল তার দিকে তাকিয়ে হাসছে যেন! ওটার ছোট্ট পা দুখানিতে আবার চামড়ার জুতোও পরানো রয়েছে যে। একটা লাল রঙের ড্রামের উপর নীল ভালুকের গোটা একটা পরিবার আরামে বসে আছে। একটা পাইওনিয়র শিঙা সোনার মতন ঝিকমিক করছে। আরও কত কী খেলনা ছড়ানো রয়েছে এদিকে ওদিকে। কোনদিকে তাকাবে, কোনটা দেখবে! আশায় আনন্দে সে

দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে যেন... ভেতর থেকে একটা বাজনার সুর ভেসে আসছে। উঁকি মেরে দেখে একটা লোক একটা একর্ডিয়ান খেয়াল-খুশিমতো প্যাঁ পোঁ করে টানছে আর বন্ধ করছে। ওটার ভিতর থেকে কান্নার মতো একটা যন্ত্রণার সুর বেজে উঠছে শুধু। তারপরই আবার থেমে যাচ্ছে। এবার মিষ্টি গানের হালকা সুর শুনতে পেল সে। রবিবারের পোশাকপরা কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। কাউণ্টারের ওপাশে এক বুড়ো দোকানী দাঁড়িয়ে আছে। করোস্তেলিওভকে দেখে সেই লোকটা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'কী দেখবেন?'

'এই বাচ্চার জন্য একটা সাইকেল দেখান।'

লোকটা ঝুঁকে পড়ে সেরিওজাকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, 'তিন চাকার সাইকেল তো?'

সেরিওজা তক্ষুণি কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'না, না, তিন চাকার সাইকেল আমি নেব না।'

লোকটা এবার হাঁক দিল, 'ভারিয়া!'

কিন্তু কেউ এল না, আর বুড়োটাও তার কথা ভুলে গিয়ে ঐ লোকগুলোর কাছে গিয়ে এটা ওটা কি করতে লাগল। মিষ্টি মজার গানের সুর বন্ধ হয়ে গেছে। তার বদলে কেমন একটা দুঃখের গান বাজতে লাগল। একি, ওরা কেন এখানে এসেছে সে কথা নিঃশেষে ভুলে গিয়ে করোস্তেলিওভও যে লোকগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা সবাই একমনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছে কে জানে... সেরিওজা এবার

অধৈর্য হয়ে করোস্তেলিওভের জ্যাকেট ধরে টান দিল — সে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আঃ! কী সুন্দর গান!'

সেরিওজা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাদের সাইকেল দেবে নাকি?'

বুড়ো আবার চীৎকার করল, 'ভারিয়া!'

এখন তাহলে ভারিয়া নামে লোকটার উপরেই নির্ভর করছে সে সাইকেল পাবে কি পাবে না। যাক, শেষ পর্যন্ত কাউণ্টারের পেছনে তাকের পাশে ছোট্ট দরজাটি দিয়ে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। বোঝা গেল ওরই নাম ভারিয়া। ভারিয়া একটা পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে এগিয়ে এল। বুড়ো সেরিওজাকে দেখিয়ে তাকে এবার বলল, 'গুদাম ঘর থেকে এই ভদ্রলোকটির জন্য একটা সাইকেল নিয়ে এস তো।' হাঁ, ওকে বাচ্চাছেলে না বলে এরকম ভদ্রলোক বলাটাই তো সত্যিকারের ভদ্রতা।

গুদাম ঘরটা মনে হচ্ছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে! ভারিয়া যে গেল আর আসার নাম নেই। বাজনাটা নিয়ে টুংটাং করছিল যে লোকটা, তার ওটা কেনা হয়ে গেল। করোস্তেলিওভ একটা গ্রামোফোন কিনল। গ্রামোফোন যন্ত্রটা কী অদ্ভুত! একটা বাক্সের উপর কালো একটা প্লেটের মতো কি বসিয়ে দিলেই প্লেটটা ঘুরতে ঘুরতে তোমার খুশিমতো মজার বা দুঃখের যে কোনো একটা গান বাজতে সুরু হয়ে যাবে। কাউণ্টারের ওপর ওরকম একটা বাক্সেই এতক্ষণ গানটা বাজছিল। করোস্তেলিওভ কাগজে মোড়ানো এক গাদা প্লেটের মতো ঐ জিনিসগুলোও কিনল। দু'বাক্স ছুঁচের মতো পিন নাকি বলে ওগুলোকে, তাও নিল।

সেরিওজার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে বলল, 'তোমার মা'র জন্য এই উপহারটা কিনলাম।'

সবাই বুড়োর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে কেমন করে সে জিনিসগুলো সব বেঁধে ছেঁদে দিচ্ছে। তারপর ভারিয়া যেন পৃথিবীর ওপার থেকে সাইকেল নিয়ে এসে উপস্থিত হল। স্পোক, বেল, দুটো হাতল, পাদানি, বসবার জন্য চামড়ার গদি আর একটা ছোট্ট লাল আলোও আছে তাতে! সাইকেলটার পেছনে হলদে রঙের টিনের প্লেটের ওপর একটা নম্বরও লেখা রয়েছে যে!

বুড়ো এবার সাইকেলটা হাতে নিয়ে বলতে সুরু করল, 'দেখুন, জিনিসটা কী চমৎকার! এমন জিনিস আর অন্য জায়গায় পাবেন না। এই যে, সামনের চাকাটা ঘোরান, ঘণ্টিটা বাজান, পাদানিতে চাপ দিন, দেখুন, ভাল করে দেখুন না সব। সত্যি জিনিসটা খুব সুন্দর আর মজবুত। ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন, জীবনভর আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন।'

করোস্তেলিওভ সাইকেলটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। সেরিওজা অবাক বিস্ময়ে শুধু হাঁ করে দেখছে আর ভাবছে — এই অপূর্ব সুন্দর জিনিসটা তাহলে ওরই জন্য কেনা হল? এ যেন ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

তারপর সে সেই সাইকেলে চেপেই বাড়ি ফিরল। অর্থাৎ চামড়ার নরম গদিতে বসে ছোট্ট দু'হাতে হাতলদুটি আঁকড়ে ধরে, বেয়াড়া পাদানিতে পা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে সে খুশি মনে সাইকেলের ওপর বসে আছে আর করোস্তেলিওভ প্রায়

কুঁজো হয়ে সাইকেল শুদ্ধ ওকে টেনে নিয়ে চলেছে। বাড়ির দরজা পর্যন্ত সে ওকে টেনে এনে সাইকেলটাকে বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে বলল:

'এবার নিজে নিজে চড়বার চেষ্টা কর, আমি তো ঘেমে গিয়েছি।'

করোস্তেলিওভ এবার বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। জেংকা, লিদা আর শুরিক ওদিক থেকে সেরিওজাকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে এল।

সেরিওজা ওদের দিকে তাকিয়ে গর্বভরা সুরে বলল এবার, 'আমি এরই মধ্যে এটা চালাতে শিখে গেছি! সরে যাও, সরে যাও তোমরা। না হয় চাপা দেব কিন্তু!'

সেরিওজা সাইকেলটায় চেপে একটু চালাবার চেষ্টা করতেই ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

'ওঃ!' বলেই সে তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে হাসতে চেষ্টা করল। যেন এতে ওর কিছুই হয় নি। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, 'হাতলটা উল্টো দিকে ঘুরিয়েছি কিনা তাই এমনটি হল। আর পাদানিতে পা দেওয়া তো মুশকিল!'

জেংকা উপদেশ দিল, 'জুতো খুলে ফেল। খালি পায়ে বেশ সুবিধে হবে। তাহলে পায়ের আঙুল দিয়ে পাদানি চেপে ধরতে পারবে। দেখি, একটু আমি চড়ি, শক্ত করে ধরে রাখ দেখি — আরও শক্ত করে।' জেংকা এবার সাইকেলের ওপর উঠে বসল।

সবাই মিলে সাইকেলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেও জেংকা ওটা চালাতে চেষ্টা করতেই শুধু একা নয়, সেরিওজাকে নিয়েই আছাড় খেল।

লিদা এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'এবার আমি চড়ব!'

শুরিক বলল, 'না, না, আমি।'

জেংকা গা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'এখানটায় কী ধুলো। তাই এখানে চালানো শেখা যাবে না। এসো, আমরা ভাস্কার গলিতে গিয়ে শিখি।'

ভাস্কার বাগানের পেছনে একটুখানি খালি সবুজ জমি, তারই গায়ে একটা কাণাগলিকে ওরা বলত ভাস্কার গলি। তার একদিকে উঁচু বেড়া দেওয়া কাঠের গুদাম। নরম সবুজ ঘাসে মনে হয় জায়গাটায় যেন সুন্দর গালিচা বিছানো রয়েছে। খেলাধুলোর পক্ষে জায়গাটা ভারী চমৎকার, কারণ বড়রা কেউ এখানে বিরক্ত করে না। তিমোখিনের বাড়ির সীমানার বেড়া পর্যন্ত এসে জায়গাটা শেষ হয়ে গেছে। ভাস্কার মা আর শুরিকের মা দু'জনেই তাদের বেড়া ডিঙিয়ে গোবর মাটি নোংরা সমস্ত কিছু এদিকটায় ফেললেও জায়গাটার মালিকানা স্বত্ব নিয়ে তারা কেউ কখনও বাদানুবাদ করে নি। সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছে এটা ভাস্কারই গলি।

জেংকা, লিদা, শুরিক সবাই মিলে সাইকেলটাকে টানতে টানতে ভাস্কার গলিতে নিয়ে চলল। সেরিওজা ওদের পেছন পেছন ছুটতে লাগল। চলতে চলতে ওরা কে আগে শিখবে সেই নিয়ে তুমুল তর্ক সুরু করল।

জেঙ্কা বলল সে ওদের মধ্যে বয়সে বড়, তাই আগে শিখবার অধিকারটা একমাত্র তারই। তারপর লিদা, তারপর শুরিক। সবশেষে সেরিওজাকে দিল চড়তে। কিন্তু একটু পরেই জেঙ্কা চেঁচিয়ে উঠল আবার, 'নাও, হয়েছে! এবার আমার পালা!'

এত তাড়াতাড়ি সাইকেলটা ছেড়ে দিতে সেরিওজার মন চায় না, ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা দিয়ে সে সাইকেলটাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'না, না, আমি আরও একটু চড়ব! এটা তো আমার সাইকেল!'

শুরিক তখনই বলে উঠল, 'কী ছোটলোক!'

লিদাও বিশ্রী মুখভঙ্গি করে ওকে ভেংচাতে লাগল, 'কী কিপ্টে বাবা, কী ছোটলোক! কৃপণ, নিজের জিনিস আঁকড়ে ছোটলোকি! ছিঃ, ছিঃ! লজ্জাও হয় না!'

আর একটিও কথা না বলে সেরিওজা সাইকেলটা ছেড়ে দিল। তারপর তিমোখিনের বাড়ির বেড়ার সামনে গিয়ে ওদের দিকে পেছন ফিরে কাঁদতে লাগল। সে এখন সমস্ত প্রাণমন দিয়ে সাইকেলটাকে নিজের করে পেতে চাইছে আর ওরা বয়সে বড় বলে, ওদের গায়ের জোর তার চেয়ে অনেক বেশি বলে তাকে তারা আমলই দিতে চাইছে না, এটা কিন্তু ভারী অন্যায়। তাই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু ওরা কেউ তার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। ওদের মাতামাতি চীৎকার আর সাইকেলটার ঝন্‌ঝনানি শব্দ সে পেছনে ফিরেও ঠিক শুনতে পাচ্ছে। কেউ তাকে ডাকল

না, বলল না তো, 'এবার তোমার পালা, এস।' ওদের তৃতীয় পালা চলছে এবার! আর সে কেঁদেই চলেছে। এমন সময় হঠাৎ ভাস্কা বেড়ার ওদিক থেকে দেখা দিল।

কোমর পর্যন্ত খালি গা, বড় ট্রাউজার পরা, আঁটসাঁট করে কোমরে বেল্ট বাঁধা, টুপি মাথায় ভাস্কাকে বেশ চটপটে দেখাচ্ছে। এদিকে এক পলক তাকিয়েই ও ব্যাপারটা যেন এক মুহূর্তে বুঝে নিল।

তারপর চীৎকার করে উঠল, 'এই, কী করছ তোমরা? এটা তোমাদের সাইকেল নাকি, না ওর? সেরিওজা, এদিকে এস তো!'

ভাস্কা বেড়া ডিঙ্গিয়ে এদিকটায় এসে ওদের হাত থেকে সাইকেলটা তক্ষুণি ছিনিয়ে নিয়ে নিল। জেঙ্কা, লিদা আর শুরিক কথাটি না বলে একপাশে সরে দাঁড়াল। সেরিওজা দু'হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে এদিকে এগিয়ে এল এবার। লিদা গোমড়া মুখে বলল, 'তোমরা দুটিতেই বড় ছোটলোক!'

ভাস্কা ধমকে উঠল, 'আর তুমি? স্বার্থপর, পাজি!' আরও কী গালাগালি দিয়ে শেষে বলল, 'সবার ছোট যে তাকেই আগে শিখতে দিতে হয় তাও জান না বুঝি? এস, সেরিওজা, এস তো।'

সেরিওজা এবার সাইকেলটায় চড়ে বসল। লিদা ছাড়া আর সবাই ওকে শিখতে সাহায্য করল। লিদা ঘাসের ওপর লেপটে বসে একমনে ঘাসফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মালা গাঁথতে লাগল যেন

ঐ সাইকেল চড়ার থেকে এতেই তবু আনন্দ বেশি। তারপর কিছুক্ষণ পর ভাস্কা বলল, 'এখন আমি চড়ব, কেমন!' সেরিওজা খুশিমনেই ওকে সাইকেলটা ছেড়ে দিল। ভাস্কার জন্য সে এখন সব কিছু ছাড়তে পারে। তারপর আবার সে চড়ল। এখন সে একা একা চড়তে বেশ শিখে গেছে। মাটিতে না পড়ে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরল। এদিক ওদিক হেলে দুলে পাড়ি পাড়ি করে শেষ পর্যন্ত না পড়ে সে খানিকটা চড়তে শিখল। ওর পা চাকার মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় চারটে স্পোক খুলে এল। কিন্তু হলে কী হবে, সাইকেলটা এত চমৎকার যে তবুও সেটা ঠিকই চলছে। এবার অন্য ছেলেদের জন্য সেরিওজার কষ্ট হল।

'ওরাও চড়ুক, আমি আবার না হয় চড়ব,' বলে সে ওদের হাতে সাইকেলটা দিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পর মাসী বাগানে কী কাজে এসে কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে তাকিয়ে দেখে সেরিওজা ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। একটু এগিয়ে এসে দেখে একটা বিচিত্র শোভাযাত্রা এদিকেই আসছে। প্রথমে সেরিওজা হাতলটি হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছে। তারপর ভাস্কা সাইকেলের কাঠামোটা হাতে নিয়ে, তার পিছনে জেঙ্কার দু'কাঁধে দুটো চাকা ঝুলছে। লিদার হাতে ঘণ্টটা আর শুরিক সবার শেষে এক বাণ্ডিল স্পোক হাতে নিয়ে চলেছে।

মাসী বলে উঠল, 'কী সর্বনাশ!'

শুরিক বলল, 'আমরা কিছু করি নি কিন্তু। ও নিজেই এই কান্ডটা করেছে। চাকার মধ্যে ওর পা ঢুকে গিয়েছিল কিনা।'

করোস্তেলিওভ এতক্ষণে বাইরে এসে দেখতে লাগল, ব্যাপারটা কী। তারপর বলল, 'বাঃ! জিনিসটার বেশ সদ্ব্যবহার করেছ তো!'

সেরিওজা এবার চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

করোস্তেলিওভ ওর কাছে এসে বলল, 'না, আর কেঁদ না! ওটা সারিয়ে আনব দেখ। কারখানায় নিয়ে গেলেই ওরা আবার ওটাকে একেবারে নতুন করে দেবে।'

কিন্তু সেরিওজা মাথা নীচু করে মাসীর ঘরে ঢুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই লাগল। করোস্তেলিওভ ওকথা শুধু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলেছে। ভাঙ্গা টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দিলেই আবার কি ওটা আগের মতো সুন্দর চকচকে সাইকেল হবে? কেউ ওটাকে সারাতে পারবে না। সে কি তা বোঝে না? তাকে শুধু শুধু ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে কেন? আবার নরম গদিতে বসে ঘণ্টি বাজিয়ে ওটাকে আর সে চালাতে পারবে না কোনোদিন। সোনালী রোদ ওটার চাকার ঝকঝকে স্পোকগুলোর গায়ে পড়ে আবার ঝিকমিক করে উঠবে কোনোদিন? অসম্ভব! একেবারেই গিয়েছে ওটা। — সারাটা দিন সেরিওজা কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে গোমড়া হয়ে রইল। করোস্তেলিওভ ওরই জন্য গ্রামোফোনটা বাজাতে আরম্ভ করলেও সে তাতে একটুও আনন্দ পেল না, একটুও হাসল না।

কত মজার মজার হাসির গান পাড়ার সবাই একমনে শুনল। কিন্তু তার কিছুই ভাল লাগছে না। নিজের দুঃখের ভাবনা ভাবতে ভাবতে সে সারাটা দিন মনমরা হয়ে রইল।

... কিন্তু তারপর কী হল বল দেখি? সাইকেলটাকে কয়েক দিনের মধ্যেই সারিয়ে আনা হল। করোস্তেলিওভ তাহলে বাড়িয়ে বলে নি! সে ওটাকে 'ইয়াস্নি বেরেগ' ফার্মে নিয়ে গিয়ে মিস্ত্রি দিয়ে সুন্দর করে সারিয়ে নিয়ে এল। মিস্ত্রি বলে দিল বড়রা যেন আর না চড়ে, তাহলে কিন্তু আবার সেই কাণ্ড হবে। ভাস্কা আর জেঙ্কা একথা শুনল, তারপর থেকে শুধু সেরিওজা আর শুরিক মজা করে চড়তে লাগল। বড়রা কেউ ধারে কাছে না থাকলে লিদাও কখনও কখনও চড়ে বসত। তা, লিদা তো রোগা আর হালকা, তাই ও চড়লে ক্ষতি কিছু হবে না ভেবে সেরিওজা ওকে খুশিমনেই চড়তে দিত।

কিছুদিনের মধ্যেই সেরিওজা সাইকেল চালানোয় পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠল। দু'হাত বুকে গুটিয়েও ঢালু রাস্তায় সে বেশ চালাতে পারত। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই প্রথম দিনটির মতো যেন আর সেই রোমাঞ্চকর মজা নেই এতে...

তারপর একদিন সাইকেল চড়তে আর ভাল লাগল না। রান্নাঘরের এককোণে লাল আলো আর রুপোর মতো ঝকঝকে ঘণ্টিটা বুকে নিয়ে মজবুত সুন্দর সাইকেলটা দাঁড়িয়ে রইল দিনের পর দিন। সেরিওজা পায়ে হেঁটেই এদিক ওদিক ঘোরা-ফেরা সুরু করল আবার। সাইকেলটার কথা যেন সে ভুলেই যেতে লাগল। আর ওটাকে আগের মতো ভাল লাগে না।

করোস্তেলিওভ আর অন্যরা

বড়রা কিন্তু মাঝে মাঝে বড় আজেবাজে কথা বলে! এই ধর না, সেরিওজা একদিন ওর চায়ের কাপ উল্টে ফেলল; মাসী বকবকানি সুরু করল, 'কী তড়বড়ে ছেলে! তোমার জন্য ধোয়া-কাচা করতে করতে মরলাম বাপু। এখনও কি ছোটটি আছ নাকি?'

সেরিওজার মতে এসব কথা একেবারেই নিরর্থক আর অকারণ। এসব কথা সে একশ বার শুনেছে, আর কত শুনতে ভাল লাগে বল? তাছাড়া, চায়ের কাপ উল্টে ফেলেই সে বুঝতে পেরেছে কাজটা মোটেই ভাল হয় নি আর সেজন্য তক্ষুণি মনে মনে দুঃখিতও হয়েছে। লজ্জিত হয়ে কেবল ভাবছে অন্যরা দেখবার আগেই মাসী টেবিল ক্লথটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলছে না কেন? কিন্তু মাসী বক্‌বক করেই চলেছে।

'তুমি একবার ভেবেও দেখ না যে টেবিল-ক্লথটা কেউ কষ্ট করে কাচে, ধোয়, ইস্ত্রি করে আর এসব কাজে কী কষ্টই না করতে হয়...'

'আমি ইচ্ছে করে ফেলি নি। কাপটা কেমন পিছলে পড়ে গেল যে।' সেরিওজা একবার বলে ফেলল।

মাসী তার কথায় কান না দিয়ে বলতেই থাকে, 'জান, টেবিল ক্লথটা পুরানো হয়ে গেছে। রিফুর ওপরে রিফু করছি ওটাকে। একদিন সারা দুপুর বসে রিফু করেছি।'

যেন নতুন টেবিল ক্লথের ওপরেই কাপ উল্টে ফেললে ভাল হত।

মাসী আবার বলছে, 'ইচ্ছে করে ফেল নি বলেই তো মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করে ফেললে মজাটা টের পেতে!'

হ্যাঁ, সেরিওজা যদি কোন বাসনপত্তর কখনও ভেঙ্গে ফেলে তাহলে ঠিক এমনই কথা শুনতে হয় ওকে। ওরা নিজেরা গ্লাস বা প্লেট ভাঙ্গলে কোন দোষ নেই কিন্তু।

আর মায়ের কথাগুলো তো কী অদ্ভুত! কোনো কথা বলতে গেলেই মা তাকে কথার আগে 'দয়া করে' কথাটা বলতে বলে। এই শব্দটার কোন অর্থ আছে নাকি?

মা বলবে, 'এ কথাটার অর্থ তুমি ভদ্রভাবে কিছু চাইছ। আমার কাছে যদি একটা পেন্সিল চাও তাহলে তোমাকে 'দয়া করে' কথাটা বলতেই হবে। ওটা বললে বুঝব তুমি আমাকে অনুরোধ করছ আর এটাই সত্যিকারের ভদ্রতা, বুঝলে?'

'কিন্তু আমি যদি শুধু পেন্সিলটা চাই, তাহলে কি তুমি বুঝতে পারবে না?' সেরিওজা প্রশ্ন করল এবার।

'আমাকে একটা পেন্সিল দাও, শুধু একথা বলতে নেই। লোকে তাহলে অসভ্য বলবে। দয়া করে আমায় একটা পেন্সিল দাও — দেখ তো কথাটা কত মিষ্টি আর সুন্দর শোনাচ্ছে। আর এমন করে বললে আমিও খুশি হয়ে তোমাকে পেন্সিলটা দেব, বুঝলে?'

'আর আমি যদি ওকথাটা না বলি তাহলে কি পেন্সিলটা দিতে তোমার কষ্ট হবে?'

'দেবই না পেন্সিলটা!'

আচ্ছা, তাহলে এখন থেকে ও মায়ের কথামতোই না হয় সব কথার আগে অদ্ভুত অনর্থক ঐ কথাটা বসাবে। ওদের ধারণাগুলো বড্ড অদ্ভুত কিন্তু। ওরা বড়, তাই বাচ্চাদের ওরা শাসন করবেই। পেন্সিল দেওয়া না দেওয়া ওদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে।

কিন্তু করোস্তেলিওভের কথা আলাদা; সে এসব ছোটখাট ব্যাপারে একটুও মাথা ঘামায় না। সেরিওজা 'দয়া করে' বলল কি বলল না এসব ব্যাপার নিয়ে ও কোনোদিন একটি কথাও বলে নি তাকে।

ঘরের এক কোণে বসে সে যখন একমনে খেলা করে করোস্তেলিওভ তখন কখনও তাকে বিরক্ত করবে না বা অন্যদের মতো, 'এদিকে এসো তো, একটা চুমু খাব!' এমন ধরনের বোকা বোকা কোনো কথা বলবে না। কিন্তু লুকিয়ানিচ কাজ থেকে ফিরে এসেই ওকে একথাটা বলবেই বলবে, তা সে তখন খেলা করুক আর নাই করুক। তারপর তার খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি ঘষে দিয়ে ওকে চুমু খাবে, আর হয়তো একটা চকোলেট বা আপেল দেবে। এটা অবশ্য খুবই ভাল কিন্তু একমনে খেলা করবার সময় এভাবে গোলমাল করাটা ওর একদম পছন্দ হয় না। আপেল তো সে অন্য সময়েও খেতে পারে।

করোস্তেলিওভের কাছে সারাদিন কত রকম লোক আসছে, যাচ্ছে। তোলিয়া কাকু তো প্রায় রোজই আসে। কাকু দেখতে ভারী সুন্দর, বয়সও কত অল্প, লম্বা লম্বা চোখের পাতাগুলো

কী কালো কুচকুচে! দাঁতগুলো সাদা ধবধবে আর হাসিটা কী মিষ্টি! সেরিওজা ওর দিকে অবাক বিস্ময়ে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কারণ কাকু নাকি আবার কবিতাও লিখতে পারে। ওকে কবিতা আবৃত্তি করতে বললেই প্রথমে লজ্জিত ভাবে মাথা নাড়বে, একটু পরেই এক পাশে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে সুরু করবে। সব রকম কবিতাই ও লিখতে পারে, — যুদ্ধ, শান্তি, যৌথখামার, নাৎসি, বসন্তকাল — রকমারি সমস্ত বিষয় নিয়েই ও কবিতা লেখে। নীল নয়না কোন মেয়ের কথাও ও কবিতায় লেখে যার জন্য ও নাকি আজীবন ধরে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু কই, তবু তো সেই মেয়েটির আজ অবধি দেখা নেই! কবিতাগুলো সত্যই কী সুন্দর আর অপূর্ব। ঠিক যেন বইয়ের কবিতার মতোই সুরেলা আর মধুর। কবিতা আবৃত্তি করবার আগে তোলিয়া কাকু তার কালো ঝাঁকড়া চুলের গুচ্ছ কপাল থেকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে একটুখানি কেশে নিয়ে ছাদের কার্নিশের দিকে চোখ তুলে গম্ভীর সুরে কবিতা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করবে। সবাই ওকে এই আবৃত্তির জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা করবে আর মা ওকে এক কাপ চা তৈরী করে দেবে। তারপর সবাই মিলে চা খেতে খেতে অসুস্থ গরুর কথা আলোচনা করবে হয়তো, 'ইয়াম্নি বেরেগ' রাষ্ট্রীয় খামারের গরুগুলোর অসুখ করলে তোলিয়া কাকুই তাদের চিকিৎসা করে আবার সুস্থ সবল করে তোলে।

কিন্তু সবাই তো আর কাকুর মতো সুন্দর আর ভাল নয়। যেমন ধরো না, পেতিয়া কাকার কথা। সেরিওজা তো সব সময়

তাকে এড়িয়েই চলতে চায়। লোকটা দেখতে কী বিশ্রী আর মাথাটা তো একটা সেলুলয়েডের চকচকে বলের মতো, একদম ন্যাড়া। হাসবেও কী বিশ্রী ভাবে: 'হি-হি-হি-হি!' একদিন সে মায়ের পাশে বারান্দায় বসে আছে, করোস্তেলিওভ কোথায় বেরিয়েছে, এমন সময় পেতিয়া কাকা এসে তাকে ডেকে সুন্দর কাগজে মোড়ানো একটা বড়সড় চকোলেট হাতে দিল। সেরিওজা ভদ্রভাবে 'ধন্যবাদ' বলে মোড়কটা খুলে দেখে ভেতরে চকোলেট টকোলেট কিছুই নেই। পেতিয়া কাকা এভাবে তাকে ঠকাল আর নিজেও এত আশা করে ঠকল বলে সে লজ্জায় অপমানে দুঃখে এতটুকু হয়ে গেল। মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে মাও যেন লজ্জা পেয়েছে...

পেতিয়া কাকা হাসছে, 'হি-হি-হি-!'

এবার সেরিওজা একটুও না রেগে গম্ভীর ভাবে বলে বসল, 'পেতিয়া কাকা, তুমি বোকা।'

মাও নিশ্চয় তাই ভেবেছে, কিন্তু মা তক্ষুণি চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বললে? এক্ষুণি ক্ষমা চাও কাকার কাছে!'

সেরিওজা মায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

মা আবার বলল, 'শুনতে পাচ্ছ না কী বলছি?'

এবারও সে কোনো উত্তর দিল না। মা তার হাত ধরে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল।

তারপর বলল, 'আমার কাছে আর আসবে না তুমি, বুঝলে? এমন অবাধ্য দুষ্টু ছেলের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।'

তারপরেও মা খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল যদি সে ক্ষমা চায় এই আশায় হয়তো। কিন্তু ঠোঁট চেপে অনেক কষ্টে কান্না রোধ করে সে কালো মুখ করে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুধু। সে কোনো অন্যায় করেছে বলে ভাবতে পারছে না। তাহলে কেন ক্ষমা চাইতে যাবে? যা সত্যি ভেবেছে সে তাই তো বলেছে শুধু।

মা এবার চলে গেল। এক পা দু' পা করে সে মাসীর ঘরে গিয়ে খেলনাগুলো আনমনে নাড়াচাড়া করতে করতে ব্যাপারটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করল। তার ছোট্ট হাত দুখানির আঙ্গুলগুলো অভিমানে আর রাগে কাঁপছে থরথর করে। পুরানো তাস থেকে কাটা ছবিগুলো উদাস মনে নাড়তে নাড়তে সে হঠাৎ ইস্কাপনের কালো বিবিটার মাথা পটাস্ করে ছিঁড়ে ফেলল... মা কেন ঐ পাজি পেতিয়া কাকাটার পক্ষ টেনে কথা বলে? ঐ তো মা এখনও ওরই সঙ্গে কথা বলছে, হাসছেও। কিন্তু শুধু শুধু তার সঙ্গেই আড়ি দিয়ে গেল ...

সন্ধ্যাবেলায় সে শুনতে পেল মা করোস্তেলিওভকে সমস্ত ঘটনা বলছে।

করোস্তেলিওভ বলছে, 'ও ঠিকই করেছে। একেই আমি সত্যিকারের সমালোচনা বলব।'

মা আপত্তির সুরে বলল, 'কিন্তু তা বলে একটা বাচ্চা গুরুজনদের সমালোচনা করবে? তাহলে ওদের শিক্ষা দেব কী করে? ছোটরা সম্মান দেখাবে না?'

'কিন্তু ঐ গাধাটাকে ও কিসের জন্য সম্মান দেখাবে বল তো?'

'নিশ্চয়ই দেখাবে। বড়রা বোকা বা গাধা একথাটাই ওর মনে হওয়া উচিত হয় নি, বুঝলে? পিওতর ইলিচের মতো বড় হলে তবে বড়দের সমালোচনা করতে পারবে।'

'আমার মতে যদি সাধারণ বিচার বুদ্ধি বিবেচনার কথা বল, তাহলে কিন্তু আমাদের সেরিওজা এখনই পিওতর ইলিচের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। আমার তো তাই ধারণা। আর তাছাড়া শিক্ষাদানের এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম রীতি নেই যার জন্য সত্যিকারের গাধাকে কোন ছোট্ট ছেলে গাধা বলে ভাবতে পারবে না, আর তা ভাবলেই তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।'

ওদের সব কথা সেরিওজা ঠিক বুঝতে না পারলেও একথাটা ঠিকই বুঝল যে পেতিয়া কাকাকে গাধা বলায় করোস্তেলিওভ খুশি হয়েছে। সত্যি, করোস্তেলিওভের কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকবে।

সত্যি কথা বলতে কি, করোস্তেলিওভ বেশ ভাল মানুষ। এতদিন সে ওদের সঙ্গে না থেকে দিদিমা আর বড়দিদিমার সঙ্গে থাকত আর মাঝে মাঝে ওদের এখানে শুধু বেড়াতে আসত একথা যেন আজ আর ভাবাই যায় না।

সেরিওজাকে সে নদীতে স্নান করতে নিয়ে যায়, সাঁতার শেখায়। মা তো ভয়েই অস্থির, সেরিওজা বুঝি ডুবেই যাবে। কিন্তু করোস্তেলিওভ মায়ের কথায় কান না দিয়ে শুধু হাসে।

সেরিওজার খাটের দু'ধারের রেলিং উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা সে করল। মা আপত্তি তুলে বলল, সে নাকি তাহলে রাত্রিতে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে যাবে আর ব্যথা পাবে। কিন্তু করোস্তেলিওভ দৃঢ় স্বরে বলল, 'ধর আমরা ট্রেনে কোথাও যাচ্ছি। তখন সে ওপরের বার্থে শুল। তাহলে? বড়দের মতো শুতে অভ্যাস করতে হবে না বুঝি?'

তাই এখন আর সকাল বিকাল ওকে খাটের রেলিং টপকে বিছানায় যেতে আসতে হয় না। বড়দের মতোই খোলা বিছানায় মজা করে ঘুমায়।

একবার অবশ্য সে নাকি রাত্রিবেলা বিছানা থেকে ধুপ করে মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল। শব্দ শুনতে পেয়ে ওরা তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। সকালবেলা সেকথা বললে সে অবাক হয়ে ভাবল, ওর তো কই কিছুই মনে পড়ছে না! শরীরের কোথাও এতটুকু ব্যথাও লাগে নি। তাহলে খোলা খাটে শোয়ার কী আপত্তি থাকতে পারে?

একদিন উঠানে সে একটা আছাড় খেল। হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে অনেকটা রক্তও ঝরল। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলে মাসী ব্যস্ত হয়ে উঠল ব্যাণ্ডেজের জন্য। কিন্তু করোস্তেলিওভ বলল:

'কেঁদ না সোনা। ছিঃ, কাঁদতে নেই। এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে। ধর তুমি একজন সৈন্য, যুদ্ধে আহত হয়েছ। কী করবে তখন, কাঁদবে?..'

সেরিওজা প্রশ্ন করল, 'তোমার কেটে গেল, কাঁদতে না?'

'না। কেমন করে কাঁদব বল? অন্য ছেলেরা তাহলে বেজায় ক্ষেপাবে যে! আমরা পুরুষ, এটাই তো আমাদের কর্তব্য।'

সেরিওজা এবার চোখের জল মুছে ফেলল। ওদের মতো সেও বীরপুরুষ একথা প্রমাণ করবার জন্য হা-হা করে হাসতে চেষ্টা করল। মাসী ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এলে সে হাসি নিয়ে বলল, 'দাও, বেঁধে দাও! ভয় নেই! একটুও ব্যথা লাগছে না কিন্তু!'

তারপর করোস্তেলিওভ ওকে যুদ্ধের গল্প বলতে লাগল। যুদ্ধের কত কাহিনী শুনে করোস্তেলিওভের পাশে এক টেবিলে বসে বিচিত্র এক গর্বে তার বুকখানি ভরে উঠল। আবার যদি সুরু হয় তাহলে যুদ্ধে কে যাবে? কেন, আমি আর করোস্তেলিওভ তো যাবই! এটাই তো আমাদের কর্তব্য। কিন্তু মা, মাসী আর লুকিয়ানিচ এখানেই থাকবে, আমাদের বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করবে, সেটা ওদেরই কর্তব্য।

জেঙ্কা

জেঙ্কার মা বাবা নেই। ও ওর মাসীর কাছে থাকে। মাসীর এক মেয়ে। সে মেয়েটি দিনের বেলায় কোথায় কী কাজে যায় আর সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে কেবল নিজের পোশাক ইস্ত্রি করে। সারাটা সন্ধ্যেবেলা কেবল ইস্ত্রি করবে, তারপর পরিপাটি করে সেজেগুজে ক্লাবে নাচতে চলে যাবে। পরদিন সন্ধ্যেবেলায় আবার সেই ইস্ত্রি নিয়ে মাতবে।

জেঙ্কার মাসীও কোথায় কাজ করে। সে কলতলায়

দাঁড়িয়ে প্রতিবেশিনীদের শুনিয়ে অভিযোগের সুরে কেবলই বলবে ধোয়ামোছা আর চিঠিপত্র পাঠানো দুটো কাজ করে কিন্তু বেতন পায় একজনের। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে সকলকে শোনাবে, নিজের নালিশে সে যা লিখে দিয়েছে তাতে ম্যানেজার কী রকম জব্দ হয়েছে।

মাসী সর্বদাই জেঙ্কার ওপর রেগে আছে। ও নাকি কেবল একগাদা খেতেই জানে, বাড়ির কোনো কাজের বেলায় একেবারে অকর্মা।

জেঙ্কার সত্যি কিন্তু কোনো কাজ করতে ভাল লাগে না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই যা খাবার থাকে তা খেয়ে রাস্তার অন্য ছেলের সঙ্গে খেলতে চলে যায়।

তারপর সারাটা দিন রাস্তায় রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে বা পাড়াপড়শীদের সঙ্গে খেলে গল্প গুজব করে কেমন দিব্যি কাটিয়ে দেয়। সেরিওজার বাড়িতে এলে পাশা মাসী ওকে সর্বদাই একটা না একটা কিছু খেতে দেবে। ওর মাসী কাজ থেকে ফিরবার একটু আগে জেঙ্কা বাড়ি ফিরে ওর পড়া নিয়ে বসবে। ক্লাসে ও অনেক পিছনে পড়ে আছে বলে ছুটির পড়া অনেক জমে গেছে। প্রতি বছর প্রতিটি ক্লাসে ও ফেল করছে। ভাস্কা ওর অনেক নিচু ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু এখন ভাস্কা আর ও একসঙ্গে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে যদিও ভাস্কাও একবার ফেল করেছে।

জেঙ্কার চাইতে ভাস্কা দেখতে এখন অনেক বড়সড় হয়ে গেছে, শরীরের শক্তিও অনেক বেশি ওর...

মাস্টার মশায়রা প্রথম প্রথম জেংকার জন্য চিন্তিত ব্যস্ত হয়ে ওর মাসীর কাছে যেতেন বা তাকে ডেকে পাঠাতেন। মাসী তাঁদের বলত:

'আমার যেমন পোড়া বরাত, তাই ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছেলে আমার কাঁধে চেপেছে। ওকে নিয়ে আপনারা যা খুশি করুন, আমাকে কিছু বলবেন না। আমাকে ওটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে বিশ্বাস করুন।'

মাসী পড়শীদের কাছেও অভিযোগ করে বলবে, 'মাস্টাররা বলে ওকে নিরিবিলি পড়বার জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা করে দিই না কেন। কিন্তু ওর তো সে ব্যবস্থার কোন দরকার নেই। ওর দরকার হল আচ্ছা করে চাবুক খাওয়া। কিন্তু কী করব, মরা বোনের ছেলে বলে তাও পারি না যে।'

মাস্টার মশায়রা তারপর থেকে মাসীর কাছে আসা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা সবাই জেংকাকে বলতে কি প্রশংসাও করেন কারণ ও নাকি খুব শান্ত আর নিরীহ। অন্য ছেলেরা ক্লাসে কেবল বকবক করে, কিন্তু জেংকা চুপটি করে বসে থাকে। শুধু পড়াটা বলতে পারে না একদম আর প্রায়ই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে, এই যা দোষ।

সুন্দর মিষ্টি স্বভাবের জন্য প্রতিবার ও সবার চেয়ে বেশি নম্বর পায়, গানের জন্যও তাই। কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়ে নম্বর পায় একেবারে কম।

মাসীর সামনে জেংকা পড়বার বা লিখবার ভান করে বলে মাসী কিছু বলতেও পারে না। বাড়ি ফিরে মাসী ঠিকই দেখবে

জেঙ্কা রান্নাঘরের টেবিলে ময়লা বাসনপত্তর পাঁজা করে এককোণে সরিয়ে রেখে খাতা পেন্সিল নিয়ে একমনে অংক কষছে।

মাসীই প্রথম কথা বলবে, 'কী পাজি তুমি, আবার জল আন নি! কেরোসিন তেলটাও তো দেখি আন নি! আঃ! একটা কাজও যদি তোমাকে দিয়ে হয়! এমন অকর্মার ধাড়ি ছেলেকে আর কতদিন এমনি বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব আমি?'

জেঙ্কা হয়তো বলল, 'আমি তো অংক কষছিলাম।'

মাসী তেমনি রুক্ষ মেজাজে বকে চলল, জেঙ্কা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোতল হাতে নিল তেল আনতে যাবে বলে।

মাসী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে ধমকে উঠল, 'ইয়ার্কি পেয়েছ, না? এখন দোকান বন্ধ হয়ে গেছে জান না ন্যাকা ছেলে?'

'তাহলে কী করব বল? চেঁচাচ্ছ কেন?' জেঙ্কা বলল।

বাজখাঁই গলায় ভীষণ চেঁচিয়ে উঠে মাসী এবার বলল, 'যাও, কাঠ কেটে আনগে!! এক্ষুনি আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও হতচ্ছাড়া ছেলে! কাঠ না নিয়ে বাড়িতে একবার ঢুকেই দেখ না!!'

তারপর এক ঝটকায় বালতি টেনে নিয়ে তেমনই চীৎকার করতে করতে মাসী জল তুলতে চলে গেল আর জেঙ্কা ধীরে সুস্থে কাঠ কাটতে গুদামের দিকে চলল।

মাসী যে ওকে অলস, অকর্মা বলে, এটা কিন্তু একেবারেই

সত্যি নয়। পাশা মাসী বা ছেলেরা কেউ ওকে যে কোনো কাজ করতে বললে ও হাসিমুখে তক্ষুণি তা করে দেয়। আর একটু প্রশংসা করলে, ভালবেসে দুটো মিষ্টিকথা বললে তো আর কথাই নেই। প্রাণপণ করে তার কাজ করে দেবার চেষ্টা করবে ও। একবার ও আর ভাস্কা একগাদা কাঠ কেটে ঠিকঠাক করে গুদামে তুলে দিয়েছিল।

সবাই যে ওকে বোকা বলে তাও ও নয় কিন্তু। সেরিওজার মেকানো-সেট্‌টা নিয়ে জেঙ্কা আর শুরিক একবার এমন সুন্দর নিখুঁত একটি রেলওয়ে সিগন্যাল তৈরী করেছিল যে অনেক দূর দূর থেকে, এমন কি কালিনিন স্ট্রীট থেকেও ছেলেরা সেটা দেখতে এসেছিল। সিগন্যালটায় একটা লাল আর সবুজ আলো জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ওটা তৈরী করতে শুরিক অবশ্য অনেক সাহায্য করেছে। শুরিক কলকব্জার কাজ আবার বেশ ভালই বোঝে আর জানে। কারণ ওর বাবা তিমোখিন লরী চালায় কিনা। কিন্তু সেরিওজার নববর্ষের গাছ সাজাবার জন্য খেলনা থেকে ঐ লাল আর সবুজ আলো সিগন্যালটায় জুড়ে দেবার কথা জেঙ্কাই মনে করিয়ে দিয়েছিল।

সেরিওজার প্লাস্টাসিন দিয়ে ও কতবার ছোট ছোট জীবজন্তু ও মানুষ তৈরী করেছে, দেখতে সত্যিকারের মতো। সেরিওজার মা তা দেখে তাকেও ওরকম একবাক্স প্লাস্টাসিন কিনে দিয়েছে। কিন্তু জেঙ্কার মাসী দেখে রেগে আগুন। বাক্সভরা প্লাস্টাসিন সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ভাস্কার কাছ থেকে জেঙ্কা কিন্তু সিগারেট খাবার বদ

অভ্যাসটি আয়ত্ত করেছে। ওর তো আর পয়সা নেই, তাই ভাস্কার কাছ থেকেই খায়, রাস্তার ওপর সিগারেটের টুকরো পড়ে থাকতে দেখলেই ও তা কুড়িয়ে নিয়ে টানতে সুরু করবে। সেরিওজাও ওর কষ্ট বুঝতে পারে, তাই রাস্তা থেকে সিগারেটের টুকরো তুলে এনে প্রায়ই ওকে দেয়।

ভাস্কার মতো জেঙ্কা অবশ্য ছোটদের সঙ্গে কখনও মাতব্বরী করতে যায় না। সে যখন তখন ছোট ছেলেদের সঙ্গে ওরা যেমন চায় খেলা করতে ভালবাসে। সৈন্য সৈন্য খেলা বা লটো খেলা, যা হোক! সবার চেয়ে ও বয়সে বড় বলে সৈন্য সৈন্য খেলায় সেনাপতি হতে চায়। আর লটো খেলায় জিতলে খুব খুশি কিন্তু হারলেই মুখ গোমড়া হয়ে যায়।

জেঙ্কার মুখখানি দেখতে বেশ মিষ্টি, ঠোঁট বেশ বড়, কানদুটো লম্বা লম্বা আর চুলগুলো ঘাড় বেয়ে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। কারণ চুল তো কাটা হয় খুব কদাচিৎ।

একদিন সেরিওজাকে সঙ্গে নিয়ে ভাস্কা আর জেঙ্কা বনের মধ্যে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে আলু পুড়াতে লেগে গেল। আলু, নুন আর কাঁচ পেঁয়াজ ওরা সঙ্গেই এনেছে। ধিকিয়ে ধিকিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুন জ্বলছে। ভাস্কা জেঙ্কাকে বলল, 'ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি কী হবে বল শুনি।'

জেঙ্কা হাঁটু গুটিয়ে বসে আছে। খাটো পায়জামা উঠে গিয়ে ওর সরু লিকলিকে পাদুটো দেখা যাচ্ছে। উদাস অপলক দৃষ্টিতে ও আগুনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে আছে নীরবে।

ভাস্কাই আবার বলল, 'ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, স্কুলটা তো আগে শেষ করতে হবে, কী বল? শিক্ষা না থাকলে জীবনটাই যে ব্যর্থ!' ভাস্কা বেশ ভারিক্কী চালে কথাটা বলল যেন পড়াশোনায় সে একেবারে প্রথম, জেঙ্কার থেকে যেন গোটা পাঁচেক ক্লাস উপরে পড়ছে।

জেঙ্কা মাথা নেড়ে বলল, 'তা সত্যি। পড়াশুনো না করলে কোন কাজেই লাগব না আমি।'

একটা কাঠি তুলে নিয়ে ও এবার আগুনটা খুঁচিয়ে দিল, ভিজে ডালপালাগুলো ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে উঠল। পাতার রস পড়ে আগুনটা খানিক ঝিমিয়ে গেল। রকমারি গাছের মাঝখানটিতে একটু ফাঁকা জায়গায় ওরা বসে আছে। এ জায়গাটা ওদের কাছে খেলার আদর্শ জায়গা। বসন্তকালে এখানে কত বুনো ফুল ফোটে। গরমকালে আবার বেজায় মশার দৌরাত্ম্য হয়। এখন ধোঁয়ার জন্য মশারা তেমন সুবিধা করতে পারছে না, তবে মশাদের মধ্যেও যারা বেশ সাহসী আর চালাক তারাই মাঝে মাঝে ওদের হাতে পায়ে হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে সুযোগ মতো। আর ওরা দু'হাতে মুখ-হাত-পা চাপড়াচ্ছে।

ভাস্কা আবার বলল, 'তোমার মাসীটা বড় বাড়াবাড়ি করছে, একটু সমঝে দেওয়া যায় না?'

'ওরে বাব্বা!' জেঙ্কা বলে উঠল, 'একবার দিয়েই দেখ না!'

'তাকে একদম গ্রাহ্যই করবে না, বুঝলে?'

c

'গ্রাহ্য আমি তেমন করি না। কিন্তু জান তো, মাসী সারাক্ষণই পেছনে লেগে আছে। তাই আর আমার ভালো লাগে না।'

'লিউস্কা কি বলে? ওর ব্যবহার কেমন?'

'তা, ও তেমন দুর্ব্যবহার করে না। তাছাড়া ওর তো বিয়েই হয়ে যাচ্ছে।'

'কাকে বিয়ে করছে?'

'কে জানে! যে কেউ হোক একজনকে করবেই। ওর নাকি অফিসার বিয়ে করবার সাধ হয়েছে। তা, এখানে আর অফিসার কোথায় আছে বল? তাই হয়তো অফিসার বরের খোঁজে অন্য কোথাও যাবে।'

লকলকে জিভ বের করে এতক্ষণে আগুনটা আরও এক আঁটি জ্বালানি আর একরাশ পাতা গিলে ফেলল যেন। এবার আর তেমন ধোঁয়া উঠছে না। পট্ করে কী যেন ফুটল, ধোঁয়া চলে গিয়েছে।

ভাস্কা সেরিওজাকে বলল, 'কিছু শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে এস তো।'

সেরিওজা দৌড়ে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে দেখে ভাস্কা একমনে গম্ভীর চালে জেঙ্কার কথা শুনছে।

জেঙ্কা তখন বলছে, 'আমি ওখানে রাজার হালে থাকব, সন্ধ্যেবেলায় হোস্টেলে ফিরে দেখব আমার জন্য বিছানা তৈরী, বিছানার পাশে একটা আলমারী। আমি খুশিমতো শুয়ে থাকব, রেডিও শুনব, চেকার্স খেলব, বকাবকি করার কেউ

থাকবে না। খেলাধুলা চলবে। কী মজা! তারপর রাত্রিবেলা আটটার সময় খেতে দেবে...'

'শুনতে তো বেশ ভালই লাগছে। কিন্তু তোমাকে নেবে তো?'

'আমি দরখাস্ত পাঠাব। কেন নেবে না? নিশ্চয়ই নেবে।'

'তোমার বয়স এখন কত হল বল তো?'

'গত সপ্তাহে চোদ্দ পূর্ণ হয়েছে।'

'তোমার মাসীর কোনো আপত্তি নেই তো?'

'না, মাসীর কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু শুধু ভয় যে আমি ভবিষ্যতে হয়তো তাকে কোনো সাহায্যই করব না।'

'মরুক গে তোমার মাসী। তার কথা কে আর ভাবছে?' ভাস্কা তার জোরালো ভাষায় আরও কী গালাগালি দিল।

জেঙ্কা বলল, 'ভাবছি আমি যেমন করে পারি যাবই ওখানে।'

'তোমার এখন কাজ হচ্ছে, কি করবে না করবে সে সম্বন্ধে মন স্থির করে ফেলা এবং যা করার করে ফেলা,' ভাস্কা বলল। 'তুমি বলছ, তুমি ভাবছ। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই পড়াশুনার মরশুম সুরু হবে, আবারও যে-কে-সেই হয়ে দাঁড়াবে।'

জেঙ্কা বলল, 'হাঁ, মনে হয় মন স্থির করে যা করার করে ফেলব। তুমি জান ভাস্কা, প্রায়ই একথাটা আমি ভাবি। শীগগীরই যে সেপ্টেম্বর আসছে, সে কথা মনে হলেই আতঙ্ক হয়, সমস্ত উৎসাহ দমে যায় একদম...'

ভাস্কা বলল, 'কিছুই আশ্চর্য নয় তাতে।'

আলুগুলো সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওরা জেঙ্কার পরিকল্পনা সম্বন্ধেই জল্পনা-কল্পনা করল। তারপর আঙ্গুল পুড়িয়ে কচি পেঁয়াজের সরস গোড়াগুলো কড়মড় করে চিবিয়ে আলু সেদ্ধগুলো পরম তৃপ্তিভরে খেয়ে ওরা ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুর গড়িয়ে বেলা শেষে সূর্যিমামা ঢলে পড়ল একপাশে, বনের ভিতর ফাঁকা এই সুন্দর জায়গাটুকু ক্রমে আঁধার হয়ে এল। গাছের গোড়াগুলো পড়ন্ত সূর্যের আলোয় লালচে হয়ে এল। ছাইচাপা আগুনের উপর বনের ছায়া এসে পড়ল। ওরা ঘুমোবার সময় সেরিওজাকে মশা তাড়াবার জন্য ওদের গায়ে হাওয়া করতে বলেছিল। তাই সে বাধ্য ছেলের মতো একটা পাতাওয়ালা ডাল হাতে নিয়ে ওদের গায়ের ওপর দোলাচ্ছে। ডালটা দোলাতে দোলাতে ভাবছে, জেঙ্কা কোনোদিন কাজ করলে ওর মাসীকে কি সত্যিই টাকা দেবে? কেন দেবে? ওর মাসীটা তো কেবল ওকে বকে আর ধমকায়। তবে? একটু পরেই এসব ভাবতে ভাবতে সেরিওজা নিজেও ওদের দুজনের মাঝখানটিতে অকাতরে ঘুমে ঢলে পড়ল। তারপর সে স্বপ্ন দেখতে লাগল — একদল অফিসারের সঙ্গে জেঙ্কার মাসতুতো বোন লিউস্কা হৈহৈ করে বেড়াচ্ছে।

সাধারণত জেঙ্কা শুধু ভাবে, ভাবনাকে কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করে না কখনও। কিন্তু পয়লা সেপ্টেম্বর এগিয়ে আসছে, স্কুল খোলার তোড়জোড় সুরু হয়েছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে গিয়ে নতুন বইপত্র নিয়ে এল। লিদা নতুন ইউনিফর্ম

পরে গর্বিত ভাবে সকলকে দেখাতে লাগল। নতুন বছর স্বর্ হয়ে এল বলে। এমনি সময়ে জেঙ্কা মন স্থির করে ফেলল। কোন ট্রেড স্কুলে অথবা কলকারখানার স্কুলে, যেখানে হোক ওকে যেতেই হবে।

অনেকেই ওকে এ ব্যাপারে সাহায্য করল। ওকে নেবার জন্য তদ্বির করে স্কুল থেকে বিশেষ পরিচয়-পত্র দেওয়া হল। করোস্তেলিওভ আর মা ওকে পথ খরচের জন্য পয়সা দিয়ে দিল। এমন কি ওর মাসীও পথে খাবার জন্য পিঠে তৈরী করে ওর সঙ্গে দিল।

যাবার দিন সকালবেলা ওর মাসী একটুও চীৎকার না করে শান্তস্বরে ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল আর তাদের উপকারের কথা ভুলে না যেতে অনুরোধ করল বারবার। জেঙ্কা বলল, 'হাঁ, মনে রাখব। তুমি যা করেছ তার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মাসী।' মাসী কাজে চলে গেলে জেঙ্কা যাবার জন্য তৈরী হতে লাগল।

মাসী ওকে একটা সবুজ রঙের কাঠের নড়বড়ে বাক্স দিয়েছে। দেবে কি দেবে না তা ভাবতে ভাবতেও অনেক সময় গেছে। তারপর অবশ্য বাক্সটা দিয়ে বলেছে, 'আমার একখানি হাত যেন কেটে তোমায় দিয়ে দিলাম, বুঝলে তো?' সেই বাক্সটায় জেঙ্কা ওর একটা শার্ট, ছেঁড়াখোঁড়া এক জোড়া মোজা, একটা তোয়ালে আর পিঠেগুলো ভরে নিল। অন্য ছেলেরা ওর বাঁধাছাঁদা দেখতে লাগল। সেরিওজা এক দৌড়ে বাড়িতে চলে গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই রেলওয়ে

সিগন্যালটা হাতে নিয়ে ফিরে এল। এতদিন এটাকে টেবিলের ওপর অতিথি অভ্যাগতদের দেখাবার জন্যই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। আজ ওটা জেঙ্কার হাতে দিয়ে সে বলল, 'এটা নিয়ে যাও, তোমাকে দিলাম।'

জেঙ্কা বলল, 'এটাকে নিয়ে কি করব আমি? কেমন করে নিয়ে যাব? এমনিতেই তো পনেরো কিলোগ্রাম মাল হয়েছে!'

সেরিওজা আবার এক দৌড়ে গিয়ে একটা বাক্স হাতে ফিরে এল। বলল, 'তাহলে এই বাক্সটা নাও। এর মধ্যে ওটাকে ভরে নিতে পারবে। বেশ হালকা এটা!'

জেঙ্কা বাক্সটা নিয়ে খুলে দেখে খেলনা বানাবার জন্য প্লাস্টাসিনের কতগুলো টুকরো রয়েছে তার মধ্যে। জেঙ্কার মুখখানি এবার খুশিতে ঝলমল করে উঠল। বাক্সে গুছিয়ে নিল সেগুলো।

তিমোখিন জেঙ্কাকে স্টেশনে পেঁছে দিয়ে আসবে বলেছিল। সহরে এখনও রেল লাইন বসে নি, স্টেশনটা আবার তিরিশ কিলোমিটার দূরে... কিন্তু ঠিক আগের দিন তিমোখিনের লরীটা কি জানি কেন বিগড়ে বসল। শুরিক এসে বলল, লরীটাকে কারখানায় সারাতে দেওয়া হয়েছে আর ওর বাবা এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ভাস্কা বলল, 'ভেব না। কেউ না কেউ তোমাকে ঠিক তার গাড়িতে তুলে নেবেই।'

সেরিওজা বলল, 'কেন, বাসেও তো যেতে পার।'

শুরিক বলে উঠল, 'কী বোকা ছেলে, বাসে যেতে পয়সা লাগে না?'

জেংকা বলল, 'আচ্ছা চল, বড় রাস্তায় যাওয়া যাক তো, গাড়ি যেতে দেখলে হাত দেখিয়ে গাড়িটা থামালে আমাকে নিশ্চয়ই তুলে নেবে।'

ভাস্কা ওকে এক প্যাকেট সিগারেট দিল। ভাস্কার কাছে দেশলাই না থাকায় জেংকা ওর মাসীর দেশলাইটাই নিয়ে নিল। তারপর ওরা সবাই বের হল। জেংকা বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা সিঁড়ির তলায় রেখে দিল। তারপর সবাই মিলে রওনা হল। উঃ! বাক্সটা কী ভারি, একতাল সীসে যেন! জেংকা একবার এ হাত ও হাত বদলে বদলে বাক্সটা নিয়ে চলল। ভাস্কা জেংকার কোটটা নিয়েছে। লিদা ছোট্ট ভিক্তরকে কোলে করে চলেছে। পেটের সঙ্গে জাপটে ধরে মাঝে মাঝে বাচ্চাটাকে ধমকাচ্ছে, 'আঃ! চুপ কর না দুষ্টু ছেলে!'

হুহু করে বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। শহর ছাড়িয়ে যে বড় রাস্তাটা স্টেশনের দিকে চলে গেছে ওরা তার ওপর দিয়ে চলল। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ওদের চোখের ভেতরে ঢুকতে লাগল। রাস্তার দু'পাশে ধুলোয় ঢাকা ছাই রঙের ঘাস আর বিবর্ণ ফুলগুলো মাটিতে লুটিয়ে কাঁপছে কেবল। ওপরে নীল আকাশের বুকে সাদা সাদা হালকা মেঘের দল আপন মনে ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে ওদিক। একটু নীচে কালো এক টুক্‌রো মেঘ কোথা থেকে তেড়ে ফুঁসে আসছে যেন। সেইটে থেকে যেন বাতাস বইছে আর মাঝে মাঝে ধুলোর মধ্য দিয়ে

ধারাল, তাজা এক একটা আমেজ আসছে আর বুকে বেশ আরাম হচ্ছে। ছেলের দল রাস্তার একপাশে থমকে দাঁড়াল, বাক্সটা নামিয়ে রেখে লরী বা গাড়ির অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কী আশ্চর্য, আজ সমস্ত লরী আর গাড়িগুলোই যেন উল্টো দিকে যাচ্ছে। যাক, শেষ পর্যন্ত ভারী বাক্স বোঝাই একটা লরী আসছে দেখা গেল। ড্রাইভারের পাশটিতে কেউ নেই। ছেলেরা হাত ওঠাল কিন্তু ড্রাইভার এক নজর তাকিয়ে দেখেই লরীটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল। তারপর একটা গাড়ি এগিয়ে এল। ড্রাইভার ছাড়া আর একজন মাত্র আরোহী ছিল গাড়িটাতে। কিন্তু এই গাড়িটাও হুস্ করে চলে গেল।

শুরিক বলে উঠল, 'কী আপদ!'

ভাস্কা এবার বলল, 'তোমরা সবাই মিলে হাত তুলছ কেন বল তো? কী বোকামি! ওরা ভাবছে আমরা সকলে মিলে বুঝি গাড়িতে যেতে চাইছি। জেঙ্কা, তুমি এগিয়ে এসে একা হাত দেখাও তো। ঐ যে, আরেকটা গাড়ি আসছে।'

ছেলেরা সবাই ভাস্কার নির্দেশ মেনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িটা এগিয়ে আসতেই জেঙ্কা আর ভাস্কা হাত তুলল শুধু। ভাস্কা নিজেই নিজের নির্দেশ অমান্য করল। বড় ছেলেরা অবশ্য ছোটদের যা করতে বলবে নিজেরা কখনও তা করবে না, এটাই ওদের রীতি...

গাড়িটা একটু এগিয়ে গিয়ে তারপর আচমকা থেমে গেল। জেঙ্কা বাক্স হাতে দৌড়ে গেল। ভাস্কাও এগিয়ে গেল কোটটা হাতে নিয়ে। ক্লিক করে দরজাটা খুলে যেতে জেঙ্কা এক

লহমায় গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কাও গাড়ির ভেতর উধাও। তারপর একরাশ ধুলো উড়িয়ে চারদিক অন্ধকার করে দিয়ে গাড়িটাও উধাও হয়ে গেল। ধুলো একটু কমলে ওরা অবাক হয়ে দেখল জেঙ্কা আর ভাস্কাকে নিয়ে গাড়িটা ততক্ষণে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। এবার বুঝল ভাস্কা ওদের সঙ্গে কী চালাকি করল। কাউকে কিছু না বলে কেমন চালাকি করে জেঙ্কার সঙ্গে গাড়িতে চড়ে সেও স্টেশনে চলে গেছে!

ওরা আর কী করবে? বাড়ি ফিরে চলল। বাতাসটা এবার ওদের পিঠের ওপর আছড়ে পড়ে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে যেন। সেরিওজার ঝাঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো হয়ে তার চোখে মুখে পড়ছে বার বার।

লিদা বলল, 'জেঙ্কার জামাটা একেবারে ছেঁড়া। মাসী ওকে একটাও জামা তৈরী করিয়ে দেয় নি।'

'মাসী বেচারীই বা কী করবে বল? যেখানে কাজ করে সেখানকার ম্যানেজারটা মহা পাজি, রীতিমতো ঠকায় ওকে,' শুরিক বলল।

এদিকে সেরিওজা বাতাসের ধাক্কায় পথ চলতে চলতে অন্য কথা ভাবছিল। সে ভাবছে জেঙ্কাটা কী ভাগ্যবান! কেমন মজা করে ট্রেনে চড়বে! জন্মে অবধি সেরিওজা তো কোনোদিন ট্রেনে চড়ে নি... সহসা আকাশ কেমন কালো থমথমে হয়ে এল। এদিক থেকে ওদিকে আকাশের বুক ছিঁড়ে একটা আগুনের হলকা চলে গেল, মাথার ওপর কামান থেকে যেন ভীষণ মেঘ

ডাকল, তারপরই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে এল ওদের ওপর... ওরা প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে আর দৌড়োচ্ছে। কাদায় পা পিছলে যেতে চায়। সমস্ত আকাশ জুড়ে বিদ্যুতের নাচানাচি সুরু হয়েছে, বাতাসের মাতামাতির সঙ্গে বাজ পড়ার হুঙ্কারও শোনা যাচ্ছে। ছোট্ট ভিক্তর এবার কাঁদতে সুরু করল...

এমনি করে জেঙ্কা ওদের ছেড়ে চলে গেল। কিছুদিন পর ওর দুটো চিঠি এল, একটা ভাস্কার কাছে, আরেকটা মাসীর কাছে। ভাস্কাকে ও কী লিখেছে ওদের কাউকে কিছু বলল না। এমন হাবভাব করল যেন কত গোপন কথা লেখা আছে চিঠিটাতে। কিন্তু মাসীর কাছ থেকেই সবাই জানতে পারল জেঙ্কা ট্রেড স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং এখন হোস্টেলে থাকে। ওরা নাকি ওকে একটা নতুন পোশাকও দিয়েছে। মাসী চারদিকে বলে বেড়াচ্ছে, 'যাক, ছেলেটার একটা হিল্লে করে দিতে পারলাম বলে ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ। এখন ছোঁড়াটা মানুষ হয়ে যাবে। আমিই তো সব করলাম!'

জেঙ্কা কোনোদিনই ওদের দলের সর্দার হতে পারে নি। ও একটু ভাবুক প্রকৃতির ছিল বলেই সর্দারী মোড়লী করতে পারত না। তাই ছেলেরা ক্রমে ক্রমে ওর কথা ভুলে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে যখন ওরা ওকে মনে করত তখন শুধু ভাবত জেঙ্কা ওখানে কেমন আরামেই আছে — বিছানার পাশে আলমারী, ওকে আনন্দ দেবার জন্য কত নাচ গান। সৈন্য সৈন্য খেলবার সময় এখন শুরিক বা সেরিওজাই সেনাপতি সাজে।

বড়দিদিমার শবযাত্রা

বড়দিদিমা নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। দু'দিন ধরে সবাই বলাবলি করল তাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া উচিত, কিন্তু কেউই আর গিয়ে উঠতে পারল না। তারপর তৃতীয় দিন হঠাৎ দিদিমা এসে উপস্থিত। তখন বাড়িতে শুধু সেরিওজা আর পাশা মাসী আছে। দিদিমা আগের চাইতেও যেন আজ অনেক বেশি গুরুগম্ভীর, হাতে সেই কালো ব্যাগ। গতানুগতিক কুশল প্রশ্নের পর দিদিমা বসে পড়ে বলল, 'মা মারা গেছেন।'

পাশা মাসী তক্ষুণি হাত দিয়ে ক্রশ করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, 'তাঁর আত্মার শান্তি হোক।'

দিদিমা এবার তার ব্যাগটা খুলে একটা বেরি বের করে সেরিওজার দিকে এগিয়ে ধরল।

তারপর বলল, 'আমি মায়ের জন্য কয়েকটা জিনিস নিয়ে যেতে ওরা বলল মা আর নেই, ঘণ্টা দুয়েক হল মারা গেছেন। এই যে নাও সেরিওজা, বেরিগুলো ধোয়াই আছে, খেয়ে ফেল। বেশ মিষ্টি। মা খুব ভালবাসতেন। চায়ের মধ্যে রেখে নরম করে নিয়ে তিনি খেতেন। ওগুলো তুমিই নাও, খেয়ে ফেল।' দিদিমা ব্যাগ থেকে অনেকগুলো বেরি বের করে টেবিলের ওপর রাখল।

পাশা মাসী এবার বলল, 'সব দিয়ে দিচ্ছেন কেন? আপনিও কয়েকটি খান।'

নাস্তিয়া দিদিমা কাঁদতে সুরু করল।

কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'না, আমি খাব না। মায়ের জন্য কিনেছিলাম।'

'ওঁর বয়স কত হয়েছিল?' মাসী প্রশ্ন করল।

'বিরাশি বছর। অনেকে তো আরও কত বেশি দিন বাঁচে। মা আমার নব্বুই বছর বাঁচলেই বা কী হত।'

মাসী বলল, 'নিন, এই দুধটা খেয়ে ফেলুন। খুব ঠান্ডা। শোক দুঃখ মানুষের জীবনে আছেই, তবুও আমাদের খেতে হবে, চলতেও হবে।'

নাক ঝেড়ে দিদিমা বলল, 'দাও একটু।' দুধ খেতে খেতে সে বলে চলল:

'আমি যেন মাকে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মা কত বিদ্বান ছিলেন, কত বই পড়তেন, কত কী জানতেন, আশ্চর্য... এখন তো শূন্য পুরীতে থাকতে হবে আমাকে। ভাড়াটে বসাতে হবে।'

মাসী দরদ-ভরা কণ্ঠে বলল, 'আহা!'

বেরিগুলো দু'হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে সেরিওজা এবার উঠানে বেরিয়ে এল। মিঠে রোদে বসে ও কত কী ভাবতে লাগল। দিদিমার বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে বলল কেন? তাহলে বড়দিদিমা আর নেই, মারা গেছে বুঝি। ওরা দু'জনেই তো একসঙ্গে থাকত। তাহলে বড়দিদিমা বুঝি এই দিদিমার মা? এখন থেকে দিদিমার ওখানে বেড়াতে গেলে আর কেউ ভুরু কুঁচকে মুখ ভঙ্গি করে ওকে বকবে না, ক্ষেপাবেও না।

মৃত্যু কাকে বলে সেরিওজা জানে। মৃত্যু কয়েকবার ও দেখেছে। একবার ও ওদের হুলো বেড়ালটাকে একটা ইঁদুরছানা মারতে দেখেছে। মেরে ফেলবার আগে ইঁদুরছানাটাকে নিয়ে বেড়ালটা এদিক ওদিক কেমন খেলা করেছে। তারপর আচমকা একটা লাফ দিয়ে ইঁদুরছানাটাকে গপ করে টুঁটি চেপে ধরে ওর লাফালাফি এক নিমেষে ঘুচিয়ে দিল। তারপর বেশ আমিরী চালে ওটাকে খেতে লাগল থ্যাবড়া লোভী মুখটাকে নেড়েচেড়ে... আর একবার ও একটা মরা বেড়ালছানা দেখেছে, এক মুঠো নোংরা তুলো যেন। মরা প্রজাপতি তো কতই দেখেছে। ওদের অপূর্ব সুন্দর ডানাগুলো জায়গায় জায়গায় কেমন খুলে গেছে আর ফুলের রেণুর মতো যে মিহি কণাগুলো ওদের ডানার ওপরে ছড়িয়ে থাকে সেগুলোও কোথায় উঠে গেছে। নদীর তীরে অনেক মরা মাছও পড়ে থাকতে দেখেছে। ওদের রান্নাঘরের টেবিলে তো মরা মুরগীছানা দেখতে পায়। হাঁসের মতো লম্বা গলার এক জায়গায় ছোট্ট কালো একটা ফুটো দিয়ে একটা পাত্রের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে। মা কিংবা পাশা মাসী মুরগীছানা মারতে জানে না কিন্তু। লুকিয়ানিচই এই কাজটা করে। লুকিয়ানিচ একটা ছানাকে ধরলে ও কিচির মিচির করে ডানা ঝটপট করতে থাকে। ওর এই করুণ কান্না শুনতে সেরিওজার ভাল লাগে না বলে ও দৌড়ে পালায় তখন। তারপর রান্নাঘরে ঢুকলে ও আড়চোখে মরা মুরগীছানাটার দিকে তাকায় আর ঐ ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখে ওর গা কেমন গুলিয়ে ওঠে। মনটা

ভারী খারাপ হয়ে যায়। ওরা বলে এখন আর ওটার জন্য কষ্ট লাগবার নাকি কোনো কারণ নেই। মাসী তার নিপুণ হাতে পালক ছাড়াতে ছাড়াতে বলবে, 'এখন আর এটা কিছুই টের পাচ্ছে না।'

সেরিওজা একবার একটা মরা চড়ুই ছুঁয়ে ফেলেছিল। এত ঠাণ্ডা ছিল যে ও ভয় পেয়ে তক্ষুণি হাত সরিয়ে নিয়েছিল। বরফের টুকরোর মতো ঠাণ্ডা চড়ুই, সকাল বেলাকার নরম রোদের আঁচে তেতে ওঠা লাইলাক ঝোপের কোলে বেচারী যেন ঘুমিয়ে আছে।

একেবারে ঠাণ্ডা নিথর হয়ে যাওয়াকেই তাহলে মৃত্যু বলে।

সেই মরা চড়ুই দেখে লিদা সেদিন বলেছিল, 'এস, ওকে শোভাযাত্রা করে কবর দিতে নিয়ে যাই।'

তারপর ও ছোট্ট একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স এনে তার মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়া পেতে, হিজিবিজি জিনিস দিয়ে ছোট্ট একটা বালিশ তৈরী করে, চারধারে লেসের জালি দিয়ে পরিপাটি করে একটা বিছানা পেতে ফেলল। লিদা সত্যিই সব কাজে অদ্ভুত পটু একথা স্বীকার করতেই হবে। তারপর ও সেরিওজাকে একটা গর্ত খুঁড়তে বলল। বাক্সের মধ্যে মরা চড়ুইটাকে শুইয়ে দিয়ে বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে সেই গর্তের ভেতরে বাক্সটা ঢুকিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল। সেই মাটির মাঝখানটিতে একটা গাছের ডাল সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল।

তারপর বলল, 'দেখ, কেমন সুন্দর ভাবে ওকে আমরা কবর দিয়ে দিলাম! এটা কি ও আশা করেছিল নাকি?'

ভাস্কা আর জেঙ্কা এই শবযাত্রায় কোন অংশ নেয় নি সেদিন। ওরা সিগারেট ফু‍ঁকতে ফু‍ঁকতে একটু দূরে বসে দুঃখিত ভাবে আনমনে শুধু ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। কিন্তু এ নিয়ে ওদের এতটুকু উপহাসও করে নি।

মানুষরাও মাঝে মাঝে মরে যায় একথাও সে জানে। তখন কফিন বলে লম্বা একটা বাক্সের মধ্যে তাদের পুরে রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেরিওজা দূর থেকে অনেকবার তা দেখেছে। কিন্তু মরা মানুষ সে কখনও দেখে নি।

...পাশা মাসী একটা প্লেটে একরাশ সাদা ধবধবে ভাত বেড়ে তার চারপাশে লাল মিষ্টি সাজিয়ে ঠিক মাঝখানটিতে ভাতের ওপর কয়েকটি মিষ্টি দাঁড় করিয়ে দিল, ঠিক যেন ফুলও নয়, আবার তারাও নয়।

সেরিওজা প্রশ্ন করল, 'তারা করলে বুঝি?'

'না, তারা নয়। এটা ক্রশ করেছি। আমরা বড়দিদিমার শবযাত্রায় যাচ্ছি কিনা।'

তারপর মাসী ওকে হাতমুখ ভাল করে ধুইয়ে মুছিয়ে জামা জুতো মোজা পরিয়ে দিল। নাবিকের নীল স্যুটটা আর নীল টুপি ওকে পরানো হল। মাসীও ভাল করে সেজে কালো লেসের স্কার্ফটা গলায় জড়িয়ে নিল। তারপর সাদা রুমালে সেই ভাতের প্লেটটা বেঁধে এক হাতে সেটা আর অন্য হাতে ফুলের একটা তোড়া নিল। সেরিওজার হাতেও মাসী দুটো বড় বড় ডালিয়া দিল।

সেরিওজা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে ভাস্কার মা বালতি হাতে জল আনতে যাচ্ছে। ও চীৎকার করে উঠল, 'নমস্কার! আমরা বড়দিদিমার শবযাত্রায় যাচ্ছি!'

লিদা তখন ওদের বাড়ির দরজায় ভিক্তরকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সেরিওজা বুঝতে পারল লিদাও ওদের সঙ্গে আসতে চায়। কিন্তু ওর ফ্রকটা যা ছেঁড়া আর ময়লা। সেরিওজা আজ কেমন সেজেছে আর লিদা ঐ বিশ্রী পোশাকে খালি পায়ে যাবে কেমন করে? সত্যি, ওর জন্য সেরিওজার বড্ড কষ্ট হচ্ছে কিন্তু। তাই ওকে ডেকে বলল, 'এস না আমাদের সঙ্গে! কী আর হবে!'

কিন্তু লিদা অহংকারী মেয়ে। সেরিওজা পথের বাঁকটা না ঘুরে যাওয়া পর্যন্ত একটা কথাও না বলে লিদা ওর দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

ওরা এবার বাঁকটা ঘুরে অলিগলি দিয়ে চলল। কী গরম লাগছে! দুদুটো বিরাট ডালিয়া ও আর যেন বইতে পারছে না। তাই মাসীকে ও বলল:

'ফুলদুটো তুমি নাও।'

পাশা মাসী ওর হাত থেকে ফুল নিল কিন্তু তারপরেও ও হোঁচট খেতে খেতে চলল। পথের ওপর কাঁকর পাথর কিছু নেই তবুও ও হোঁচট খাচ্ছে।

মাসী এবার প্রশ্ন করল, 'কী, ব্যাপারটা কি বল তো?'

'গরম লাগছে যে। এত কাপড়-চোপড় পরে থাকা যায় নাকি? শার্টটা খুলে নাও, আমি শুধু প্যান্ট পরেই যাব।

'বোকার মতো কথা বল না তো! শবযাত্রায় কেউ কখনও শুধু প্যান্ট পরে যায় নাকি? এই যে আমরা বাস-স্টপে এসে গেছি। এক্ষুণি বাসে উঠব।'

বাসে উঠবে জেনে সেরিওজা একটু উৎসাহ নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করল। পথের ও বেড়ার যেন শেষ নেই আর বেড়ার ওদিকে গাছগুলো।

সামনে থেকে একরাশ ধুলো উড়িয়ে একদল গরু আসছে দেখে মাসী ওকে বলল, 'এবার আমার হাত ধর তো।'

সেরিওজা বলল, 'জল খাব। তেষ্টা পেয়েছে।'

'বোকামো কর না। তোমার তেষ্টা পেতেই পারে না।'

পাশা মাসীটা যেন কী! কেন বিশ্বাস করছে না যে ওর সত্যি সত্যিই খুব তেষ্টা পেয়েছে? কিন্তু মাসীর ঐ ধমকে এখন আর তেমন করে জল খেতে মন চাইছে না।

গরুগুলো ওদের গুরুগম্ভীর মাথাগুলো হেলিয়ে দুলিয়ে ভরা বাঁট নিয়ে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

তারপর ময়দানের কাছে এসে ওরা বাসে চাপল। বাচ্চাদের বসবার নির্দিষ্ট জায়গায় ওরা বসল। সেরিওজা বাসে খুব কমই চড়েছে। তাই আজকের দিনটা তার জীবনে সব দিক দিয়ে একটা বিশেষ দিনই বলতে হবে। হাঁটু মুড়ে বসে সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে লাগল, আবার মাঝে মাঝে তার পাশের সঙ্গীটিকেও দেখতে লাগল। সঙ্গীটি তার চাইতে বয়সে অনেক ছোটই হবে, তবে দেখতে বেশ নাদুসনুদুস। মিষ্টি চুষছে ছেলেটা। ওর গালদুটো চিনির রসে জবজবে হয়ে গেছে।

সেরিওজার দিকে ও কেমন গর্বভরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ওর সেই দৃষ্টি যেন সেরিওজাকে বলছে: দেখ, আমি কেমন খাচ্ছি। তোমার তো নেই।

কনডাকটার ওদের কাছে এসে দাঁড়াতেই পাশা মাসী তাকে প্রশ্ন করল, 'এই বাচ্চাটার ভাড়া লাগবে নাকি?'

কনডাকটার তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খোকা, এদিকে এস তো, মেপে দেখি।'

বাসের গায়ে একদিকে একটা কালো দাগ আছে বাচ্চাদের উচ্চতা মাপবার জন্য। যে বাচ্চার মাথা সেই দাগটাকে ছুঁতে পারবে তার জন্য টিকিট লাগবে। সেরিওজা সেই দাগ পর্যন্ত এসে ওর পায়ের আঙ্গুলের ওপর একটুখানি উঁচু হয়ে দাঁড়াল। কনডাকটার রায় দিল, 'হাঁ, এর টিকিট লাগবে।'

সেরিওজা এবার গর্বিত ভাবে সেই মোটাসোটা ছেলেটার দিকে তাকাল। ভাবটা যেন এই: 'তোমার জন্য তো টিকিট লাগে নি, কিন্তু আমার টিকিট লাগছে।' কিন্তু এই নাদুসনুদুস ছেলেটারই শেষ পর্যন্ত জিত হল, কারণ সেরিওজা আর মাসীর যখন বাস থেকে নামবার সময় এল ছেলেটি তখনও বসেই রইল।

ওরা বাস থেকে নেমেই একটা শ্বেত পাথরের বিরাট ফটকের সামনে এসে পড়ল। ফটকের ওদিকে অনেকগুলো লম্বা লম্বা সাদা বাড়ি। বাড়িগুলোর চারধারে ছোট ছোট গাছের সারি। গাছের গুঁড়িগুলো সাদা রঙে রঙানো। নীল ড্রেসিং-গাউন পরা কত লোক এদিক ওদিক বেড়াচ্ছে, অনেকে আবার বেঞ্চের ওপর বসে বসে গল্প করছে।

সেরিওজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'এটা কী?'

'হাসপাতাল,' জবাব দিল পাশা মাসী।

সব শেষে যে বড় বাড়িটা এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ওরা এবার সেদিকেই চলল। রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই দেখল করোস্তেলিওভ, মা, লুকিয়ানিচ আর দিদিমা দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় রুমাল বাঁধা তিন জন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাও তাদের পাশে।

সেরিওজা ওদের দিকে তাকিয়ে সাগ্রহে বলে উঠল, 'আমরা বাসে করে এলাম!'

কেউ তার কথার কোনো উত্তর দিল না। মাসী মুখে আঙ্গুল দিয়ে শ্-শ্-শ্ করে উঠল। সে এবার বুঝল এখানে কথা বলা বারণ। ওরা অবশ্য চুপি চুপি ফিস ফিস করে কথা বলছিল। মা পাশা মাসীর দিকে চেয়ে বলল:

'ওকে আবার আনলে কেন?'

করোস্তেলিওভ টুপি হাতে নিয়ে শান্ত অথচ চিন্তিত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেরিওজা দরজার দিকে একটু এগিয়ে দেখল একটা অন্ধকার ঘরের দিকে কয়েকটি সিঁড়ি নেমে গেছে। তা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে... এবার ওরা সবাই ধীর পায়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঐ ঘরটায় ঢুকল।

প্রখর দিনের আলো থেকে এসে প্রথমে তো সেরিওজা চোখে প্রায় অন্ধকারই দেখল। তারপর একটু একটু করে দেখতে পেল দেওয়ালের দিকটায় একটা চওড়া বেঞ্চ পাতা রয়েছে। ঘরের মেঝেটা কী এবড়ো খেবড়ো। মাঝখানটিতে বেশ অনেকটা উঁচুতে একটা কাঠের কফিন রয়েছে। কফিনটার

চারধারে মসলিনের ঝালর। ঘরটা কী স্যাঁতসেঁতে, কেমন একটা সোঁদা গন্ধ নাকে ঢুকছে। দিদিমা তাড়াতাড়ি সেই কফিনটার কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথা নত করে দাঁড়াল।

পাশা মাসীও তার কাছটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'হায় ভগবান! এ কী কান্ড? দেখ, দেখ, ওঁর হাত দুখানি কেমন দু'পাশে নামানো রয়েছে।'

দিদিমা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা ওসবে বিশ্বাস করতেন না।'

মাসী বলল, 'তাতে কী হয়েছে? এভাবে মিলিটারী কায়দায় ঈশ্বরের দরবারে যাওয়া যায় নাকি?' অন্য তিনজন ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে মাসী প্রশ্ন করল, 'আপনারা কোথায় ছিলেন?'

ওরা তিনজনে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। সেরিওজা এত নীচু থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এবার সে বেঞ্চের ওপর উঠে ঘাড় উঁচু করে কফিনটার ভেতরে তাকাবার চেষ্টা করল।

সে ভেবেছিল ওটার মধ্যে বড়দিদিমাকেই দেখতে পাবে। কিন্তু ঠিক বড়দিদিমা তো নয়, অন্য একটা অদ্ভুত কিছু যেন ওখানে শুয়ে আছে। বড়দিদিমার মতো কিছুটা দেখতে হলেও ভাঙ্গাচোরা মুখ আর হাড়গোড় বের করা থুত্নি এ-তো বড়দিদিমা হতেই পারে না। এভাবে মানুষ কি কখনও চোখ বন্ধ করে থাকে নাকি? লোকে ঘুমোলেও কিন্তু ঠিক এমন অদ্ভুত ভাবে চোখ বন্ধ করে না...

আর ওটা কী লম্বা। কিন্তু বড়দিদিমা তো দেখতে ছোট্টখাট মানুষটি ছিল। চারদিকে কেমন একটা ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে গুমোট ভাব। সবাই যেন গভীর দুঃখে মুষড়ে পড়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কী জানি সব ফিস ফিস করে বলছে। সেরিওজার হঠাৎ কেমন ভয় করতে লাগল। এখন যদি ওটা জীবন্ত হয়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে 'হাঁরে-রে' বলে চেঁচায় তাহলে কী সাংঘাতিক ব্যাপারই না হবে। একথাটা ভাবতেই সেরিওজা প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল।

সেরিওজা চেঁচাল আর তক্ষুণি যেন ওপর থেকে, সূর্যের আলো থেকে একটা তীক্ষ্ণ প্রাণবন্ত পরিচিত স্বর তার চীৎকারের প্রত্যুত্তর দিল। মনে হল একটা গাড়ির ভেঁপু... মা ওকে এক হেঁচকা টানে ওখান থেকে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ফটকের কাছে একটা লরী দাঁড়িয়ে ছিল। কত লোক এদিক ওদিক বেড়াচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে। তোসিয়া মাসী লরীটার ক্যাবিনে বসে আছে। এই মাসীই সেদিন করোস্তেলিওভের জিনিসপত্তর ওদের বাড়িতে পেঁাছে দিয়েছিল। তোসিয়া মাসী 'ইয়াস্নি বেরেগ' ফার্মে কাজ করে আর মাঝে মাঝেই করোস্তেলিওভকে লরী করে নিয়ে যায়। মা সেরিওজাকে মাসীর পাশে ধপ করে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে বসে থাক।' এবং দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মা চলে গেলে তোসিয়া মাসী ওকে প্রশ্ন করল, 'বড়দিদিমাকে কবর দেওয়া দেখতে এসেছ? ওকে তুমি খুব ভালবাসতে বুঝি?

'না, একটুও ভালবাসতাম না।'

'তাহলে এসেছ কেন? ওঁকে যদি ভাল না-ই বাস তাহলে কবর দেখতে আসতে নেই।'

বাইরের আলো আর এই কথাবার্তায় তার সেই অদ্ভুত ভয়টা, গা ছমছম ভাবটা একটু কমল। কিন্তু ঐ স্যাঁতসেঁতে ঘরটার অদ্ভুত দৃশ্য সে সহসা ভুলতে পারল না। তার শরীরটা থেকে থেকে কেমন মোচড় দিয়ে উঠল, চারদিকে কয়েকবার তাকিয়ে কী জানি মনে মনে চিন্তা করে নিয়ে অবশেষে বলল, 'আচ্ছা, ঈশ্বরের দরবারে যাওয়ার মানে কি?'

তোসিয়া মাসী হেসে বলল, 'ও একটা কথার কথা।'

'কিন্তু ওরা এরকম করে কথা বলে কেন?'

'বুড়োরা ওরকম কথাবার্তাই বলে থাকে। ওদের কথায় কান দিও না যেন। ওসব একদম বাজে কথা।'

তারপর ওরা দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তোসিয়া মাসী তার সবুজে চোখদুটোকে কেমন একটু ছোট করে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে বলল, 'হাঁ, আমরা সবাই ওখানে একদিন না একদিন যাব।'

'ওখানে... কোনখানে? কী বলছে ওরা?' কিন্তু আরও স্পষ্ট করে সে কিছু জানতে চায় না, তাই আর প্রশ্ন করল না। তারপর যখন কফিনটাকে ঐ অন্ধকূপ থেকে বার করে বাইরে বয়ে আনতে দেখল তখন সে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তবে এখন কফিনের ওপর ওর ডালাটা ফেলে দেওয়া হয়েছে এই যা বাঁচোয়া। কিন্তু ওদের এই লরীটাতেই

ওটাকে এনে তোলা হল বলে সে বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কবরখানায় পেঁছে সবাই মিলে কফিনটাকে ধরাধরি করে ভেতরে বয়ে নিয়ে চলল। সেরিওজা আর তোসিয়া মাসী লরী থেকে নামল না। বাইরে গাড়ি দাঁড়াবার জায়গায় লরীটা দাঁড়িয়ে রইল। সেরিওজা তাকিয়ে দেখল কবরখানার চারদিকে কেবল ক্রশ আর কাঠের পিলার এক একটা লাল তারা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেরিওজা আরও দেখল ফটকের খুব কাছে একটা ঢিবির ফাটল দিয়ে লাল পিঁপড়ে সারি বেঁধে আসছে যাচ্ছে। অন্য অনেকগুলো ঢিবিতে আবার ছোট ছোট আগাছা জন্মেছে... সেরিওজা এবার ভাবল: 'আচ্ছা, এই কবর-খানাতেই সবাইকে একদিন আসতে হবে তোসিয়া মাসী তাই বলেছে নাকি?..' কিছুক্ষণ পর ওরা সবাই ফিরে এল। লরী আবার ওদের নিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

সেরিওজা প্রশ্ন করল, 'বড়দিদিমাকে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে নাকি?'

তোসিয়া মাসী উত্তর দিল, 'হাঁ বাছা।'

বাড়ি ফিরে সেরিওজা লক্ষ্য করল পাশা মাসী ওদের সঙ্গে ফেরে নি।

লুকিয়ানিচ বলছে, 'পাশা শবযাত্রীদের ভাত খাওয়াবে। সারাদিন ধরে সব রান্না করে নিয়ে গিয়েছে...'

নাস্তিয়া দিদিমা মাথার রুমালটা খুলে ফেলে হাত দিয়ে চুল পরিপাটি করল। তারপর বলল, 'ওদের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক

করে কী লাভ? ও আর ঐ তিনজন ভদ্রমহিলা এবার প্রার্থনা করবে। আর তাতেই যদি শান্তি পায় ওরা পাক না।'

ওরা সবাই আবার স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে সুরু করেছে। এমন কি একটু আধটু হাসছেও।

মা আবার বলল, 'সত্যি, পাশার অনেক কুসংস্কার।'

কিছুক্ষণ পর ওরা টেবিলের চারপাশে খেতে বসল। কিন্তু সেরিওজা খেতে পারছে না। তার কেমন বমি বমি করছে। সে নীরবে বসে আছে আর ডাগর দুটি চোখ মেলে বড়দের দিকে তাকিয়ে আছে শুধু। এতক্ষণ যা ঘটল সে ওসব কিছু মনে করতে চায় না, ভাবতে চায় না। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘুরে ফিরে সব কথা তার ভাবনায় এসে পড়ছেই — সেই গা ছম্‌ছমানি ভাবটা। স্যাঁতসেঁতে ঘরের কেমন আবছা অন্ধকার, গুমোট ভাব আর মাটির সোঁদা গন্ধ, সব মনে হচ্ছে।

হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আমরা সবাই একদিন ওখানে যাব, ওকথা বলল কেন?'

বড়রা কথাবার্তা থামিয়ে ওর দিকে তাকাল এবার।

করোস্তেলিওভ বলল, 'কে বলল একথা?'

'তোসিয়া মাসী।'

'তার কথা শুন না তুমি। সব কথা কী শুনতে হয় নাকি?'

'কিন্তু একদিন আমরা সবাই তো মরব?'

ওরা কেমন অদ্ভুত ভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে! এই প্রশ্নটা করা যেন তার খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। সে সবার দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে রইল ওরা কী বলে শোনবার জন্য।

একটু পরে করোস্তেলিওভ বলল:

'না, আমরা কেউ মরব না। তোমার তোসিয়া মাসীর ইচ্ছে হলে মরুকগে। কিন্তু আমরা মরব না। বিশেষ করে তুমি কোনোদিন মরবে না সেকথা আমি হলফ করে বলছি সোনা।'

'আমি কোনোদিন মরব না?'

'না, কোনোদিন না!' করোস্তেলিওভ দৃঢ়স্বরে সগাম্ভীর্যে তার চোখে চোখ রেখে বলল।

সেরিওজা এবার নিজেকে কেমন হালকা বোধ করল, সুখী মনে করল। খুশিতে লাল টুকটুকে হয়ে উঠে সে হাসতে সুরু করল। কিন্তু আবার তার ভয়ানক তেষ্টা পেল যে! অনেকক্ষণ আগেই তো তার তেষ্টা পেয়েছিল, শুধু পাশা মাসীর ধমকে সেকথা এতক্ষণ বেমালুম ভুলে বসে ছিল। এখন গ্লাসের পর গ্লাস ঢকঢক করে জল খেল সে প্রাণভরে বেশ মজা করে। করোস্তেলিওভ যা বলে তার মধ্যে এতটুকুও মিথ্যে নেই, তার প্রতিটি কথা সে সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করে। একদিন সে মরে যাবে একথা মনে হলে কী করে সে বাঁচবে? আর করোস্তেলিওভ যখন বলেছে সে কোনোদিন মরবে না তখন আর ভাবনা কিসের!

করোস্তেলিওভের ক্ষমতা

কতগুলো লোক এসে মাটিতে এক গর্ত খুঁড়ল। লম্বা থাম সেই গর্তের মধ্যে পুঁতে দিয়ে তার মাথায় তার বেঁধে

দিয়ে গেল। সেরিওজার বাড়ির উঠানের ওপর দিয়ে সেই তার আড়াআড়ি ভাবে চলে গিয়ে বাড়ির দেওয়ালে চলল। তারপর কালো রঙের একটা টেলিফোন ওদের খাবার ঘরের ছোট টেবিলের ওপরে রাখা হল। দাল্‌নায়া স্ট্রীটে এটাই নাকি প্রথম এবং একমাত্র টেলিফোন আর এটা হল করোস্তেলিওভের। করোস্তেলিওভের জন্যই ঐ লোকগুলো মাটিতে গর্ত খুঁড়ল, থাম বসাল, তারপর তার বেঁধে দিয়ে এত কাণ্ড করল। অন্য লোকদের টেলিফোন না হলেও চলে, কিন্তু করোস্তেলিওভের টেলিফোন না হলে চলে কী করে?

রিসিভারটা হাতে তুলে নিলেই একটা মেয়ে যাকে দেখতে পাচ্ছ না, অনেক দূর থেকে বলবে, 'এক্সচেঞ্জ।' তারপর করোস্তেলিওভ অফিসারের মতো আদেশের সুরে বলবে, 'ইয়াস্নি বেরেগ,' অথবা 'পার্টি কমিটি,' অথবা বলবে 'রিজিওন্যাল স্টেট ফার্ম অফিস।' তারপর সে চেয়ারে বসে লম্বা পা দুলিয়ে দুলিয়ে টেলিফোনে কথা বলতে থাকবে। আর এই কথা বলার সময় কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারে না, এমন কি মা-ও না।

কখনও কখনও টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলে সেরিওজা দৌড়ে গিয়ে ওর ছোট্ট দুই হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে বলে:

'হ্যালো!'

আর ওদিক থেকে তক্ষুণি একটা স্বর করোস্তেলিওভকে ডেকে দিতে বলবে। করোস্তেলিওভকে কত লোকে চায়!

আশ্চর্য! কিন্তু কই, লুকিয়ানিচ, মা অথবা পাশা মাসীকে তো কেউ একবার ডেকে দিতে বলে না! আর তাকে তো কেউ চায়ই না কোনোদিন।

প্রতিদিন খুব ভোরবেলা করোস্তেলিওভ 'ইয়াস্নি বেরেগ'এ চলে যায়। তোসিয়া মাসী মাঝে মাঝে দুপুরে খাবার জন্য তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু প্রায়ই সে দুপুরে খেতে আসবার সময় পায় না। মা হয়তো 'ইয়াস্নি বেরেগ'এ ফোন করে ওকে খেতে আসবার জন্য ডাকে; কিন্তু ওখান থেকে বলে দেয় করোস্তেলিওভ কোথায় কী কাজে গেছে, ফিরতে দেরি হবে।

'ইয়াস্নি বেরেগ' ফার্মটা সত্যি কী বিরাট! সেদিন করোস্তেলিওভের কী কাজে করোস্তেলিওভ আর তোসিয়া মাসীর সঙ্গে গাড়িতে চড়ে ওখানে বেড়াতে না গেলে সে তা বুঝতেই পারত না কোনোদিন। সেদিন ওরা গাড়ি করে চলেছে তো চলেছেই। ফার্মের ভেতরে পথের যেন আর শেষ নেই। গাড়ির দু'পাশে বিরাট জমি এসে আছড়ে পড়ছে যেন। পথের দু'ধারে বিরাট বিরাট খড়ের গাদা উঁচু পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে মিশেছে দিগন্তে ছড়ানো লাইলাক ঝোপের গায়ে। মাঠের পর মাঠ গমক্ষেত। কচি সবুজ শিষগুলো মাথা দুলিয়ে নাচছে যেন। অন্তহীন ফিতের মতো পথ এসে গাড়ির সামনে লুটিয়ে পড়ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে পিছনে। দৈত্যকায় লরী আর ট্রাক্টরগুলো ট্রেইলারগুলোকে টেনে টেনে সেই রাস্তার বুক দিয়ে হুকহুক করে যাচ্ছে আসছে। সেরিওজা

'এটা কোন জায়গা' প্রশ্ন করতেই বার বার একই উত্তর শ্নেছিল, 'ইয়াম্নি বেরেগ, ইয়াম্নি বেরেগ ফার্ম।'

ফার্মের তিনটে প্রকান্ড বাড়ি আলাদা ভাবে এই বিরাট বিস্তৃত জায়গায় এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাড়ির মাথার ওপর বিরাট একটা গম্বুজ। অন্য বাড়িটায় যন্ত্রপাতির কারখানা। সেই কারখানায় রাতদিন ঝনঝনাত শব্দে কাজ চলছে। গনগনে ফারনেস থেকে আগুনের ফুলকি বার হচ্ছে। হাতুড়ি পেটাবার একঘেয়ে বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেখানেই ওরা গাড়ি থামাচ্ছিল সেখান থেকেই লোক বেরিয়ে এসে করোস্তেলিওভের সঙ্গে কথা বলছিল। করোস্তেলিওভ কারখানায় সব দেখাশুনো করছিল, নানা প্রশ্ন করছিল, কিভাবে কী করতে হবে না হবে নির্দেশ দিয়ে গাড়িতে আবার চলছিল। তখনই সেরিওজা ঠিক বুঝতে পারল কেন সে এত তাড়াতাড়ি রোজ সকালবেলা ফার্মে চলে যায়। করোস্তেলিওভের নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজ করা যে ওদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

তারপর ফার্মের ভেতরে কত রকম পশুপাখিই না রয়েছে! শুকর, ভেড়া, মুরগী, হাঁস, গরুই বেশি। গরম পড়লে গরুগুলি বাইরের মাঠে চড়ে খায়। বর্ষার দিনে থাকবার অস্থায়ী আস্তানাগুলো তখনও ছিল। কিন্তু এখন গরুগুলো গোয়াল ঘরেই যার যার জায়গামতো দাঁড়িয়ে আছে। এক একটা কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে ওদের শিঙ লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। সামনে লম্বা চৌবাচ্চা থেকে ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আনন্দে

লেজ নেড়ে নেড়ে খাবার খাচ্ছে। কিন্তু বড্ড অসভ্য আর অভদ্র। একটু পরে পরেই ওরা পায়খানা করছে আর কেউ না কেউ দৌড়ে এসে তক্ষুণি গোবরগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছে। ওদের এই বিশ্রী অভদ্র কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে সেরিওজার কিন্তু বড্ড লজ্জা করছিল। পিছল মেঝের ওপর দিয়ে করোস্তেলিওভের হাত ধরে পা টিপে টিপে চলতে চলতে সে লজ্জায় মরে গিয়ে ওদের দিকে তাকাতেও পারছে না যেন। কিন্তু করোস্তেলিওভ ওদের গায়ে বেশ হাত চাপড়ে আদর করে লোকদের কী সব নির্দেশ দিচ্ছে, এসব কাণ্ডকারখানা যেন দেখেও দেখছে না।

একটি মেয়ে এসে করোস্তেলিওভের সঙ্গে কী একটা বিষয়ের তর্ক সুরু করে দিল।

করোস্তেলিওভ গম্ভীর স্বরে শুধু বলল, 'ঠিক আছে, আর একটিও কথা নয়, যা করছ কর গিয়ে।'

মেয়েটি তক্ষুণি নীরবে কাজে চলে গেল।

নীল টুপি মাথায় আর একটি মেয়ের কাছে এসে করোস্তেলিওভ এবার বলল, 'এজন্য দায়ী কে? আমাকে কি এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে নাকি?'

মেয়েটি থতমত খেয়ে ক্ষীণ স্বরে উত্তর করল:

'ভুলে গিয়েছিলাম। কেন যে এমন ভুল হল বুঝতে পারছি না।'

এমন সময় লুকিয়ানিচ কোথা থেকে একটা কাগজ হাতে নিয়ে তাদের সামনে এসে উপস্থিত হল। করোস্তেলিওভের

হাতে একটা পেন দিয়ে সে কাগজটা তার সামনে ধরে বলল, ‘এই যে সই করে দিন দয়া করে।’ করোস্তেলিওভ তখনও সেই মেয়েটাকে ধমকাচ্ছে, তাই লুকিয়ানিচের দিকে চেয়ে বলল, ‘পরে হবে।’ কিন্তু লুকিয়ানিচ বলল, ‘না, পরে হলে চলবে না। আপনার সই ছাড়া ওরা আমায় মাইনে দেবে কেন? আর টাকা না পেলে তো আর লোকের চলে না!’

সেরিওজা অবাক হয়ে ভাবল, তাহলে করোস্তেলিওভের সই ছাড়া কেউ মাইনে পাবে না!

তারপর সেরিওজা আর করোস্তেলিওভ হলদে ছোট ডোবাগুলোর মাঝ দিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে ঠিক তখন একটি যুবক ওদের সামনে দৌড়ে এল। তার পরিপাটি সাজসজ্জা, পায়ে চকচকে বুট জুতো, গায়ে ঝকঝকে সুন্দর বোতাম লাগানো জ্যাকেট।

করোস্তেলিওভের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি আকুল স্বরে বলল, ‘দ্‌মিত্রি কর্নেয়েভিচ, আমি এখন কী করি? ওরা আমাকে থাকবার জায়গা দিচ্ছে না।’

করোস্তেলিওভ গম্ভীর ভাবে বলল, ‘কেন, তুমি বুঝি ভেবেছিলে তোমার জন্য ওরা নতুন বাড়ি তৈরী করে রেখেছে?’

ছেলেটি আবার বলল, ‘তাহলে আমার কী হবে? আমি যে বিয়ে করেছি। থাকবার জায়গা না পেলে তো সর্বনাশ। আপনি আপনার আদেশ ফিরিয়ে নিয়ে দয়া করে আমাকে আবার এখানে নিয়ে নিন।’

করোস্তেলিওভ আরও গম্ভীর হয়ে বলল, ‘সে কথা তোমার

আগেই ভাবা উচিত ছিল। কাঁধের উপর মাথাটা আছে কী করতে?’

‘আপনার কাছে মানুষ হিসাবে অনুরোধ জানাচ্ছি দ্মিত্রি কর্নেয়েভিচ। আপনি কি আমার অবস্থাটা অন্তর দিয়ে বুঝবেন না? আমি একেবারেই আনাড়ি। নতুন জীবন সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না। তাই ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি বুঝতেই পারি নি।’

‘নিজের কাজটি ছেড়ে একেবারে অন্য লাইনে চলে গেছ আরও অনেক টাকা রোজগার করবে বলে, সেদিক থেকে তো অনেক অভিজ্ঞতা আছে!..’

করোস্তেলিওভ এবার মুখ ঘুরিয়ে পা বাড়াল।

কিন্তু ছেলেটি কী নাছোড়বান্দা! ‘না, না, আপনি আমায় দয়া করুন। আমি ভুল করেছি, সেজন্য এখন অনুতপ্ত, আমাকে ক্ষমা করে আর একবার একটা সুযোগ দিন। আমাকে কাজে নিয়ে নিন!’

‘আচ্ছা বেশ, তাই না হয় হবে। কিন্তু মনে রেখ আবার যদি এমনটি কর তাহলে আর কোন কথাই শুনব না; এই তোমার শেষ সুযোগ!..’

‘ওদের কথা শুনে এই কাজটি ছেড়েই আমি ভুল করেছি। ওরা আমাকে হোস্টেলে শোবার ব্যবস্থা করে দেবে বলেছিল, তাও কখন হবে ভগবানই জানেন... আমি কিছু না ভেবে, না বুঝে তাতেই রাজী হয়ে গেলাম, এখন তো বুঝতে পারছি বোকার মতো কী ভুলই না করেছি!’

'স্বার্থপর, বুদ্ধু ছেলে, কেবল নিজের কথাটাই তো ভেবেছ! যাও, এই শেষবারের মতো ক্ষমা করলাম। কাল থেকে কাজে আসবে। যাও, এখন চোখের সামনে থেকে চলে যাও বলছি!'

ছেলেটি এবার হাসিমুখে বলে উঠল, 'আচ্ছা, যাচ্ছি!' একটু দূরে দাঁড়ানো রুমাল মাথায় একটি মেয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটি খুশিভরা চোখে কী ইঙ্গিত করল।

করোস্তেলিওভ এতক্ষণে মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে জোরে বলে উঠল, 'তোমার জন্য নয়, ঐ তানিয়ার কথা ভেবেই আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম মনে রেখ। ও তোমায় ভালবাসে, এটা তোমার মতো ছেলের পক্ষে মস্ত বড় সৌভাগ্য জেন।' করোস্তেলিওভ মেয়েটির দিকে হাসিভরা চোখে তাকাল। ওরা দু'জনে এবার হাত ধরাধরি করে যেতে যেতে করোস্তেলিওভের দিকে সকৃতজ্ঞ চোখে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকাল...

করোস্তেলিওভ সত্যিই কী আশ্চর্য লোক! ইচ্ছে করলে তো সে ওদের কষ্ট দিতেও পারত।

করোস্তেলিওভ শুধু যে মস্ত বড় ক্ষমতাবান লোক তাই নয়, সে কত দয়ালুও বটে। মনটা তার কত নরম, তাই তো ওদের মুখে আবার হাসি ফুটল।

সেরিওজা অবাক হয়ে ভাবল এমন সুন্দর লোকটির জন্য মন গর্বে আনন্দে ভরে উঠবে না তো কী? এটা তার কাছে এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অন্য সবার চেয়ে করোস্তেলিওভ অনেক বেশি জ্ঞানী এবং ভাল।

আকাশ আর পৃথিবী

গরমকালে আকাশে তারা দেখা যায় না। সেরিওজা যখন ঘুমোতে যায় আর যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, দুবারই বাইরে প্রচুর আলো থাকে। মেঘলা দিন হলে বা অঝোর ধারায় বর্ষা নামলেও দিনের এই আলো একেবারে নিভে যায় না, উপর থেকেই সূর্যের আলো আসে। আকাশটা যখন শুধুই নীল থাকে, এক টুকরো মেঘও তার গায়ে লেগে থাকে না, সেরিওজা তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা স্বচ্ছ আলোর পিণ্ড, এক টুকরো আয়নার মতো দেখা যায়। ওটা নাকি চাঁদ, দিনের বেলায় ওর কোন প্রয়োজনই নেই; কিছুক্ষণ আকাশের বুকে ওকে দেখা যায়, তারপর সূর্যের তেজ বাড়তে থাকলে ধীরে ধীরে ওটা কোথায় মুখ লুকিয়ে ফেলে। তখন ঐ বিরাট সীমাহীন আকাশের রাজত্বে সূয্যিমামার একচ্ছত্র আধিপত্য চলতে থাকে।

কিন্তু শীতকালে দিনগুলো কত ছোট হয়ে যায়। দিনের আলো নিভে রাতটা কত তাড়াতাড়ি এসে পড়ে। রাত্রে খাবার সময় হবার অনেক আগেই দাল্‌নায়া স্ট্রীটের বরফ-ঢাকা বাগান আর বাড়ির সাদা ছাদগুলো তারাভরা আকাশের নীচে কেমন নির্জন নীরব হয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে। আকাশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারার দল তখন জেগে ওঠে। ছোট বড় রকমারি কত তারা, বালুকণার মতো ছোট্ট ছোট্ট তারারাও আকাশের বুকে আলোর রেখা ছড়িয়ে মিটমিটি তাকিয়ে থাকে যেন।

বড় বড় তারার দল কোনটা নীল, কোনটা সাদা আবার কোনটা বা সোনালী রঙের আভা ছড়িয়ে জ্বলজ্বল করছে। লুব্ধক তারার চারধারে চোখের পাতার মতো সুন্দর আলোর ছটা, আকাশভরা ছোট বড় তারার দল আর ধূলিকণার মতো ক্ষুদে ক্ষুদে তারাগুলো অদ্ভুত বিচিত্র এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করে রাস্তার ওপর সেতুর মতো 'ছায়াপথ' তৈরী করে রেখেছে।

সোরিওজা আগে কোনোদিন এমন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখে নি। তারা সম্বন্ধে তার তেমন আগ্রহ এর আগে ছিলই না। সে জানত না যে তারাদেরও আবার এক একটা নাম রয়েছে। তারপর একদিন মা ওকে ঐ ছায়াপথ, লুব্ধক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, লাল মঙ্গল গ্রহ, এইসব চিনিয়ে দিল। মা বলল, বড় তারা আর বালুকণার মতো ছোট তারাগুলোরও নাকি আলাদা আলাদা নাম আছে। আর ওরা অনেক দূরে রয়েছে বলেই নাকি অত ছোট্ট দেখায়, নইলে ওরা নাকি অনেক বড় দেখতে। মঙ্গল গ্রহে তো এখানকার মতো মানুষও নাকি বাস করে।

সোরিওজা তারাদের প্রত্যেকের নাম জানতে চায়, কিন্তু মা'র নাকি সবার নাম মনে নেই। একদিন মা সব জানত, আজ ভুলে গেছে কিন্তু। তার বদলে চাঁদের বুকে পাহাড় দেখিয়ে দিল।

শীতকালে প্রত্যেকদিন কী বরফটাই না পড়ে! লোকে পথ পরিষ্কার করে একজায়গায় বরফের স্তূপ করে রাখে। কিন্তু আবার আরও বেশি করে বরফ পড়তে সুরু করে আর সমস্ত পথঘাট, বাগান, বাড়ির ছাদ তুলোর মতো সাদা বরফের কুচিতে

ভরে যায়। বেড়ার ধারে থামগুলো সাদা বরফের টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলোকে বরফ পড়বার পর মনে হয় যেন স্যাদা ফুলের মালা পরে সেজেছে।

সেরিওজা সারাদিন বরফ নিয়ে খেলা করে, বাড়ি তৈরী করে, দুর্গ তৈরী করে, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে, তারপর পাহাড়ের গায়ে বরফের ওপর দিয়ে স্লেজে করে পাহাড়ের ঢালুতে নেমে যায়। তারপর কখন বনের ওপাশে দিনের আলো নিবুনিবু হয়ে শেষবারের মতো আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে একেবারে নিভে যায়, সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসে মাটির বুকে। তখন স্লেজ গাড়িটাকে টানতে টানতে সেরিওজা বাড়ি ফেরে, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটি পেছনে হেলিয়ে সে আকাশের বুকে একটু একটু করে ভেসে-ওঠা তারাদের দিকে তাকায়। সপ্তর্ষিমন্ডল আকাশের মাঝখানে এইমাত্র যেন গুটিসুটি মেরে এসে বসল ওর লম্বা লেজটা ছড়িয়ে। মঙ্গল গ্রহটা ওর লাল চোখ মেলে পিটপিট করে তারই দিকে বারবার তাকাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহটা তো বিরাট বড়, তাহলে বুঝি ওখানেও লোক থাকে। সেরিওজা ভাবতে লাগল: ‘আমার মতো একটি ছেলে হয়তো এখন আমারই মতো স্লেজ গাড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো তারও নাম সেরিওজা...’ ভাবতে এতো ভাল লাগে। তার এই ভাবনার কথা কাকেই বা বলবে! যে শুনবে সেই হাসবে, ওকে ক্ষেপাবে, ঠাট্টা করবে আর তখন তার বেজায় রাগ হবে। কিন্তু কাউকে না বলতে পারলেও যে ভাল লাগে না। একমাত্র করোস্তেলিওভকেই বলা যায়। বাড়ি ফিরে এদিক ওদিক যখন

কেউ ছিল না, সেই সুযোগে করোস্তেলিওভকে সে মনের কথা বলে ফেলল। করোস্তেলিওভ কখনও তার কথা শুনে হাসে না, দরদ দিয়ে মন দিয়ে তার সব কথা শোনে। আজও সব শুনে একটুও হাসল না। এক মুহূর্ত কী চিন্তা করে বলল:

'হাঁ, ঠিকই বলেছ।'

তারপর কী কারণে কেন জানি সেরিওজার দু'কাঁধ ধরে বেশ গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। সেরিওজা অবাক হয়ে দেখল তার চোখে কেমন একটু দুর্ভাবনার কালো ছায়া ফুটে উঠেছে।

... শীতের সন্ধ্যায় খেলাধুলো শেষ করে ক্লান্ত হয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সেরিওজা ঘরে ফিরে দেখে চুল্লি জ্বলছে আর কেমন গরম আমেজে ঘরখানি ভারি আরামের হয়ে উঠেছে। ঘরে এসে বসতেই তার শীত শীত ভাবটা কেটে গিয়ে শরীরটা বেশ গরম হয়ে ওঠে। একটু পরেই পাশা মাসী এসে তার বুট জুতো, মোজা, পায়জামা সব খুলে দিয়ে জুতো জোড়াটা গরম হবার জন্য চুল্লির ওপর তাকে রেখে দেয়। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে খাবার টেবিলে বড়দের সঙ্গে সে খেতে বসে। গরম দুধে চুমুক দিতে দিতে সে বড়দের গল্প শোনে আর আসছে কালের কথা ভাবে। আজ যে বরফের দুর্গ সে বানিয়েছে কাল আবার কেমন করে সেটা আক্রমণ করে দখল করবে, মনে মনে তাই ভাবতে থাকে... সত্যি, শীতকালটা ভারি মজার।

কিন্তু একটা ভীষণ অসুবিধা, শীতকালটা যেন আর যেতেই চায় না। মোটা ভারি ভারি পোশাক পরতে কত আর ভাল

লাগে! ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ার জ্বালায় মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে যেতে হয়। স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে ছোটখাট জামা প্যাণ্ট পরে এক দৌড়ে বাইরে চলে যাও, নদীতে ঝাঁপিয়ে পরে সাঁতার কাটো, ঘাসের বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাক, মাছ ধরতে যাও মাছ পাও আর নাই পাও, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পোকা বের করে সেগুলো বঁড়শীতে গেঁথে মাছ ধরতে ধরতে চেঁচিয়ে বলে ওঠ, 'শুরিক, তোমার টোপ খেয়েছে দেখ! বঁড়শীতে মাছ ঠোকরাচ্ছে দেখ!'

শীতকালটায় এসব কিছুই কিন্তু করা যায় না। কেবল ঠাণ্ডা, বিশ্রী বাতাস আর বরফের দৌরাত্ম্য চারদিকে। কত আর ভাল লাগে বল এমন হতচ্ছাড়া শীতকালটাকে...

...কিছুদিন পর জানালার কাঁচের গা বেয়ে বেয়ে তেরছা ধারায় বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে সুরু করে। বরফের বদলে প্যাঁচপেঁচে কাদায় রাস্তাঘাট অলিগলি এবড়ো খেবড়ো হয়ে ওঠে। শীতের পর বসন্তের আবির্ভাব বুঝি এমনি করেই হয়। নদীতে বরফের স্তূপে একটু একটু করে ফাটল ধরতে থাকে। সেরিওজা অন্য সাথীদের সঙ্গে দল বেঁধে তাই দেখতে ছুটে যায়। বরফের বিরাট স্তূপগুলো একটু একটু করে গলতে সুরু করে নদীর জলের ধারার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর নদীর কুল ছাপিয়ে উপচে পড়ে। নদীর একপাশে উইলো গাছগুলির অর্ধেক জলে ডুবে যায়, ডালপালাগুলো জলের ওপর খানিকটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, চারধারে সবকিছুই নীল। ওপরে আকাশ, নীচে নদীর জলের ধারা, সব

নীলে নীল। টুকরো টুকরো সাদা আর ছাই রঙের মেঘের দল নীল আকাশের বুকে, নদীর নীল জলের স্বচ্ছ আর্শিতে ভেসে ভেসে বেড়ায়...

...আর ওদের দাল্নায়া স্ট্রীটের ওধারে মাঠে ফসলগুলো কখন এত লম্বা আর ঘন হয়ে বেড়ে উঠল! সেরিওজা তো এত দিন তা লক্ষ্য করে নি! কখন ওদের রাই ক্ষেতে শীষ বেরল সে তো চোখ মেলেও দেখে নি! আশ্চর্য! এখন পথের ওপর দিয়ে চলতে থাকলে রাই শীষগুলো তার মাথায় চোখে মুখে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে জানিয়ে দেয়, ওরা ফুটে উঠেছে, ওরাও আছে। পাখিদের সদ্যোজাত বাচ্চাগুলো কখন কোনো ফাঁকে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। নদীর ওপারে মাঠে হাসছিল যে ফুলের রাশি সেগুলো সংগ্রহের জন্য ঘাস-কাটা যন্ত্রগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের স্কুল বন্ধ হল। এমনি করে বসন্তের পর আবার এসে পড়ল গ্রীষ্ম। সেরিওজা বরফ আর তারাদের কথা নিঃশেষে ভুলে গেল...

একদিন করোস্তেলিওভ সেরিওজাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'শোন, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। আচ্ছা, বল তো বাচ্চা ছেলে, না বাচ্চা মেয়ে, কোনটা আমাদের বাড়ি এলে তোমার ভাল লাগবে?'

সেরিওজা চটপট উত্তর দিল, 'ছোট্ট একটি ছেলে!'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছ সোনা। কিন্তু সব দিকই আমাদের ভেবে দেখতে হবে তো। অবশ্য একটি মাত্র ছেলে না থেকে দুটি ছেলে থাকা অনেক ভাল। কিন্তু আর একটা কথা, আমাদের

ছেলে তো একটি রয়েছেই। তাহলে এখন ছোট্ট একটি মেয়েরই দরকার আমাদের, তাই না?'

সেরিওজা কোন উৎসাহ না দেখিয়ে শুধু বলল, 'তুমি যা বলবে তাই হবে। ছোট্ট মেয়েই তাহলে ভাল। কিন্তু ছোট্ট একটি ছেলেকে পেলে আমি ওর সঙ্গে বেশ খেলা করতে পারতাম।'

'আর ছোট্ট মেয়েটিকে তুমি দেখাশুনো করবে। দেখবে কোন দুষ্টু ছেলে যেন ওর চুল ধরে না টানে, ওকে না কাঁদায়। তুমি ওর দাদা হবে।'

সেরিওজা মন্তব্য করল, 'মেয়েরাও কিন্তু চুল ধরে টানে আর খুব শক্ত করেই টানে। অনেক সময় তো ওরা এমন হেঁচকা টান মারে যে ছেলেরাও কেঁদে ফেলে।' লিদা একদিন তার চুল ধরে কেমন টেনেছিল করোস্তেলিওভকে আজ তা বলে দিতে পারত। কিন্তু নালিশ করতে সে চায় না।

করোস্তেলিওভ জবাব দিল, 'হাঁ, অনেক মেয়ে বড্ড দুষ্টু হয় সত্যি। কিন্তু আমাদের মেয়েটি তো একেবারে বাচ্চা হবে কিনা। তাই কারও চুল ধরে ও টানতেই পারবে না।'

সেরিওজা একমুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে বলল, 'তা হোক। ছোট্ট একটি বাচ্চা ছেলেই আসুক না। মেয়ের চাইতে ছেলেই কিন্তু ভাল।'

'সত্যি বলছ?'

'হাঁ, ছেলেরা কখনও কাউকে জ্বালাতন করে না। কিন্তু মেয়েরা কেবলই তোমাকে জ্বালাবে দেখ।'

'ও, হাঁ, তা বটে। আচ্ছা, আর এক সময় এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব, কেমন?'

'আচ্ছা।'

মা একপাশে বসে একমনে কী সেলাই করছে। ওদের কথাবার্তা শুনে মুচকি হাসছে যেন। সেরিওজা অবাক হয়ে দেখল মা আজকাল কেমন বিশ্রী রকমের চওড়া পোশাক পরতে সুরু করেছে। একথাও অবশ্য সত্যি, মা আজকাল দিনকে দিন বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছে। এখন মা ছোট্ট একটা কী হাতে নিয়ে তার চারধারে লেস বুনে যাচ্ছে।

সেরিওজা এবার মাকে প্রশ্ন করল, 'কী বানাচ্ছ ওটা?'

'বাচ্চার জন্য টুপি তৈরী করছি। ছোট্ট ছেলে বা ছোট্ট একটি মেয়ে, তোমরা দু'জনে মন স্থির করে যাকে আনবে তারই জন্য তৈরী করছি এটা।'

পুতুলের টুপির মতো ক্ষুদে টুপিটার দিকে তাকিয়ে সেরিওজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আবার, 'তার মাথা এত ছোট্ট হবে নাকি?' (তারপর মনে মনে সে ভাবতে লাগল: কী আশ্চর্য, অত ক্ষুদে মাথা হলে তো চুল ধরে টানলে সমস্ত মাথাটাই উপড়ে চলে আসবে!)

মা বলল, 'প্রথম তো অত ছোট্টই থাকবে, তারপর আস্তে আস্তে বড় হবে। দেখছ তো ভিক্তর কেমন একটু একটু করে বড় হচ্ছে। তুমিও তো কেমন বড় হচ্ছ। আমাদের বাচ্চাও তেমনি করে বড় হয়ে উঠবে।'

মা ছোট্ট টুপিটা হাতের ওপর পেতে রেখে দেখতে লাগল এবার। মা'র মুখখানি আনন্দে কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। করোস্তেলিওভ মা'র কাছে গিয়ে মায়ের কপালে চকচকে চুলের ডগাটায় চুমো খেল...

সত্যি কিন্তু ওরা একটি ছেলে বা মেয়ে আনবার কথাই খুব করে ভাবছে আজকাল। ছোট্ট একটি বিছানা আর লেপ আনা হল। বাচ্চা ছেলে বা মেয়েটির জন্য ওরা সেরিওজার স্নানের টবটিই ব্যবহার করতে পারবে। অনেক দিন আগে সে ওটার মধ্যে বসে হাত-পা ছুঁড়ে মজা করে স্নান করত। এখন ওটা তার পক্ষে বড্ড ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু এত ছোট মাথাওয়ালা বাচ্চাটা ঐ ছোট টবের মধ্যে বেশ আরামেই স্নান করতে পারবে।

সেরিওজা জানে লোকে কোথা থেকে বাচ্চা নিয়ে আসে। হাসপাতাল থেকেই ওদের কিনে আনা হয়। হাসপাতালটাই বাচ্চাদের আস্তানা, আর ওখান থেকেই লোকে পছন্দ করে বাচ্চা বাড়িতে নিয়ে আসে। একবার ওদের পড়শী এক মহিলা হাসপাতাল থেকে দু'দুটো বাচ্চা নিয়ে এল। একরকম দুটো বাচ্চা কেন আনল সেরিওজা তো ভেবেই অবাক। দুটো বাচ্চাই আবার হুবহু একই রকম দেখতে। শুধু একটি বাচ্চার ঘাড়ে একটি ছোট তিল ছিল, অন্যটির ছিল না। ঐ তিল দেখে তবে ওদের দু'জনকে চিনতে হত। একেবারে একরকম দুটো বাচ্চাই কেন আনল, সেরিওজা ভেবে ভেবে কোনো কুলকিনারা পায় নি। দুটো দুরকম হলে কিন্তু খুব ভাল হত।

করোস্তেলিওভ আর মা বাচ্চা আনবার সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছে বটে, কিন্তু ওরা এত দেরি করছে কেন? বিছানা তো তৈরীই আছে, কিন্তু ঐ বিছানায় শোবে যে বাচ্চা তারই তো দেখা নেই আজ অবধি।

সেরিওজা একদিন মাকে বলল, 'তোমরা হাসপাতালে গিয়ে বাচ্চাটাকে কিনে আনছ না কেন?'

ওর কথা শুনে মা খুব হাসতে সুরু করল। উঃ! মা কী ভয়ানক মোটা হয়ে গেছে! সেরিওজা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মা একটু পরে হাসি চেপে বলল, 'ওখানে এখন কোনো বাচ্চা নেই। ওরা বলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই আবার বাচ্চা আসবে।'

তা ঠিক, এরকম মাঝে মাঝে ঘটেই থাকে। দোকানে গিয়ে দরকারী একটা জিনিস চাও, দেখবে ঠিক সেটাই তখন দোকানে নেই। বেশ, ওরা তাহলে অপেক্ষাই করবে ধৈর্য ধরে। এমন কিছু তাড়া নেই তো।

তবে মা যাই বলুক না কেন, বাচ্চারা বড্ড আস্তে আস্তে বড় হয়। ভিক্তরকে দেখেই তা বেশ বোঝা যায়। ভিক্তর তো কতদিন হয়ে গেল এসেছে, কিন্তু এখনও ওর বয়স মাত্র আঠারো মাস! বড়দের সঙ্গে খেলতে পারবে কবে, আরও কতদিন পরে? যে নতুন বাচ্চাটি ওদের বাড়িতে আসবে, সেও তো ভিক্তরের মতো অমনি একটু একটু করে বড় হবে। সেরিওজার সঙ্গে ও খেলতে পারবে কবে কে জানে! আর যতদিন না বাচ্চাটা বড়সড় হয়ে ওঠে ততদিন সেরিওজাকেই তো ওকে দেখাশুনো করতে হবে;

কাজটা অবশ্য একেবারে মন্দ নয়, দরকারী কাজ, কিন্তু করোস্তেলিওভ যতটা ভাল আর সহজ মনে করেছে ঠিক ততটা সহজ আর সুখের নয়। লিদা ভিক্তরকে বড় করে তুলতে বেশ বেগ পাচ্ছে। সারাক্ষণ ওকে কোলে করে কখনও হাসিয়ে কখনও কাঁদিয়ে কখনও শাস্তি দিয়ে ভুলিয়ে রাখা কি সহজ কথা নাকি? কিছুদিন আগে লিদার মা বাবা একটা বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিল আর ভিক্তরকে নিয়ে লিদাকে বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। লিদা সেদিন কেবল কেঁদেছে। ভিক্তরটা না থাকলে তো ও মজা করে মা বাবার সঙ্গে যেতে পারত। ভিক্তরকে নিয়ে বাড়িতে থাকা যেন ঠিক জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকা, লিদা তো তাই বলে।

তাহলে তো ওকেও ... তা বেশ ... ও না হয় করোস্তেলিওভ আর মাকে এদিক দিয়ে একটু সাহায্যই করবে। ওরা কাজে চলে যাবে, পাশা মাসী রান্না করবে আর সেরিওজা ঐ অসহায় ছোট্ট পুতুলের মতো ক্ষুদে মাথাওয়ালা বাচ্চাটাকে দেখাশুনো করবে। ওকে খেতে দেবে, বিছানায় শুইয়ে দেবে। লিদা আর সে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে একসঙ্গে এক জায়গায় এসে বসবে। দুজনে মিলে বাচ্চাদের দেখাশুনো করবে। আর বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়লে ওরা বেশ খেলতেও পারবে।

একদিন সকালবেলা সে ঘুম থেকে উঠলে ওরা বলল, মা নাকি হাসপাতালে বাচ্চা কিনতে গেছে। তার মনটা আনন্দে আর আশায় নেচে উঠল। আজ সত্যি তার জীবনের একটা বিশেষ দিন, সে ভাবল। মা তো এক্ষুণি একটা বাচ্চা কোলে

নিয়ে ফিরে আসবে আর সে ছুটে ওদের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই সে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে পথের দিকে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে রইল... এমন সময়ে পাশা মাসী ওকে ডেকে বলল, 'করোস্তেলিওভ তোমাকে ফোনে ডাকছে।'

সেরিওজা একছুটে বাড়ির ভিতর গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যালো?' ওদিক থেকে করোস্তেলিওভের খুশিভরা স্বর শোনা গেল, 'সেরিওজা, শোন, তোমার একটি ভাই হয়েছে! শুনছ? ভাই! ভারি সুন্দর নীল দুটি চোখ ওর, বুঝলে? তুমি খুশী হয়েছ তো?'

'হাঁ... হাঁ!' সেরিওজা থতমত খেয়ে উত্তর দিল। টেলিফোনটা আর কথা বলছে না। মাসী চোখ মুছে নিয়ে বলল, 'বাপের মতো নীল চোখ হয়েছে তাহলে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আজ সত্যি একটা শুভদিন।'

সেরিওজা এবার প্রশ্ন করল, 'ওরা এখন বাড়ি আসবে না?' অবাক হয়ে সে শুনল এক সপ্তাহ বা তারও বেশি মা আর খোকন নাকি হাসপাতালেই থাকবে এখন। মা'র কাছে থাকাটা ওকে অভ্যাস করাতে হবে যে।

করোস্তেলিওভ প্রতিদিন হাসপাতালে যাতায়াত করছে। কিন্তু তাকে একদিনও নিয়ে যাচ্ছে না। মাকে নাকি এখন সে দেখতে পারবে না। মা ওকে দু'এক কলম লিখে পাঠায়, 'আমাদের খোকন ভারি সুন্দর হয়েছে, আর বড্ড চালাক।' মা নাকি ওর ভাল নাম রেখেছে আলেক্সেই। এমনিতে ডাকবে লিওনিয়া বলে। মা আরও লেখে, ওখানে নাকি তার একটুও

ভাল লাগছে না। বাড়িতে চলে আসতে মন চাইছে। ওদের সবার কথা কেবল ভাবছে আর সেরিওজাকে অনেক আদর পাঠিয়েছে।

...এক সপ্তাহ এবং আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। তারপর একদিন করোস্তেলিওভ বাইরে বের হবার সময় বলে গেল তাকে, 'আমি এক্ষুণি আসছি। তুমি ঠিক হয়ে থাক। তুমি আর আমি আজ তোমার মা আর বাচ্চাটাকে নিয়ে আসব।'

কিছুক্ষণ পর তোসিয়া মাসীর গাড়ি চেপে করোস্তেলিওভ ফুলের একটা বিরাট তোড়া হাতে ফিরে এল। ওরা সবাই সেই গাড়ি চেপে বড়দিদিমা যে হাসপাতালে মারা গিয়েছিল সেখানে এসে হাজির হল। ফটকের কাছেই প্রথম যে বাড়িটা, ওরা তার সামনে আসতেই হঠাৎ সে মায়ের খুশিভরা স্বর শুনতে পেল, 'মিতিয়া! সেরিওজা!'

একটা খোলা জানালা দিয়ে মা ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। সেরিওজাও আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা!' মা আবার হাত নেড়ে জানালা থেকে চট করে সরে গেল। করোস্তেলিওভ বলল, 'আর দু'এক মিনিটের মধ্যেই ওরা বেরিয়ে আসবে।' কিন্তু কোথায় দু'এক মিনিট, মা আসতে এত দেরি করছে কেন? ওরা রাস্তা ধরে পায়চারী করল কতক্ষণ, ক্যাঁচক্যাঁচ-করা স্প্রীং-এর দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট একটা গাছের তলায় বেঞ্চে খানিকক্ষণ বসল। করোস্তেলিওভ এবার অধৈর্য হয়ে পড়ছে আর বলছে, 'তোমার মা আসবার আগে ফুলগুলো

সব ঝরেই পড়বে দেখছি।' তোসিয়া মাসী গাড়িটা গেটের বাইরে রেখে এসে বসল ওদের পাশে। তারপর বলল, 'এরকম দেরি হয়েই থাকে।'

একটু পরে বাগানের দরজা খুলে মা বেরিয়ে এল। মায়ের কোলে দু'হাতে ধরা একটা নীল কাপড়ের জড়ানো বাণ্ডিল। ওরা দু'জনে এবার মায়ের দিকে ছুটে গেল। মা বলে উঠল:

'সাবধান, সাবধান!'

করোস্তেলিওভ মায়ের হাতে ফুলের তোড়াটি দিল আর মায়ের বুক থেকে সেই নীল বাণ্ডিলটা নিজের বুকে তুলে নিল। এবার বাণ্ডিলটার একদিক থেকে লেসের ঢাকনা তুলে করোস্তেলিওভ সেরিওজাকে ছোট্ট একখানি গোলাপ ফুলের মতো সুন্দর মুখ দেখাল, চোখদুটি তার বোজা। এই তাহলে লিওনিয়া... ওর ভাই... এতক্ষণ চোখদুটো ওর ফুলের পাপড়ির মতো বোজাই ছিল। এবার পিটপিট করে একটি চোখ একটু খুলতেই নিবিড় নীল চোখের তারা ঝিকমিক করে উঠল। ছোট মুখখানি কেমন নড়েচড়ে উঠল। করোস্তেলিওভ কোমল সুরে বলল, 'আঃ! এই যে তুমি জেগেছ!' তারপর ওকে আদরে জড়িয়ে ধরে ওর তুলতুলে গালে চুমু খেল।

মা তীক্ষ্ন স্বরে ধমকে উঠল, 'মিতিয়া, এ কী করছ?'

'কেন? আদর করব না বুঝি?'

'বাচ্চাদের এতে ক্ষতি হতে পারে জান? হাসপাতালে নার্সরা মুখোশ পরে তবে ওদের কাছে আসে। মিতিয়া লক্ষ্মীটি, আর এমন করে আদর কর না!'

'আচ্ছা, তাই হবে, আর করব না।'

বাড়ি ফিরে লিওনিয়াকে মায়ের বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। মা তখন ওর গায়ের ওপর থেকে সমস্ত ঢাকনা খুলে ফেলল। সেরিওজা এবার ওকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পাচ্ছে। মা কেন বলেছে ও দেখতে ভারী সুন্দর? একে কি সুন্দর বলে নাকি? ওর পেটটা কি রকম ফোলা ফোলা, হাত-পাগুলো তো ছোট ছোট, মানুষের হাত-পা বলে মনেই হয় না। আর ঐ ক্ষুদে হাত-পা অকারণে ও কেবল নাড়ছেই দেখ। ঘাড় তো দেখাই যায় না। মা আবার বলে, খুব নাকি চালাক ও। কিন্তু চালাকির কোন চিহ্নই নেই কোথাও। দাঁতহীন মুখ হাঁ করে ও এবার ক্ষীণ স্বরে একঘেয়ে কাঁদুনি সুরু করল।

মা ওকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, 'ও আমার সোনা ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি? এই যে এক্ষুণি তোমাকে খেতে দেব মণি, আর কেঁদ না ধন!'

মা এখন আর সে রকম মোটা নেই কিন্তু। বেশ চটপট করে নড়াচড়া করছে, হেসে জোরে কথা বলছে, করোস্তেলিওভ আর পাশা মাসীকে এটা ওটা সেটা করবার জন্য আদেশ করছে। ওরাও তক্ষুণি মায়ের সব হুকুম তামিল করছে।

লিওনিয়ার জাঙ্গিয়া ভিজে গেছে। মা এবার ভিজে জাঙ্গিয়া খুলে শুকনো জাঙ্গিয়া পরিয়ে ওকে কোলে নিয়ে নিজের জামার বোতাম খুলে ওর ছোট্ট এক ফোঁটা মুখখানি বুকের মধ্যে চেপে ধরল। লিওনিয়ার একটানা কান্না এবার আচমকা থেমে গেল। মায়ের বুকটা ও কেমন কামড়ে ধরল দুটি ছোট্ট

ঠোঁট দিয়ে, তারপর লোভীর মতো এমনভাবে চুষতে সুরু করল যেন এক্ষুণি ওর দম আটকে যাবে।

সেরিওজা মনে মনে ভাবতে লাগল, 'উঃ! ক্ষুদে বাচ্চাটা একটা রাক্ষস একেবারে!..'

সেরিওজার চোখের দিকে তাকিয়ে করোস্তেলিওভ তার মনের কথা ঠিক বুঝতে পারল যেন। তাই নরম গলায় বলল, 'ও তো মাত্র ন'দিনের বাচ্চা। মাত্র ন'দিন ওর বয়স, কী করবে বল?'

সেরিওজা লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দিল, 'না, না, আমি কিছু ভাবছি না তো!'

'কয়েকদিনের মধ্যেই ও কেমন সভ্যভব্য হযে উঠবে দেখ।'

তেমনটি ও কবে হবে, সেরিওজা তো কেবল তাই ভাবছে। কবে সে ওকে একটু কোলে নিতে পারবে? এরকম জেলির মতো নরম আর তুলতুলে এই ক্ষুদেটার দেখাশুনা করার দায়িত্ব সে কেমন করে নেবে যদি একটু কোলেই না নিতে পারে? মা-ও তো কত সাবধানে, কত যত্নে কোলে নিচ্ছে ওকে।

লিওনিয়া এবার পেট ভরে খেয়ে মায়ের বিছানার একপাশে দিব্যি আরাম করে ঘুমোতে সুরু করল। বড়রা এবার খাবার ঘরের টেবিলে বসে ওরই কথা কত কী আলোচনা সুরু করল।

পাশা মাসী বলল, 'এখন একজন আয়ার দরকার। আমি একা সবদিক কেমন করে সামলাব বল?'

মা বলল, 'না, আয়া দিয়ে কী হবে? আমি একাই ওর সব কাজ করব। এখন তো আমার ছুটিই আছে। তারপর না হয়

আরও কিছুদিন পর ওকে নার্সারিতে রেখে যাব। ওখানে সত্যিকারের যত্ন হবে।'

সেরিওজা মায়ের কথা শুনে মনে মনে খুশীই হল। মা ঠিকই বলেছে, সেই বেশ ভাল হবে। ওকে নার্সারিতে দেওয়াই ভাল। ভিক্তরকে কেন নার্সারিতে দেওয়া হয় না, লিদা তো রাতদিন তা নিয়ে অভিযোগ করে... সেরিওজা এবার ওদের বিছানায় উঠে লিওনিয়ার পাশটিতে চুপ করে বসল, ইচ্ছাটা বেশ ভাল করে দেখবে এবার। বাচ্চাটা এখন শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, হাত-পা নাড়ছে না, কাঁদছেও না। বাঃ সত্যিকারের চোখের পাতা, যদিও খুব ছোট, সবই তো ওর রয়েছে! গায়ের চামড়াটা কী নরম আর তুলতুলে, যেন মখমল। সেরিওজা এবার আর ওকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবার লোভ সামলাতে পারল না...

ওর গায়ে সবে একটু হাতখানি রেখেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মা ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কী, হচ্ছে কী শুনি?'

সেরিওজা ভীষণ চমকে উঠে তক্ষুণি হাতটা সরিয়ে নিল...

মা আবার ধমকে উঠল, 'বিছানা থেকে নেমে এস দুষ্টু ছেলে! নোংরা হাতে ধরছ কেন ওকে?'

সেরিওজা বিছানা থেকে সভয়ে নামতে নামতে বলল, 'না, নোংরা নয় তো! পরিষ্কার।'

মা এবার বলল, 'শোন সেরিওজা, ওকে এখন কিছুদিন তুমি একটুও ধরবে না, কেমন? এখনও তো বড্ড ছোট কিনা।

হঠাৎ যদি তুমি ওকে ফেলে দাও? কত কী হতে পারে... আর একটা কথা, তোমার বন্ধুদেরও হঠাৎ করে এঘরে আর নিয়ে এস না, বুঝলে? ওদের থেকে লিওনিয়ার অসুখবিসুখ হতে পারে... এস, আমরা এবার বাইরে যাই,' মা একটু যেন আদর ঢেলেই কথাগুলো বলল, স্বরটা দৃঢ় কিন্তু।

সেরিওজা চলল মা'র পেছন পেছন। আনমনে সে ভাবছিল, এমনটি তো হবার কথা ছিল না। মা আবার ঘরে ঢুকে জানালার ওপর একটা চাদর টাঙিয়ে দিল যাতে রোদের ঝলক এসে বাচ্চাটার গায়ে না লাগে। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিল...

ভাস্কার মামা

ভাস্কার নাকি এক মামা আছে। লিদা অবশ্য ওদের কারও কথাই বিশ্বাস করতে চায় না। কিছু বললেই বলে ওসব বাজে কথা। কিন্তু ভাস্কার মামার ব্যাপারে ও বিশেষ কিছু টীকা-টিপ্পনী করে না। কারণ ভাস্কার মামার একখানি ছবি ওদের বসবার ঘরের আলমারীর ওপর দুটো ফুলদানির মাঝখানটিতে রাখা হয়েছে। ছবিতে একটা পাম গাছের তলায় মামা বসে আছে। তার পরনে সাদা ধবধবে পোশাক, রোদের কড়া ঝাঁজে ছবিতে মামার মুখ বা পোশাক কিছুই ঠিক বোঝা যায় না। ছবির মধ্যে কেবল পাম গাছটা আর দুটো কালো ছায়া, একটা গাছের আর অন্যটা মামার, বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মুখটা দেখা না যাক ক্ষতি নেই কিছু। কিন্তু মামার পোশাকটা কেমন তা যে বোঝা যাচ্ছে না, সেটাই বড় দুঃখের কথা। উনি তো কেবল মামাই নন, উনি যে সমুদ্র-পাড়ি-দেওয়া জাহাজের একজন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনরা কেমন পোশাক পরে সেটাই তো দেখবার মতো। ভাস্কা বলেছে ওআখু দ্বীপের হনলুলুতে নাকি মামার এই ছবিটা তোলা হয়েছে। মাঝে মাঝে ওখান থেকে মামা ওদের কত কী পার্সেল করে পাঠায়। ভাস্কার মা বলবে, 'কোস্তিয়া আমায় এই পাঠিয়েছে, সেই পাঠিয়েছে।'

জামা-কাপড় ছাড়াও মাঝে মাঝে ভারী সুন্দর সুন্দর মজার জিনিস আসে। যেমন ধর, স্পিরিটের মধ্যে ডোবানো কুমীরের বাচ্চা। মাছের মতো ছোট দেখতে, তবুও তো কুমীর! শ'খানেক বছর ওটা ঐ স্পিরিটের মধ্যে ঠিক এমনই থাকবে, পচে গলে নষ্ট হবে না। ভাস্কা যে এসব কারণে নিজেকে বেশ কেউকেটা ভাবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? আর সবার যত খেলনা বা শখের জিনিস আছে, ভাস্কার এই কুমীরের বাচ্চাটা তাদের সবগুলোকে হার মানিয়েছে...

একবার এক পার্সেলে একটা ভারী সুন্দর উপহার এল — ইয়া বড় একটা শাঁখ। তার ওপরটা ছাই রঙের, ভেতরটা গোলাপী। গোলাপী ধারটা খোলা বড় ঠোঁটের মতো। ওটার ওপর কান পেতে রাখলে শুনতে পাবে যেন বহু দূর থেকে একটা মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে। মন ভাল থাকলে ভাস্কা মাঝে মাঝে সেরিওজাকে ওই গুঞ্জন শুনতে দেয়। তখন

সোরিওজা ওটাকে কানের কাছে চেপে ধরে বড় বড় চোখ করে নীরবে রুদ্ধশ্বাসে ওর ভেতর থেকে গুমরে-ওঠা সেই একটানা গুঞ্জন একমনে শুনতে থাকে। ওটা কিসের গুঞ্জন? কোথা থেকে ভেসে আসছে? আর ওটা শুনলেই বা কেন তার মন এত চঞ্চল হয়ে ওঠে? তার তখন মনে হয় কেবলই যেন সেই একটানা গুঞ্জনটা সে শোনে আর শোনে......

সেই মামাটি, ভাস্কার সেই আশ্চর্য মামাটি হনলুলু এবং আরও দেশ-দেশান্তর দেখেশুনে এখন নাকি ভাস্কার সঙ্গে এসে থাকবেন। ভাস্কা একমনে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যেন এটা তেমন একটা বিশেষ কোন খবরই নয়, ঠিক এমনি উদাস স্বরে খবরটা বলে ফেলল একদিন। শুরিক অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কোন মামা? সেই ক্যাপ্টেন-মামা?'

ভাস্কা উত্তর দিল, 'কোন মামা আবার? উনি ছাড়া আর কোনো মামা আমার নেই তো।'

কথাটা এমনভাবে বলল যেন আর সকলের ক্যাপ্টেন-মামা ছাড়া অন্য আজেবাজে মামার দল হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু ওর কথা আলাদা। সবাই অবশ্য নীরবে তা স্বীকার করতে বাধ্য হল।

সোরিওজা প্রশ্ন করল, 'শীগগীরই আসছেন উনি?'

ভাস্কা বলল, 'আর দু'এক হপ্তার মধ্যেই এসে যাবেন। আচ্ছা, এখন তাহলে আমি খড়িমাটি কিনতে বাজারে যাচ্ছি।'

'খড়িমাটি দিয়ে কী হবে?'

'মা ঘরদোর সব চুণকাম করবেন।'

হাঁ, তা সত্যি বটে! অমন মামা এলে ঘরেরও রঙ ফেরাতে হবে বৈকি!

লিদা এবার যেন আর মুখ বুজে থাকতে পারল না, বলেই ফেলল, 'চাল মারছে কেমন। মামা আসছেন, না, হাতী!'

কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই তড়াক করে ও পেছন ফিরে দাঁড়াল ভাস্কা ওকে মারতে যাবে আশঙ্কায়। কিন্তু ভাস্কা কোন কথাই বলল না। এমন কি 'বোকা' বলেও কোন গালাগাল দিল না। নীরবে ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে লিদাকে যেন একেবারে অগ্রাহ্য করেই ও হাঁটতে সুরু করল। আর লিদা এবার বোকার মতো অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে রইল শুধু।

...তারপর ভাস্কার বাড়ির রঙ ফেরানো হল। দেয়ালে নতুন করে কাগজ লাগানো হল। ভাস্কা কাগজে আঠা মাখিয়ে দিত আর তার মা সেগুলো দেয়ালে সেঁটে দিত। ছেলের দল বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। ভাস্কা ওদের ধমকে বাইরে থাকতে আদেশ করল।

বলল, 'খবরদার! ঘরে ঢুক না যেন। সব নষ্ট করে দেবে।'

ভাস্কার মা ঘরের মেঝে ধুয়ে-মুছে চাঁচ বিছিয়ে দিল এবার। মেঝে পরিষ্কার রাখার জন্য ওরা এখন চাঁচের উপর দিয়েই যাওয়া-আসা করবে।

ভাস্কার মা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জাহাজীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব ভালবাসে কিনা।'

এলার্ম ঘড়িটা মামা যে ঘরে শোবে সেখানে টেবিলের ওপর রাখা হল।

ভাস্কার মা আবার বলল, 'জাহাজীরা সবকিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে করে।'

তারপর ওরা সবাই মিলে ভাস্কার মামার পথ চেয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল। একটা গাড়ি রাস্তার বাঁক ঘুরলেই ওরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভাবত এই বুঝি স্টেশন থেকে মামা এলেন। কিন্তু যথারীতি গাড়িটা চলে যেত, মামা আসতেন না আর লিদা বেশ খুশী হত। লিদা মেয়েটা অদ্ভুত হিংসুটে কিন্তু। অন্যেরা যাতে আনন্দ পায় তার উল্টোটা হলেই ও খুশী।

ভাস্কার মা সন্ধ্যেবেলায় কাজ থেকে ফিরে সংসারের কাজ-কর্ম সেরে সামনের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে তার ক্যাপ্টেন-ভাই সম্বন্ধে আলোচনা করে। বাচ্চারা তার পাশে দাঁড়িয়ে তাই মন দিয়ে শোনে।

ভাস্কার মা বলল, 'এখন হাওয়া বদলাবার জন্য ও একটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় আছে, ওর শরীরটা তেমন ভাল নেই কিনা। বুকের দোষ আছে আবার। সেরা স্যানাটোরিয়ামে ওকে পাঠানো হয়েছিল অবশ্য। চিকিৎসা শেষ হলেই ও এখানে চলে আসবে।'

আর একদিন ভাস্কার মা বলল, 'আমার ভাই খুব সুন্দর গান গাইতে পারত। আমাদের ক্লাবে যে কী সুন্দর গাইত... কোজলোভস্কির থেকেও ভাল। কিন্তু মোটা হয়ে গিয়ে এখন

আর দম রাখতে পারে না বেচারা। তাছাড়া সংসারের নানা ঝামেলায় পড়ে ওসব গান-বাজনা আর আসে না।'

তারপর আচমকা স্বরটা খুব নিচু করে বাচ্চারা যাতে শুনতে না পায় সেরকম ফিস ফিস করে এবার বলতে লাগল, 'সব ক'টিই মেয়ে। বড়টি দেখতে ফর্সা, মেজটি কালো, সেজটির লাল চুল। বড় মেয়েটা কোস্তিয়ার মতোই সুশ্রী। ভাই আমার সমুদ্রে গিয়েও কী শান্তিতে থাকতে পারে নাকি? বৌদির কপাল ভাল বলতে হবে, সবই মেয়ে। একটা ছেলেকে মানুষ করে তোলার চেয়ে দশটা মেয়েকে বড় করে তোলা অনেক সহজ।'

পড়শীরা এবার আড়চোখে ভাস্কার দিকে তাকাল।

ভাস্কার মাও ভাস্কাকে একপলক দেখে নিয়ে বলল এবার, 'আমার ভাই এবার আমাকে এবিষয়ে একটা বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারবে। ছেলেটাকে কী করে মানুষ করব ভেবে ভেবে এক এক সময় পাগল হয়ে যাবার যোগাড় হয়।'

জেঙকার মাসী একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ছেলেরা নিজের পায়ে নিজে না দাঁড়ানো পর্যন্ত ওদের নিয়ে বড়ই মুশকিল।'

পাশা মাসী এবার তার মন্তব্য পেশ করল, 'তা ছেলেটি কেমন, তার ওপরেই সব নির্ভর করে কিন্তু। আমাদের ছেলেটির কথাই ধর না। সত্যি খুব ভাল ছেলে। ওকে নিয়ে কোনোদিন ভুগতে হবে না।'

ভাস্কার মা বলে উঠল, 'ও তো এখনও খুব ছোট।

ওর কথা আলাদা। ছোটবেলায় সব ছেলেরাই এমন লক্ষ্মী থাকে। একটু বড় হতে না হতেই যত বাঁদরামো সুরু হয়।'

তারপর ক্যাপ্টেন-মামা একদিন অনেক রাত্রে এসে পৌঁছলেন। সকাল বেলায় ওরা ঘুম থেকে উঠে ভাস্কার বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখে মামা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, ঠিক ছবির মতো সাদা পোশাক পরা — সাদা প্যাণ্ট, সাদা জুতো। পেছনে হাত রেখে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন একটু নাকী সুরে আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন দম টেনে টেনে। মামাকে ওরা বলতে শুনল, 'বাঃ কী সুন্দর জায়গাটা! চমৎকার! গরমের দেশ থেকে এসে বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত জায়গা বটে। পোলিয়া, এমন সুন্দর জায়গায় আছ তুমি? সত্যি, তোমার ভাগ্য ভাল।'

ভাস্কার মা উত্তর দিল, 'হাঁ, জায়গাটা মন্দ নয়।'

মামা এদিক ওদিক তাকিয়ে বিস্ময়ভরা সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন এবার, 'বাঃ! এটা কী? এ যে দেখছি পাখীর বাসা! বার্চগাছের ডালে পাখীর বাসা! পোলিয়া, তোমার মনে আছে আমাদের স্কুলের পড়ার বইয়ে ঠিক এরকম একটা ছবি ছিল? বার্চগাছের ডালে পাখীর বাসা ঝুলছে!'

ভাস্কার মা বলল, 'হাঁ, মনে আছে। এটা কিন্তু ভাস্কা ওখানে রেখেছে!'

'তাই নাকি? চমৎকার ছেলে তোমার ভাস্কা।'

ভাস্কা সেজেগুজে মা আর মামার একপাশে চুপটি করে

দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। ওর সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছিল আজ যেন 'মে দিবস'।

ভাস্কার মা মামাকে এবার বলল, 'এস, খাবে এস।'

মামা বললেন, 'বাইরের এই তাজা বাতাসটা ভারী ভাল লাগছে। আরও একটু থাকি না এখানে?' কিন্তু ভাস্কার মা এক রকম জোর করেই তাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে চলল। মামা তার লম্বা চওড়া দশাসই শরীরখানাকে টেনে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। মামার চেহারাটা কিন্তু বেশ ভালই দেখতে। মুখখানিতে কেমন একটু কোমলতা মাখানো। চিবুকে ভাঁজ পড়েছে। মুখের নীচের দিকটা রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে গিয়েছে, কিন্তু উপরের দিকটা ধবধবে ফর্সা। বাদামী রঙটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে... ভাস্কা এবার বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সেরিওজা আর শুরিক ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল কেবল।

ভাস্কা গুরুগম্ভীর স্বরে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই বাচ্চারা, কী চাও তোমরা?'

ওর কথা শুনে ওরা মুখ বাঁকাল শুধু।

ভাস্কা বলেই চলল, 'জান, মামা আমার জন্য একটা ঘড়ি এনেছে।' তাই তো, ভাস্কার বাঁ হাতের কব্জিতে একটা ঘড়ি দেখতে পেল ওরা। আর সত্যিকারের ঘড়িই। ভাস্কা ওর হাতখানি কানের কাছে তুলে ধরে ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনল কয়েক মিনিট। তারপর ঘড়ির চাবিটা কয়েকবার ঘুরিয়ে দিল...

সেরিওজা এবার বলে উঠল, 'ঘরের ভেতর যাই, কেমন?'

ভাস্কা উদার ভঙ্গিতে আদেশের সুরে বলল, 'আচ্ছা, এস। কিন্তু গোলমাল কর না যেন। মামা যখন বিশ্রাম করবে, সবাই যখন আসবে কথা বলতে তখন কিন্তু চলে যেও। আজ ওদের একটা বৈঠক বসবে এখানে।'

সেরিওজা অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'আমাকে নিয়ে কী করা, ওরা সবাই মিলে তাই আলোচনা করবে।'

ভাস্কা এবার বাড়ির মধ্যে ঢুকল। ওরা দু'জনে ওকে নীরবে অনুসরণ করল। ক্যাপ্টেন-মামা যে ঘরে খেতে বসেছেন সেই ঘরের দরজার একপাশে ওরা দুটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আর মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল।

ক্যাপ্টেন-মামা এক টুকরো রুটিতে মাখন মাখিয়ে নিলেন। একটা ডিম রাখলেন ডিমের পাত্রে, তারপর চামচের মাথা দিয়ে ডিমের মাথাটা আস্তে ভেঙ্গে ছুরির ছুঁচলো মাথা দিয়ে নুনের পাত্র থেকে নুন তুলে নিয়ে সেই ডিমটার ওপরে একটু একটু করে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ এদিক ওদিকে তাকিয়ে তিনি কী যেন খুঁজতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুরু কুঁচকে উঠল। একটু কুণ্ঠাজড়ানো স্বরে আস্তে আস্তে বললেন, 'পোলিয়া, একটা ন্যাপকিন দেবে আমায়?'

ভাস্কার মা ব্যস্তসমস্ত হয়ে পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে তক্ষুণি তার জন্য একখানি পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে এল। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মামা তাঁর দু'হাঁটুর ওপরে তোয়ালেটা সন্তর্পণে

পেতে এবার খাওয়া আরম্ভ করলেন। রুটিটা উনি খুব ছোট ছোট টুকরো করে খাচ্ছেন। ঠিক যেন বোঝাই যাচ্ছে না তিনি চিবোচ্ছেন কি গিলছেন। ভাস্কার মুখের ভাব এমন হল যেন ওর কেউকেটা সভ্যভব্য মামাটি ন্যাপকিন অভাবে খেতে পারছেন না এটাই ওর মস্তবড় গর্ব।

ভাস্কার মা কত রকমারি খাবারই না টেবিলের ওপর রেখেছে। মামা কিন্তু সব রকম খাবার থেকেই একটু একটু করে তুলে মুখে দিচ্ছেন। কিন্তু উনি এত ধীরে চিবোচ্ছেন যে কিছু খাচ্ছেন বলেই মনে হচ্ছে না। ভাস্কার মা কেবলই অভিযোগের সুরে বলছে, 'খাচ্ছ না তো কিছুই। ভাল লাগছে না বুঝি?'

মামা বললেন, 'চমৎকার সব খাবার করেছ। আমাকে তো মাপা খাবার খেতে হয় কিনা, তাই মনে কষ্ট নিও না বোন।'

মামা ভদকা খেলেন না। বললেন, 'ও আমার খাওয়া বারণ। দিনে একটিবার, ছোট্ট এক গ্লাস ব্রাণ্ডি খেতে পারি শুধু।'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চমৎকার ভঙ্গিতে গ্লাসের ছোট্ট একটা পরিমাণ দেখিয়ে মামা বললেন আবার, 'তাও ঠিক দুপুরবেলা খেতে বসবার আগে খেয়ে নিই যাতে সহজে হজম হয়ে যায়। তার বেশি আমার খাওয়া নিষেধ কিনা।'

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে মামা ভাস্কাকে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য ডাকলেন। মামা তাঁর সাদা আর সোনালী রঙের টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তৈরী হলেন।

ভাস্কা এবার ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার তোমরা বাড়ি যাও তো।'

মামা বলে উঠলেন, 'ওরাও আমাদের সঙ্গে আসুক না কেন? বাঃ, বেশ সুন্দর ছেলেদুটি তো! দু'ভাই বুঝি?'

শুরিক বলল, 'না, আমরা ভাই নই।'

ভাস্কাও বলল, 'ওরা ভাই নয়।'

মামা বললেন, 'তাই নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম ওরা দু'জনে ভাই না হয়ে যায় না। কোথায় যেন মিল আছে ওদের। একজন কালো, একজন ফর্সা... আচ্ছা, ভাই না হয় নাই হলে! তাতে কি, এস, তোমরাও এস বেড়াতে!'

ওদের পথ দিয়ে যাবার সময় লিদা দেখল। ও হয়তো দৌড়ে ওদের সঙ্গে বেড়াতে আসত। কিন্তু ভাস্কা আড়চোখে ওর দিকে এমন একটা বাঁকা দৃষ্টি হানল যে লিদা মুখ ঘুরিয়ে লাফাতে লাফাতে অন্যদিকে চলে গেল।

তারপর ওরা বনের মধ্যে ঢুকল। গাছপালা ঝোপঝাড় দেখে মামা তো আনন্দে আত্মহারা। ক্ষেতের মধ্যে আল-পথ দিয়ে চলতে চলতে চারধারে সোনার ফসল দেখে মামার সে কী স্ফূর্তি! সত্যি কথা বলতে কি, মামার এই উল্লাস দেখে ওরা কিছুটা বিরক্ত হয়ে পড়ছিল। মামার কাছ থেকে ওরা যে সাগর আর দ্বীপের গল্প শুনতে চায়। কিন্তু তবুও মামা ভারী অদ্ভুত ও বিচিত্র লোক! তাঁর বুকের ওপর দোলানো সোনার ব্যাজগুলো রোদের আলোয় কেমন ঝিকমিক করে জ্বলছে! মামার পাশে পাশে ভাস্কা চলেছে। সেরিওজা আর শুরিক কখনও আগে কখনও বা তাঁর পেছনে দৌড়ে দৌড়ে চলেছে আর মামার আপাদমস্তক অবাক বিস্ময়ে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে

দেখছে। এভাবে ওরা নদীর ধারে এল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মামা এবার বললেন, ‘এস, স্নান করে নেওয়া যাক।’ ভাস্কাও তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো বলল, ‘হাঁ, সময় আছে। তাই ভাল।’ তারপর ওরা পরিষ্কার গরম বালির ওপর পোশাক খুলে রাখল।

মামা তাঁর কোটটি খুললে সেরিওজা আর শুরিক নিরাশ হয়ে দেখল মামা তাঁর নাবিকের ডোরাকাটা শার্ট না পরে সাধারণ একটা সাদা শার্ট পরে আছেন। সেই সাদা শার্টটা দু'হাতে তুলে খুলে ফেললে ওরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। এ কী...

কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত মামার সর্বাঙ্গে নীল রঙের অদ্ভুত কত কী নক্সা কাটা রয়েছে কেন? মামা সোজা হয়ে দাঁড়ালে ওরা বড় বড় চোখ মেলে দেখল ওগুলো শুধু আজে বাজে নক্সা নয়, ছবি আর কতগুলো গোটা গোটা অক্ষর। মামার বুকের ওপর একটা মাছের মতো লেজওয়ালা আর লম্বা চুলওয়ালা মৎস্যকন্যার ছবি আঁকা। বাঁ কাঁধের দিক থেকে একটা অক্টোপাস হামাগুড়ি দিয়ে যেন মেয়েটির দিকে এগিয়ে আসছে। অক্টোপাসটার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ঝুঁটি আর মানুষের মতো দুটো চোখে কী ভয়ানক জ্বলন্ত, হিংস্র দৃষ্টি! মৎস্যকন্যাটি অক্টোপাসের দিকে দু'হাত মেলে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে যেন আকুতি জানাচ্ছে। উঃ! কী সাংঘাতিক ছবি! মামার ডান কাঁধে কী সব লম্বা লম্বা লেখা! কাঁধ থেকে হাতের ওদিকটায় নীল লেখায় লেখায় আর গা দেখা যাচ্ছে না যেন।

বাঁ হাতের ওপরটায় দুটো পায়রা মুখোমুখি বসে আছে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে আর তাদের মাথার ওপর মালা আর একটা মুকুট এঁকে দেওয়া হয়েছে। হাতের নিচে একটা তীর ধনুকের ছবি আর তারও নীচে বড় বড় অক্ষরে 'মুসিয়া' লেখা রয়েছে।

শুরিক সেরিওজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওঃ! কী চমৎকার বল তো?'

সেরিওজা একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হাঁ, ভারী চমৎকার!'

মামা এবার জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার দিতে সুরু করলেন। পায়ের মৃদু সঞ্চালনে তিনি জলের ওপরে ভেসে রয়েছেন, ভিজা চুলে হাসিমুখে একবার দাঁড়িয়ে নাক ঝাড়লেন। আবার স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে লাগলেন। ওরা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মামাকে অনুসরণ করতে লাগল।

ওঃ! মামা কী চমৎকার সাঁতার কাটছেন! জলের সঙ্গে তাঁর গুরুভার শরীরটাকে নিয়ে একান্ত সহজভাবে খেলা করছেন যেন। পুলের কাছ পর্যন্ত সাঁতরে চলে গেলেন, তারপর চিৎ সাঁতার দিয়ে কতক্ষণ জলের ওপর কেমন হালকা হয়ে ভেসে রইলেন। জলের ভেতরে শুধু তাঁর পাদুটো একটু একটু করে নড়ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের ওপরকার মৎস্যকন্যাটিও কেমন নড়ছে দেখ! মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত হয়ে নাচতে সুরু করেছে।

কিছুক্ষণ পর পাড়ে উঠে বালির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে কেমন একটু তৃপ্তির হাসি। ওরা

এবার অবাক হয়ে দেখল মামার পিঠের ওপর মড়ার মাথা, হাড়, চাঁদ, তারা, আকাশ কত কী ছবির সমারোহ। মেঘের কোলে লম্বা পোশাক-পরা চোখ বাঁধা অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে বসে আছে। এমনি সব বিচিত্র ছবি তাঁর সারা পিঠে ছড়িয়ে রয়েছে। শুরিক এবার সাহসে ভর করে প্রশ্ন করল:

'তোমার পিঠে ওসব কী?'

মামা একটু হেসে উঠে বসলেন এবার। দু'হাত দিয়ে গায়ের বালি ঝেড়ে বললেন, 'এ সেই সব পুরনো দিনের ব্যাপার যখন আমি খুব ছোট ছিলাম আর বোকা ছিলাম। দেখছ তো, এক সময় এত বোকা ছিলাম যে সারা শরীরটা এসব ছাইভস্ম ছবি দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলো আর এ জীবনে মুছে যাবে না!'

শুরিক আবার প্রশ্ন করল, 'ওসব কী লেখা রয়েছে?'

'তা জেনে আর কী হবে বল? ওসবের কোন বিশেষ মানে নেই তো। মানুষের অনুভূতি আর কাজই হল আসল। ভাস্কা কী বল? তাই না?'

'হাঁ!'

সেরিওজা এবার প্রশ্ন করে ফেলল, 'আচ্ছা, সাগর? সাগরটা দেখতে কেমন?'

মামা বললেন, 'সাগর? সাগরের কথা বলছ? সাগরের কথা আমি আর কী বলব বল? সাগর সাগরই। সাগরের মতো সুন্দর আর কিছু নেই। তবে কেমন সুন্দর তা বুঝতে হলে নিজ চোখে তাকে দেখতে হয়।'

শুরিক বলল, 'আচ্ছা, সাগরে ঝড় উঠলে নাকি তার রূপ হয় ভয়ানক?'

মামা আনমনে উত্তর দিলেন এবার, 'সাগরে ঝড়ও ভারী সুন্দর! সাগরে সমস্ত কিছুই সুন্দর।'

সাগর সম্বন্ধে কী একটা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে মামা পায়জামা পরতে লাগলেন।

তারপর বাড়ি ফিরে উনি বিশ্রাম করতে গেলেন আর ওরা ভাস্কার গলিতে গিয়ে মামার শরীরের সেই অদ্ভুত উল্কিগুলোর কথা আলোচনা করতে বসল।

কালিনিন স্ট্রীটের একটি ছেলে বলল, 'বারুদ দিয়ে ওরা ওসব করে। প্রথমে নক্সাটা এ'কে তার ওপর বারুদ ঘষে দিতে থাকে। আমি একটা বইয়ে পড়েছি।'

আরেকটি ছেলে বলল, 'কিন্তু বারুদ কোথায় পাওয়া যায় বল তো?'

'দোকানেই পাবে।'

'তোমাকে দিলে তো! ষোল বছরের কম বয়স হলে দোকানে তোমাকে একটা সিগারেটই দেবে না, তা আবার বারুদ!'

'শিকারীদের কাছ থেকে তাহলে যোগাড় করা যায়।'

'না, তারাও তোমাকে দেবে না।'

'যদি দেয়?'

'আর যদি না দেয়?'

এবার আর একজন বলে উঠল, 'আগেকার দিনে বারুদ

দিয়ে ওসব করা হত। এখন সাধারণ নীল কালি বা চাইনীজ ইঙ্ক দিয়েই করা যায়।'

'কালি দিয়ে করলে কি বরাবর থাকবে?'

'হাঁ, থাকবে, চাইনীজ ইঙ্ক দিয়েই বেশি দিন থাকবে।'

সেরিওজা ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ওআখু দ্বীপের হনলুলুর ছবি মনে মনে কল্পনা করবার চেষ্টা করল। পাম গাছের সারি দিয়ে ঘেরা সোনালী রোদে উজ্জ্বল সেই ছবি! আর সেই পামগাছের তলায় সাদা ধবধবে পোশাক পরে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা ছবি তোলবার জন্য দাঁড়িয়েছে, ও যেন দিব্যদৃষ্টিতে স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছে। 'একদিন আমিও অমন ভঙ্গিতে ছবি তুলব,' সেরিওজা ভাবতে থাকে। ওরা ওদিকে বারুদ আর নীল কালির গুণাগুণ নিয়ে আলোচনায় মত্ত হয়ে আছে। আর সেরিওজা ভাবতে লাগল জগতের সবকিছুই যেন তার আয়ত্তে, হনলুলুতে ক্যাপ্টেন হয়েছে সে — এটা বিশ্বাস করল ঠিক যেমন বিশ্বাস করেছিল কখনও মরবে না সে। সবকিছুই করবার চেষ্টা করবে, সবকিছুই দেখবে এই জীবনে যা কখনও ফুরিয়ে যাবে না।

সন্ধ্যেবেলায় ভাস্কার মামাকে আর একটিবার দেখবার জন্য তার মন বড্ড উতলা হয়ে উঠল। কিন্তু মামা সেই থেকে কেবল বিশ্রামই করছেন। সারারাত জেগে এসেছেন কিনা। ভাস্কার মা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ব্রাণ্ডি কিনতে যাবার সময় পাশা মাসীকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আমার ভাই ব্রাণ্ডি ছাড়া আর কিছু খায় না। তাই ব্রাণ্ডি আনতে যাচ্ছি।' রাত্রির আঁধার ঘন হয়ে এল।

ভাস্কার আত্মীয় পরিজন একজনের পর একজন বেড়াতে আসছে। ঘরে ঘরে বিজলি আলো জ্বলে উঠল। রাস্তা থেকে জানালার পর্দা ছাড়া ভাস্কার বাড়ির ভেতরটার কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। শুরিক এসে সেরিওজাকে ডাকতেই সে খুব খুশী হল। শুরিকের বাগানে একটা লাইমগাছ আছে। সেটার ওপর উঠলে ভাস্কার বাড়ির ভেতরটা নাকি সব দেখা যাবে।

সেরিওজাকে সঙ্গে করে যেতে যেতে শুরিক বলল, 'জান, উনি ঘুম থেকে উঠেই ব্যায়াম করেন। তারপর গোঁফ দাড়ি কামিয়ে একটা স্প্রে দিয়ে কী একটা সুগন্ধী সমস্ত গায়ে ছড়িয়ে দেন। ওদের এখন খাওয়া হয়ে গিয়েছে... এস, এই গলিটা দিয়ে যাই। না হয় লিদা আবার দেখতে পেয়ে পিছু নেবে।'

তিমোখিনের তরকারী বাগান আর ভাস্কার বাগানকে আলাদা করে বুড়ো লাইমগাছটা বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কার বাড়ির একেবারে গা ঘেঁষেই এই বেড়াটা, কিন্তু বেড়ার কাঠ এত পচা যে ওরা তাতে ওঠবার চেষ্টা করলেই তা মড়মড় করে ভেঙ্গে যাবে... লাইমগাছটায় একটা কোটর আছে, একটা হুপ্‌পু পাখি গরমকালে সেখানটায় বাসা বেঁধেছিল। আর আজকাল শুরিক বড়দের চোখে ধুলো দিয়ে কার্তুজের বাক্স, আতশী কাঁচ আরও কত কি টুকিটাকি জিনিস এই কোটরের গহ্বরে লুকিয়ে রাখে। আতশী কাঁচটা দিয়ে ও প্রায়ই গাছের গা বা বেড়ার গা পুড়িয়ে দিয়ে মজা দেখে...

ওরা দু'জনে এবার লাইমগাছটার খসখসে গা বেয়ে একটা

বাঁকা ডালের ওপর উঠে বসল। শুরিক গাছের গুঁড়িটা দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে আর সেরিওজা শুরিককে জড়িয়ে ধরে বসল।

গাছের সবুজ সতেজ নরম ফুরফুরে ঝিরিঝিরি পাতাগুলো ওদের মাথার ওপরে দুলছে। সূর্যিমামা কখন ডুবে গেছে, তবু তারই সোনালী আভায় উপর দিকটা এখনও কেমন রাঙা হয়ে আছে আর গাছের নীচে সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে জমাট বেঁধেছে যেন। সেরিওজার চোখের সামনে একটা ডাল ওর সবজে কালো পাতাগুলো নিয়ে অনবরত দুলছে। ভাস্কার বাড়ির ভেতরটা সবই বেশ দেখা যাচ্ছে কিন্তু। ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। পরিবারের সবার মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে ক্যাপ্টেন-মামা বসে আছেন। সেরিওজা এখান থেকেই ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

ভাস্কার মা দু'হাত নেড়ে বলছে, 'রাস্তায় ওর সেই অপকর্মের জন্য ওরা আমার কাছ থেকে পঁচিশ টাকা জরিমানা নিয়ে তবে ছাড়ল।'

একজন ভদ্রমহিলা হেসে উঠলে ভাস্কার মা বিরক্তি ভরা সুরে বলল, 'এতে হাসবার কিছু নেই তো! আবার মাস দুয়েক পর সিনেমা হলের শো-কেস ভাঙ্গার জন্য আমাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হল।'

একজন মহিলা বলল, 'বড়দের সঙ্গেও ও প্রায়ই মারামারি করে শুনতে পাই। সিগারেটের আগুন দিয়ে লেপ পুড়িয়ে একবার তো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল আর কি।'

ক্যাপ্টেন-মামা এবার বলছেন, 'সিগারেট কেনবার পয়সা ও পায় কোথা থেকে?'

ভাস্কা দু'হাতের মধ্যে মুখটি গুঁজে চুপচাপ বসে আছে।

মামা ওর দিকে তাকিয়ে নরম সুরে বললেন, 'এই দুষ্টু ছেলে, বল, কোথা থেকে সিগারেট কিনবার পয়সা পাও তুমি?'

ভাস্কা এবার নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, 'কেন, মা দেয়।'

মামা ভাস্কার মা'র দিকে চেয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার পোলিয়া? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ভাস্কার মা কাঁদতে সুরু করল।

মামা আবার ভাস্কাকে বললেন, 'আচ্ছা তোমার স্কুলের রিপোর্ট বইটা আন তো দেখি।'

ভাস্কা উঠে গিয়ে একটা খাতা এনে মামার হাতে দিল। পাতার পর পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে মামার ভুরুদুটো বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল। তারপর নীচু স্বরে বললেন, 'পাজি ছেলে! একেবারেই অকর্মার ধাড়ী দেখছি।'

তারপর রিপোর্ট বইটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে পকেট থেকে রুমাল বের করে রুমালটা দুলিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে সুরু করলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন, 'হাঁ, সত্যি ছেলেটা একেবারেই বখে গেছে দেখছি। যদি ওর ভাল করতে চাও তাহলে তোমাকে শক্ত হতে হবে পোলিয়া। ওকে কড়া শাসন করতে হবে। আমার নিনার কথাই ধর না কেন... আমাদের মেয়েগুলোকে ও চমৎকার ভাবে শিক্ষা দিয়েছে।

ভারী বাধ্য, কেমন সুন্দর পিয়ানো বাজনা শেখে... আর তার একমাত্র কারণ হল নিনা ওদের ওপর কড়া নজর রাখে।'

সবাই এবার সমস্বরে বলে উঠল, 'মেয়েদের কথা আলাদা! ছেলেদের চাইতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অনেক সহজ!'

লেপের গল্পটা যে বলেছিল সেই মহিলা মামার দিকে তাকিয়ে বলল এবার, 'জান কোস্তিয়া, ওর মা যদি ওকে পয়সা না দেয় তাহলে না বলে মায়ের ব্যাগ থেকে সে পয়সা নেয়।'

ভাস্কার মা এবার আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

ভাস্কা বলল, 'মা'র ব্যাগ থেকে পয়সা নেব না তো কার ব্যাগ থেকে নেব? অন্যের ব্যাগ থেকে?'

মামা এবার বেদম রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'যাও, বেরিয়ে যাও চোখের সামনে থেকে!'

এদিক শুরিক ফিস ফিস করে সেরিওজাকে বলল, 'দেখ, দেখ, ওকে এখন মামা মারবেন নিশ্চয়ই।' ওরা যে ডালটিতে বসেছিল মড়মড় শব্দ করে সেই ডালটা ভেঙ্গে পড়ল এবার। সেরিওজা আর শুরিক জড়াজড়ি করে হুমড়ি খেয়ে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল।

শুরিক মাটিতে শুয়ে থেকেই বলে উঠল, 'এই, কেঁদ না যেন!'

তারপর দু'জনে উঠে বসে গায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল। ডাল ভেঙ্গে পড়ার হুড়মুড় শব্দে ভাস্কা এদিকে তাকিয়ে ওদের দেখতে পেয়ে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারল। সে বলল:

'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি তোমাদের!'

এবার জানলার আলোতে দেখা গেল একটা সাদা ছায়া, ভাস্কার পেছনে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখি সিগারেটগুলো আমায় দাও তো বোকা ছেলে।'

সেরিওজা আর শুরিক খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাগান ছেড়ে পালাবার সময় পেছন ফিরে দেখতে পেল ভাস্কা তার মামার হাতে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে দিচ্ছে আর মামা সেটাকে ছিঁড়ে গুঁড়ো করে ফেলে দিয়ে ভাস্কাকে কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে চলেছে ...

পরদিন সকালবেলা ভাস্কার বাড়ির দরজায় তালা ঝুলতে দেখা গেল। লিদা বলল ওরা সবাই ভোর হতেই চ্‌কালভ বোথখামারে কোন আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছে। সারাদিন কেউ ফিরল না। পরদিন সকালবেলা ভাস্কার মা একা ফিরল। কাঁদতে কাঁদতে দরজায় আবার তালা লাগিয়ে কাজে বেরিয়ে গেল। ভাস্কা সে রাত্রেই ওর মামার সঙ্গে চলে গেছে আর ফিরবে না। মামা ওকে মানুষ করবার জন্য নাখিমোভ নৌ-স্কুলে ভর্তি করে দেবে। মায়ের ব্যাগ থেকে না বলে পয়সা নিয়ে আর সিনেমার শো-কেস ভেঙে দিয়ে ভাস্কার কেমন লাভ হয়ে গেল।

পাশা মাসীর সঙ্গে দেখা হলে ভাস্কার মা বলল, 'ঐ সব আত্মীয়স্বজনই যত নষ্টের গোড়া। ওরা সেদিন ভাস্কার বিরুদ্ধে এমনভাবে কথা বলেছে যেন ও একটা পাকা বদমাস হয়ে গেছে। আসলে ও আমার সত্যিই তো আর এত খারাপ ছেলে নয়। একটু আধটু দুষ্টুমি করে শুধু। আমাকে তো কত

সময় কত সাহায্যও করেছে। পাঁজা পাঁজা কাঠ কেটে আনত। বাড়ির দেওয়ালে কাগজ সাঁটবার সময় ও আমাকে সাহায্য না করলে আমি একা কি করতে পারতাম? আর এখন ছেলেটা আমার একেলা কোথায় পড়ে রইল! আমাকে ছেড়ে বেচারী কী করছে, কেমন আছে কে জানে?..'

ভাস্কার মা নাকী সুরে কাঁদতে সুরু করল আবার।

কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগল, 'ওদের ছেলে তো নয়, তাই ওদের আর কি? শরৎকালে গলায় ফোড়া হবেই, কে আর তখন ওকে দেখাশুনো করবে, যত্নআত্তি করবে?'

তারপর থেকে টুপি মাথায় কোনো ছেলেকে দেখলেই ভাস্কার মা কাঁদতে সুরু করে। সেরিওজা আর শুরিককে ডেকে ডেকে ভাস্কার কত গল্প বলে, ভাস্কার ছেলেবেলার ছবি দেখায়। মামা তাকে যে সমস্ত ছবিগুলো দিয়েছে সেগুলোও ওদের দেখতে দেয়। সাগর-পারের কত বন্দর, কলাবাগান, পুরনো প্রাসাদোপম কত বাড়ি, জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়ানো কত নাবিক, হাতীর পিঠে আরোহী, সাগরের ঢেউ কেটে কেটে চলা মোটর বোট, মলপরা কালো নাচনেওয়ালী; পুরু ঠোঁট আর কোঁকড়ানো চুলওয়ালা কালো কালো ছেলেমেয়ের দল। এমনি কত রকমারি ছবি ওরা দু'চোখ ভরে দেখে আর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। প্রতিটি ছবিই কী সুন্দর আর বিচিত্র! প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই সাগরকে দেখতে পাবে তুমি, অসীম সেই নীল সাগর নীল আকাশের কোলে এক হয়ে মিশে গেছে। সাগরের ঢেউগুলো আনন্দে

এবার জানলার আলোতে দেখা গেল একটা সাদা ছায়া, ভাস্কার পেছনে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখি সিগারেটগুলো আমায় দাও তো বোকা ছেলে।'

সেরিওজা আর শুরিক খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাগান ছেড়ে পালাবার সময় পেছন ফিরে দেখতে পেল ভাস্কা তার মামার হাতে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে দিচ্ছে আর মামা সেটাকে ছিঁড়ে গুঁড়ো করে ফেলে দিয়ে ভাস্কাকে কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে চলেছে...

পরদিন সকালবেলা ভাস্কার বাড়ির দরজায় তালা ঝুলতে দেখা গেল। লিদা বলল ওরা সবাই ভোর হতেই চ্কালভ যৌথখামারে কোন আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছে। সারাদিন কেউ ফিরল না। পরদিন সকালবেলা ভাস্কার মা একা ফিরল। কাঁদতে কাঁদতে দরজায় আবার তালা লাগিয়ে কাজে বেরিয়ে গেল। ভাস্কা সে রাত্রেই ওর মামার সঙ্গে চলে গেছে আর ফিরবে না। মামা ওকে মানুষ করবার জন্য নাখিমোভ নৌ-স্কুলে ভর্তি করে দেবে। মায়ের ব্যাগ থেকে না বলে পয়সা নিয়ে আর সিনেমার শো-কেস ভেঙ্গে দিয়ে ভাস্কার কেমন লাভ হয়ে গেল।

পাশা মাসীর সঙ্গে দেখা হলে ভাস্কার মা বলল, 'ঐ সব আত্মীয়স্বজনই যত নষ্টের গোড়া। ওরা সেদিন ভাস্কার বিরুদ্ধে এমনভাবে কথা বলেছে যেন ও একটা পাকা বদমাস হয়ে গেছে। আসলে ও আমার সত্যিই তো আর এত খারাপ ছেলে নয়। একটু আধটু দুষ্টুমি করে শুধু। আমাকে তো কত

সময় কত সাহায্যও করেছে। পাঁজা পাঁজা কাঠ কেটে আনত। বাড়ির দেওয়ালে কাগজ সাঁটবার সময় ও আমাকে সাহায্য না করলে আমি একা কি করতে পারতাম? আর এখন ছেলেটা আমার একেলা কোথায় পড়ে রইল! আমাকে ছেড়ে বেচারী কী করছে, কেমন আছে কে জানে?..'

ভাস্কার মা নাকী সুরে কাঁদতে সুরু করল আবার।

কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগল, 'ওদের ছেলে তো নয়, তাই ওদের আর কি? শরৎকালে গলায় ফোড়া হবেই, কে আর তখন ওকে দেখাশুনো করবে, যত্নআত্তি করবে?'

তারপর থেকে টুপি মাথায় কোনো ছেলেকে দেখলেই ভাস্কার মা কাঁদতে সুরু করে। সেরিওজা আর শুরিককে ডেকে ডেকে ভাস্কার কত গল্প বলে, ভাস্কার ছেলেবেলার ছবি দেখায়। মামা তাকে যে সমস্ত ছবিগুলো দিয়েছে সেগুলোও ওদের দেখতে দেয়। সাগর-পারের কত বন্দর, কলাবাগান, পুরনো প্রাসাদোপম কত বাড়ি, জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়ানো কত নাবিক, হাতীর পিঠে আরোহী, সাগরের ঢেউ কেটে কেটে চলা মোটর বোট, মলপরা কালো নাচনেওয়ালী; পুরু ঠোঁট আর কোঁকড়ানো চুলওয়ালা কালো কালো ছেলেমেয়ের দল। এমনি কত রকমারি ছবি ওরা দু'চোখ ভরে দেখে আর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। প্রতিটি ছবিই কী সুন্দর আর বিচিত্র! প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই সাগরকে দেখতে পাবে তুমি, অসীম সেই নীল সাগর নীল আকাশের কোলে এক হয়ে মিশে গেছে। সাগরের ঢেউগুলো আনন্দে

নাচছে আর মাতামাতি করছে ফেনা নিয়ে। সাদা সাদা ফেনাগুলো ঝিকমিক করছে মণিমুক্তোর মতো, গোলাপী রঙের সেই শাঁখটায় কান পাতলে একটানা যে মধুর সুরগুঞ্জন শোনা যায়, অপরূপ রূপকথার দেশ থেকে তেমনি মৃদু ঘুমপাড়ানী গান ভেসে আসছে যেন...

কিন্তু ভাস্কার বাগান এখন একেবারে শূন্য, নীরব। রাজাহীন রাজত্ব যেন। যে কেউ এখন এখানে গিয়ে সারাটা দিন খেলা করুক না, কেউ কিছু বলবার নেই, কেউ তাড়িয়ে দেবার নেই... বাগানের মালিক আজ কতদূরে সেই অজানা রূপকথার রাজ্যে চলে গেছে। সেরিওজাও একদিন যাবে, নিশ্চয়ই যাবে।

মাতুলদর্শনের খেসারত

কালিনিন স্ট্রীট আর দাল্‌নায়া স্ট্রীটের মধ্যে একটা গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠল। গোপনে কথাবার্তা চলতে লাগল। শুরিক ওদিকে যাতায়াত সুরু করেছে আর সর্বদাই ব্যস্ত ভাব, সেরিওজাকে সব খবরাখবর এনে দিচ্ছে। রোদে পোড়া মোটাসোটা দুটি পা ক্ষিপ্র গতিতে চালিয়ে ওর কালো কালো দুটি চোখের দৃষ্টি চারদিকে চকিত দৃষ্টি হানছে। একটা নতুন বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই শুরিকের চোখদুটো কেবল ডাইনে বাঁয়ে সচকিত দৃষ্টি ফেলবে আর ঠিক তখনই ওর বাবা তিমোখিন আর মা বুঝতে পারবে ছেলের মাথায় আবার কোন দুষ্ট

অভিসন্ধি ঢুকেছে। মা ভাবনায় পড়ে, বাবা চাবুক মারবার ভয় দেখায়। শুরিকের ভাবনাচিন্তাগুলো বরাবরই অনিষ্টকর কিনা। তাই ওর জন্য ওর বাবা-মা'র বড় দুশ্চিন্তা। তাদের সবেধন নীলমণি ছেলেটাকে তারা সুস্থ সবল দেখতে চায়, বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

কিন্তু শুরিক কি আর ওসব গ্রাহ্য করে নাকি? কালিনিন স্ট্রীটের ছেলেরা উল্কি ফোটাবে আর এ সময় চাবুকের ভয় পায় কে? গোপনে গোপনে ওরা দু'দল ছেলে এজন্য সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে করে চলল। শুরিক আর সেরিওজার কাছ থেকেই ওরা ভাস্কার মামার উল্কির বিষয়ে খুঁটিনাটি সব কথা জেনে নিয়েছে। শরীরের কোথায় কোথায় কেমন সব ছবি, সব কথা জেনে ওরা প্রথমে ছবির নক্সা এ'কে নিল তারপর শুরিক আর সেরিওজাকে এসবের মধ্যে আর রাখতে চাইল না। তাই ওদের বলল, 'তোমাদের মতো বাচ্চাদের জন্য এসব নয়, বুঝলে?' উঃ! কী ধাড়িবাজ ছেলে ওরা। এটা অত্যন্ত অন্যায়।

কিন্তু ওরাই বা কী করবে বল? কাউকে তো একথা বলেও দিতে পারে না। তাছাড়া, জগতের কাউকে অর্থাৎ কিনা দাল্নায়া স্ট্রীটের কাউকে এবিষয়ে কিছু বলবে না ওরা, এই প্রতিজ্ঞাও সে করে ফেলেছে। কারণ দাল্নায়া স্ট্রীটেই সেই বিখ্যাত মুখরা মেয়ে লিদা রয়েছে, যার পেটে কোন কথা থাকবে না, চারধারে রসাল করে বলে বলে বেড়াবে। লিদা শুনলেই বড়দের কানে কথাটা যাবে আর তারপর যে কী হবে তা না ভাবাই ভাল। স্কুলে খবরটা রটে গেলে মাস্টার

মশায়দের সভা, বাবা-মাদের জরুরী সভা, সব জায়গায় হাজির হতে হতে প্রাণান্ত করবে। হৈহৈ সুরু হবে আর চারদিক থেকে একটা গোলমালের সৃষ্টি হবে।

তাই কালিনিন স্ট্রীটের ছেলেরা দাল্‌নায়া স্ট্রীটের ছেলেদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চাইল না। কিন্তু শুরিককে তাড়িয়ে দেওয়া অত সহজ নয়। ওদের আঁকা ছবিগুলো সব সে দেখেছে।

শুরিক সেরিওজাকে বলল, 'ওরা অনেকগুলো নতুন ছবিও এঁকেছে। এরোপ্লেন, ঝরনাওয়ালা তিমি এঁকেছে। আবার কতগুলো উপদেশ বাণীও লিখে নিয়েছে... আঁকা সেই কাগজের টুকরো তোমার গায়ের ওপর রেখে একটা পিন দিয়ে আঁকার উপর ফুটিয়ে ফুটিয়ে গেলেই ছবিগুলো তোমার গায়ে চমৎকার ফুটে উঠবে।'

শুরিকের কথায় সেরিওজা চমকে উঠল। পিন দিয়ে ফোটাবে? পিন!..

কিন্তু শুরিক যদি পিন ফোটানো সহ্য করতে পারে তাহলে সে পারবে না কেন? তাকেও সহ্য করতেই হবে। তাই কিছু যেন হয় নি এমনি নির্ভীক ভাব দেখিয়ে সে বলল, 'হাঁ, চমৎকার হবে কিন্তু।'

কিন্তু কালিনিন স্ট্রীটের ওস্তাদ ছেলেরা ওদের দু'জনকে উল্কি দিতে কিছুতেই রাজী হল না। ওরা কত কাকুতি মিনতি করল, কিন্তু ওদের কথা কে শোনে? শুধু বলল:

'বিরক্ত কর না। তোমরা তো ছেলেমানুষ, এসব দিয়ে কী

হবে? যাও, বাড়ি যাও।' ওরা দু'জনকেই ধমকে তাড়িয়ে দিল।

ওরা এবার একেবারেই মুষড়ে পড়ল। আর বুঝি কোনো আশাই নেই। শুরিক মরিয়া হয়ে অনেক চেষ্টার পর ওদের দলের আর্সেন্তিকে ওর পক্ষে টানল।

আর্সেন্তি সব বাপ-মায়ের কাছেই বড় আদর্শ ছেলে। পড়াশোনায় বেশ ভাল, ক্লাসে সবচেয়ে বেশি নম্বর পায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। সবাই ওকে ভালবাসে। ওর সবচেয়ে বড় গুণ সে ন্যায় অন্যায় ভালমন্দ বেশ বুঝতে পারে। খানিকটা হাসি-ঠাট্টার পর ওদের দু'জনকে দলের কাছে নিয়ে গিয়ে আর্সেন্তি বলল, 'ওদেরও তো একটা দাবী আছে। ওদের হাতে এক একটা অক্ষর অর্থাৎ ওদের নামের প্রথম অক্ষরটি লিখে দাও। তুমি কি বল শুরিক?'

শুরিক বলল, 'না, শুধু একটা অক্ষর হলে চলবে না।'

পঞ্চম শ্রেণীর শক্তসমর্থ ভালেরি বলে উঠল, 'তাহলে ভাগো এখান থেকে। একটা অক্ষর কেন, কিছুই লিখে দেওয়া হবে না তোমাদের হাতে।'

শুরিক রাগ করে চলে গেল কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরে এসে বলল, 'আচ্ছা, একটা অক্ষরেই আমরা রাজী আছি। অক্ষরটা বেশ সুন্দর করে আধুনিক পদ্ধতিতে লিখে দিতে হবে কিন্তু। যাচ্ছেতাই করে লিখলে কিন্তু চলবে না।' ঠিক হল ভালেরির বাড়িতে পরের দিন ব্যাপারটা হবে কারণ ভালেরির মা বাড়িতে নেই।

শুরিক আর সেরিওজা ওদের কথামতো পরের দিন ভালেরির বাড়িতে এল। ভালেরির বোন লারিস্কা সেলাই হাতে দরজার সামনে বসেছিল। কেউ এলে 'বাড়িতে কেউ নেই' বলার জন্যই লারিস্কা এভাবে বসেছে। ওদের স্নানঘরের পাশে একফালি উঠানে ছেলের দল জমায়েত হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণী, এমন কি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলেরাও আছে। গোমড়ামুখো ফর্সা বলিষ্ঠ একটি মেয়েও ওদের মধ্যে আছে। ওর নীচের ঠোঁটটা কেমন যেন বিবর্ণ, পুরু আর একটু বৈশিষ্ট্য মাখানো। অনেকে বলে ঐ ঠোঁটের জন্যই নাকি ওকে বেশ ভারিক্কী মনে হয়... মেয়েটির নাম কাপা। ও একটা কাঁচি নিয়ে ব্যান্ডেজ কেটে কেটে টুলের ওপর রাখছে। কাপা নাকি ওদের স্কুলের স্বাস্থ্য কমিটির একজন সভ্যা। টুলের ওপর একটা ধবধবে সাদা কাপড় পেতে পরিপাটি করে সব ব্যবস্থা সে করে রাখছে।

ছোট্ট স্নানঘরটির দরজার ওদিকে একটা বেঞ্চের ওপর সেই রকমারি ছবিগুলো রাখা হয়েছে। ছেলেরা সেই ছবিগুলো একে একে দেখছে, কে কোনটা নেবে ঠিক করছে। ঝগড়া করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ একটা ছবি যতবার খুশি ব্যবহার করা যাবে। শুরিক আর সেরিওজা দূর থেকেই ছবিগুলো দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। ইচ্ছে হলেও কাছে গিয়ে ওগুলো ধরতে পারছে না, কেননা ঐ ছেলেরা ওদের চাইতে কত বড়, আর ওদের গায়ের জোরও অনেক বেশি।

আর্সেন্তি স্কুল থেকে বই-এর থলে হাতে নিয়েই বরাবর এখানে চলে এসেছে। বাড়ি ফিরেই ওকে রচনা লিখতে হবে,

ভূগোল পড়া শিখতে হবে বলে ওকে সবার আগে ছেড়ে দেবার জন্য বলল ও। পড়ার আগ্রহ দেখে অন্যরা তাতে রাজী হল। আর্সেন্তি এবার থলেটা রেখে দিয়ে একটু হেসে বেঞ্চের ওপর বসে শার্ট উঠিয়ে পিঠ খালি করে দিল।

বড় ছেলেরা সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সেরিওজা আর শুরিককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। এত পেছন থেকে অনেক লাফ ঝাঁপ মেরেও ওরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ছেলেরা এতক্ষণ বকবক করছিল। এবার ওদের কথা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসছে। কেমন একটা নীরব থমথমে ভাব। শুধু কাগজের খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ভালেরির গলা শোনা গেল। ভালেরি বলছে, 'কাপা, লারিস্কার কাছ থেকে একটা পরিষ্কার তোয়ালে চেয়ে নিয়ে এস তো।'

কাপা ছুটে গিয়ে তক্ষুণি একটা তোয়ালে নিয়ে এসে সবার মাথার ওপর দিয়ে ভালেরির দিকে ছুঁড়ে দিল।

সেরিওজা এবার একটু লাফিয়ে ওদিকে কিছু দেখবার চেষ্টা করে শুরিককে প্রশ্ন করল, 'তোয়ালে দিয়ে কী করবে ওরা?'

সামনের দু'একটি ছেলের মধ্য দিয়ে মাথা গলিয়ে একটু দেখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে শুরিক বলল, 'হয়তো রক্ত ঝরছে, তাই।' একটা লম্বা ছেলে কঠিন দৃষ্টিতে শুরিকের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, 'এই দুষ্টুমি কর না।'

তারপর আবার সব চুপচাপ। কী হচ্ছে, কী করছে ওরা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এই অসহ্য নীরবতার যেন শেষ হবে

না আজ। সেরিওজা এবার যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর ভাল লাগছে না ওর। বাইরে গিয়ে একটা ফড়িং ধরল, ভালেরির উঠানের দিকে, লারিস্কার দিকে চেয়ে রইল। যাক... শেষ পর্যন্ত ওরা কথা বলতে সুরু করল। একটু পরেই ভিড় ঠেলে আর্সেন্তি এদিকে এগিয়ে এল। উঃ! এ আবার কি? ওকে যে চেনাই যাচ্ছে না! কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত বেগুনি হয়ে গেছে আর কী ভয়ানক দেখাচ্ছে। ওর সাদা বুক, সাদা ধবধবে পিঠ সব কোথায় গেল? ওর কোমর সেই তোয়ালেটা দিয়ে জড়ানো রয়েছে। তোয়ালেটার জায়গায় জায়গায় কালি আর রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে কেন? আর ওকে কী অদ্ভুত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে! তবুও মৃদু হাসছে। সত্যি আর্সেন্তি একজন মস্ত বড় বীর! ও এবার কাপার কাছে হেঁটে এসে তোয়ালেটা খুলে ফেলে বলল, 'শক্ত করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও।'

কে একজন বলে উঠল, 'এই বাচ্চাদুটোকে আগে দিয়ে দিই, না হলে ওদের নিয়ে বিপদে পড়তে হবে।'

ভালেরি এবার এগিয়ে এসে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় বাচ্চারা? কীগো, তোমরা মত বদলাও নি তো?.. আচ্ছা, তাড়াতাড়ি এস তাহলে।'

কেমন করেই বা মত বদলানো যায়? আর্সেন্তি রক্তাক্ত আর কালি-মাখা হয়েও কেমন হাসছে, তা দেখেও কি পিছু হটা যায়?

সেরিওজা ভাবল, 'একটা তো মাত্র অক্ষর; তেমন সময় লাগবে না নিশ্চয়ই।'

শুরিকের সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে গেল। বড় ছেলেরা সবাই আর্সেন্তিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কাপার ব্যান্ডেজ বাঁধা মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ভালেরি বেঞ্চে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

শুরিক তাকে প্রশ্ন করল, 'আমারও কি তোয়ালে লাগবে নাকি?'

'না, তোয়ালে ছাড়াই তোমার চলবে। দেখি, হাতটা এগিয়ে দাও তো।'

শুরিকের হাতটা টেনে নিয়ে ভালেরি একটা পিন দিয়ে ফোটাতে সুরু করল।

'উঃ!'

'যদি উঃ কর তাহলে করব না, চলে যাও,' ভালেরি ধমকে উঠে আবার পিন ফোটাতে ফোটাতে বলল, 'মনে কর একটা কাঁটা বের করে দিচ্ছি। তাহলে আর ব্যথা লাগবে না।'

শুরিক দাঁতে দাঁত চেপে বিকৃত মুখভঙ্গি করতে লাগল, কিন্তু মুখ দিয়ে আর টুঁ শব্দটি বের হল না। মাঝে মাঝে কেবল অস্থির ভাবে লাফাতে লাগল আর হাতের ওপর ফুঁ দিতে লাগল। শুরিকের হাতের ওপর একটার পর একটা গোলাপী ফুটকি ফুটে উঠতে লাগল কেমন। ভালেরি হাতটা আরও শক্ত করে জাপটে ধরে পিনের ছুঁচলো মুখ দিয়ে ফুটকিগুলোকে আরও টেনে দিল। শুরিক নিঃশব্দে লাফিয়ে উঠল আর প্রাণপণে হাতের ওপর ফুঁ দিয়ে চলল। লাল রক্তের ধারা একটু একটু করে সেই ফুটকিগুলো দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে এবার... উঃ! শুরিক কী সাহসী!

বিবর্ণ সেরিওজা অবাক হয়ে ভাবছে, 'শ্রিক তো একটুও কাতরাচ্ছে না! আমিও উঃ-আঃ কিছ্ করব না। হায়, হায়, আমার আর পালাবার উপায় নেই। ওরা যে হাসবে, ঠাট্টা করবে আর শ্রিকও আমাকে ভীর্ বলবে।'

ভালেরি এবার টেবিলের ওপর থেকে একটা কালির শিশি নিয়ে তাতে তুলি ডুবিয়ে সেই রক্তাক্ত ফুটকিগ্লোর ওপর কালির তুলিটা ব্লিয়ে দিতে লাগল।

একটু পরে বলল, 'যাও, হয়ে গেছে। এবার কে আসবে?'

সেরিওজা বীরের মতো পা ফেলে এগিয়ে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

...গ্রীষ্মের শেষে এ ব্যাপারটা ঘটেছিল। তখন সবে স্কুল খ্লেছে। স্র্যালোকে দিনগ্লো তখন ছিল উষ্ণ। এখন হেমন্ত। নীল আকাশ একটু একটু করে কেমন ঘোলাটে হয়ে এসেছে। শীতের হাওয়া কোনো ফাঁক দিয়ে যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে সেজন্য পাশা মাসী জানালার ফুটোগ্লোতে পর্যন্ত কাগজ সে'টে দিল...

সেরিওজা বিছানায় শ্রয়ে আছে। বিছানার পাশে দ্টি চেয়ার। একটিতে একগাদা খেলনা, আর একটিতে খেলনা দিয়ে মাঝে মাঝে খেলা করে সে। কিন্তু চেয়ারে কী খেলা যায় নাকি? ট্যাঙ্ক কোথা দিয়ে ঘ্রবে, শত্র্পক্ষের পেছন ফেরার জায়গা নেই, চেয়ারের পেছন পর্যন্ত গিয়েই তো থেমে যাবে। ঐ পর্যন্তই সীমানা যে! আর সেখানেই য্দ্ধেরও শেষ।

ভালেরির স্নানঘর থেকে সেদিন বের হয়ে আসার পর

থেকেই সেরিওজার অসুখ সুরু হল। কালি-মাখা বাঁ হাতখানি ফুলে গেছে, ভীষণ জ্বালা করছে; আলোতে বেরিয়ে আসতেই চোখে অন্ধকার দেখল। আর, সিগারেটের ধোঁয়া নাকে ঢুকতেই বমি করল খানিকটা... বাইরে ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল এবার। বাঁ হাতে অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণা। শুরিক আর অন্য একটি ছেলে ওকে বাড়ি পেঁৗছে দিল। লম্বা-হাতা শার্ট পরা ছিল বলে পাশা মাসী প্রথমে কিছু লক্ষ্য করে নি। কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে।

তারপর বমির সঙ্গে বেদম জ্বর এল। পাশা মাসী ভয় পেয়ে স্কুলে মাকে ফোন করল। মা তক্ষুণি এসে ডাক্তারকে ডেকে পাঠাল। তারপর জামা প্যান্ট বদলে ওর হাতের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে হাতটা দেখে ওরা আঁতকে উঠল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও সেরিওজার কাছ থেকে জবাব এল না। জ্বরের ঘোরে তখন সে কী সব অদ্ভুত উৎকট স্বপ্ন দেখতে লাগল। ভয়ঙ্কর সে স্বপ্ন — একটা বিরাট কী যেন লাল জামা পরা, খোলা বেগুনি দুটো হাত, তাতে কালির বিদ্‌ঘুটে গন্ধ; কাঠের একটা বড় টুকরো, তার উপর একটা কসাই মাংস কাটছে, আর তার চারপাশে রক্তে-মাখা সব ছেলেরা খারাপ কথা বলছে... স্বপ্নের ঘোরে সে কত কী বলে চলল, সে নিজেও জানল না সে কী বলছে। বড়রা তার প্রলাপ শুনে সব ব্যাপারটা বুঝে নিল।

সেরিওজাকে ওরা সবাই ভালবাসে একথা সত্যি, কিন্তু ভালেরির চাইতেও ওরাই এখন তাকে অনেক অনেক বেশি

যন্ত্রণা দিতে সুরু করল। বিশেষ করে ডাক্তার তো ওর হাতদুটোকে পেনিসিলিনের ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে একেবারে ঝাঁজরা করে দিল। ডাক্তারের এই অত্যাচারের জন্য ব্যথায় যত না হোক, অপমানে অভিমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল... ডাক্তার তাকে এভাবে শুধু শুধু যন্ত্রণা দিয়েই ছাড়ল না। একদিন সাদা পোশাক-পরা একটি মেয়েকে, তাকে নাকি নার্স না কী বলে, তার কাছে পাঠিয়ে দিল। ও এসে অদ্ভুত একটা যন্ত্র দিয়ে তার আঙ্গুল ফুঁড়ে অনেকটা রক্ত বের করে নিল। তার ওপর আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ডাক্তারটি তাকে ঠাট্টা-তামাশা করে, মাঝে মাঝে তার মাথায় চাঁটি মারে। এটাই কিন্তু সবচেয়ে অসহ্য পরিহাস।

...এভাবে দিনের পর দিন সেরিওজাকে ওদের অত্যাচার সহ্য করতে হল। খেলতেও আর ভাল লাগে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে থাকে। এসব দুঃখের প্রথম ও মূল কারণটাই সে বার করতে চায়!

সে ভাবল, 'ওরকম উল্কি দেওয়ার জন্যই তো আমি অসুস্থ হয়েছি। ভাস্কার মামাকে না দেখলে তো ওসব কিছু হত না। আর ভাস্কার মামা ওদের বাড়িতে বেড়াতে না এলে ওসব অদ্ভুত জিনিসও আমি জীবনে দেখতে পেতাম না। হাঁ, সত্যিই তো, উনি এখানে না এলে এসব বিতিকিচ্ছি ব্যাপার একদম ঘটত না, আমারও অসুখ করত না।'

না, ভাস্কার মামার ওপর তো তেমন রাগও হচ্ছে না। কী ভাবে একটা ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনা ঘটে, এটা তারই

একটা নমুনা মাত্র। দুঃখ যে কোথা থেকে আসবে কেউ বলতে পারে না।

ওরা সবাই মিলে তাকে খুশী রাখতে চায়। মা তাকে খেলবার জন্য ছোট লাল মাছ-ভরা একটা পাত্র উপহার দিল। সেই পাত্রের মধ্যে ছোট ছোট সবুজ গাছও আছে। একটা ছোট বাক্স থেকে এক রকম গুঁড়ো মাঝে মাঝে মাছটাকে খেতে দিতে হয়।

মা বলল, 'ও পশুপাখি খুব ভালবাসে। এই মাছটাও ওকে আনন্দ দেবে।'

মা অবশ্য সত্যি কথাই বলেছে। সে তার পোষা পশুপাখিদের বড় ভালবাসে। পুষি জাইকা আর দাঁড়কাকটা তো তার কত প্রিয়। কিন্তু তা বলে মাছ তো আর পোষা যায় না!

জাইকার গা কেমন নরম তুলতুলে আর পশমের মতো গরম। ওকে নিয়ে খেলা করতে কেমন মজা লাগে। ও বুড়ো আর গোমড়ামুখো না হওয়া পর্যন্ত ওকে নিয়ে বেশ খেলা করা যাবে। আর দাঁড়কাকটাও ভারী মজার, সব সময়েই কেমন খুশী খুশী ভাব। সেরিওজাকে ওটা বড্ড ভালবাসে। ঘরময় ওটা এদিক ওদিক উড়ে বেড়াবে, কখনও বা চামচে ঠোঁটে নিয়ে পালাবে। আবার সেরিওজা ডাকলেই তার কাছে চলে আসবে। কিন্তু মাছ ওর লেজ দোলানো ছাড়া আর কী করতে পারে? পুষি আর দাঁড়কাকের মতো অত মজার হবে কী করে? মাছ তো ভারী বোকা... মা কেন এসব বোঝে না?

এখন সেরিওজা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তার খেলার সঙ্গীদের কাছে পেতে চাইছে। শুরিককে বড্ড কাছে পেতে ইচ্ছে করে। জানালা খোলা থাকতে থাকতেই শুরিক একবার জানালার ওদিকে দাঁড়িয়ে ওকে ডাক দিল:

'সেরিওজা, কেমন আছ?'

সেরিওজা তড়াক করে উঠে বসে বলল, 'এস, ভেতরে এস।'

শুরিকের মাথাটা শুধু জানালার তাকের উপর দিয়ে দেখা গেল। 'ওরা আমাকে ঢুকতে দেয় না যে! তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে বাইরে এস।'

সেরিওজা আগ্রহভরা স্বরে প্রশ্ন করে আবার, 'এতদিন ধরে কী করছ তুমি?'

'বাবা আমাকে একটা ব্যাগ কিনে দিয়েছে। ওটা নিয়ে এবার স্কুলে যেতে হবে। আমাকে স্কুলে ভর্তি করে নিয়েছে। জান, আর্সেনিও তোমার মতো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর কেউ অসুস্থ হয় নি কিন্তু। আমারও কিছু হয় নি। আর ভালেরিকে অনেক দূরে অন্য একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। এখন ওকে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়।'

এত সব খবর জমা হয়ে আছে!

শুরিক আবার বলে ওঠে, 'আচ্ছা, আজ চলি। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে বাইরে এস তো!' শেষ কথাটা শোনা গেল অনেক দূরের থেকে, নিশ্চয়ই পাশা মাসী উঠানে এসে গেছে...

ওর মতো সেরিওজাও যদি অমনি করে বাইরে দৌড়ে

চলে যেতে পারত, শুরিকের সঙ্গে পথে পথে ঘুরতে পারত! অসুখে পড়ার আগের দিনগুলো সত্যি কী আনন্দেরই না ছিল! আর এখন... তার কী কী ছিল... আর এখন সে কী হারিয়েছে, কী নেই তার, মনে পড়ছে এমনি একলা শুয়ে শুয়ে!..

বুদ্ধির অগোচরে

তারপর একদিন বিছানা ছেড়ে উঠে একটু আধটু বাইরে যাবার অনুমতি পেল সে। আবার বুঝি কিছু হয় এই ভয়ে বাড়ি থেকে বেশি দূরে বা অন্য কোনো বাড়িতে ওরা তাকে যেতে দিত না।

সকালবেলায় যখন তার বন্ধুরা সবাই স্কুলে চলে যায় শুধু তখনই ওকে বাইরে বের হতে দেওয়া হয়। শুরিকের বয়স এখনও সাত বছর পূর্ণ হয় নি, কিন্তু তবুও ওকে স্কুলে যেতে হচ্ছে। বাবা-মা ঐ সব উল্কির ঘটনার পরেই ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। যখন তখন বাইরে বেরিয়ে দুষ্টুমিতে মন দিতে পারবে না। তাছাড়া মাস্টার মহাশয়দের চোখের সামনেও থাকবে... ছোটদের সঙ্গে খেলতে সেরিওজার ভাল লাগে না।

একদিন সে উঠানে নেমে আসতেই দেখল ছেঁড়া টুপি মাথায় অদ্ভুত চেহারার একটি লোক তাদের চালাঘরের পাশে এক গাদা কাঠের ওপর বসে আছে। মুখখানি তার বড্ড শুকনো আর গায়ের জামা শতচ্ছিন্ন। লোকটা একটা

সিগারেটের খুব ছোট্ট একটা টুকরো থেকে ধূমপান করছে, টুকরোটা এতো ছোট যে মনে হচ্ছে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়েই বুঝি ধোঁয়াটা উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। লোকটার আঙ্গুল এবার পুড়ে না যায়!.. অন্য হাতে একটা নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ফিতের বদলে দড়ি দিয়ে লোকটার জুতো বাঁধা। এক পলকে লোকটার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সেরিওজা এবার প্রশ্ন করল:

'তুমি বুঝি করোস্তেলিওভের কাছে এসেছ?'

লোকটা বলল, 'সে আবার কে? আমি তাকে চিনি না।'

'তাহলে লুকিয়ানিচকে চাও?'

'তাকেও আমি চিনি না।'

'ওরা কেউই বাড়ি নেই। শুধু আমি আর পাশা মাসী আছি। আচ্ছা, তোমার ব্যথা লাগছে না?'

'কোথায়?'

'তোমার আঙ্গুল পুড়ে যাচ্ছে যে।'

'ও!'

শেষবারের মতো সিগারেটের টুকরোটাতে একটা টান মেরে সে ওটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুনটা নেভাল।

সেরিওজা এবার বলল, 'তোমার ঐ হাতটা... ওটাও কী আগে পুড়িয়েছ নাকি?'

লোকটা কোনো উত্তর দিল না। ওর দিকে করুণ কাতর দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে একটা মুখভঙ্গি করল শুধু।

সেরিওজা অবাক হয়ে ভাবল ও কেন আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছে? লোকটা এবার ওকে প্রশ্ন করল:

'আচ্ছা খোকা, তোমরা এখানে কেমন আছ? বেশ ভাল?'

'হাঁ, খুব ভাল আছি।'

'এখানে জিনিসপত্র বেশ ভালই পাওয়া যায়?'

'কী রকম জিনিসপত্র?'

'আচ্ছা, তোমাদের কী কী জিনিসপত্র আছে বল তো?'

'আমার একটা সাইকেল আছে। তাছাড়া খেলনা তো আছেই। যত রকমের খেলনা চাও সব পাবে। লিওনিয়ার কিন্তু শুধু ঝুমঝুমি ছাড়া তেমন কোনো খেলনা নেই।'

'আচ্ছা, তোমাদের কাপড়-চোপড় কোথায় থাকে বলতে পার খোকা? এই ধর কোট বা স্যুট তৈরী করবার কাপড়?'

'ওসব তো আমাদের এখানে বিশেষ কিছু নেই। ভাস্কার মা'র ওখানে অনেক আছে।'

'ভাস্কার মা কে? কোথায় থাকে?'

আরও কী কথাবার্তা ওদের মধ্যে চলত কে বলতে পারে। ঠিক সেই মুহূর্তে সদর দরজা খোলার শব্দ হল। লুকিয়ানিচ ঢুকেই লোকটাকে দেখতে পেয়ে বলল:

'কে তুমি? কী চাও?'

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বেচারার মতো করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর বলল, 'আমি কাজ খুঁজছি।'

'বাড়ির ভেতর ঢুকে কাজ খোঁজা হচ্ছে? কোথায় থাক তুমি?'

'থাকবার জায়গা নেই এখন।'

'আগে কোথায় থাকতে?'

'অনেকদিন আগেই সে আস্তানা ঘুচে গেছে।'

'তাহলে, জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছ বুঝি?'

'হাঁ, একমাস আগে ছাড়া পেয়েছি।'

'জেলে গিয়েছিলে কেন?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে লোকটা বলল, 'ওদের মতে আমার নিজের জিনিস আর পরের জিনিসে নাকি আমি তফাত কিছু দেখি নি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওসব আমি কিছুই করি নি। ভুল করে ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'তা, ছাড়া পেয়ে তুমি তোমার বাড়িতে না গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরঘুর করছ কেন বল তো?'

'বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু বৌ আমাকে ঘরে ঢুকতে দেয় নি। এখন সে আর একজন লোককে বিয়ে করেছে, সে একটা দোকানদার। তাই আমি ভবঘুরে হয়ে পথে পথে ঘুরছি। আমার মা অনেক দূরে চিতা'য় থাকে। ভাবছি তার কাছেই চলে যাব।'

সেরিওজা হাঁ করে অবাক হয়ে লোকটার কথা শুনেছিল। এই লোকটা জেলে ছিল!.. বইয়ে সে জেলখানার ছবি দেখেছে। শক্ত লোহার শিক দিয়ে ঘেরা জেলখানা। ঢাল-তলোয়ার হাতে গোঁফ-দাড়িওয়ালা পাহারাওয়ালারা জেলখানার

ফটকে। লোকটার আবার মা-ও আছে তাহলে! মা নিশ্চয়ই ওর জন্য কত কাঁদে। বেচারী মা ... ছেলে এবার মায়ের কাছে ফিরে গেলে মা না জানি কত খুশী হবে! ছেলেকে মা এবার একটা পোশাক তৈরী করিয়ে দেবে, জুতোর ফিতেও কিনে দেবে ...

লুকিয়ানিচ বলছিল, 'চিতা ... সে তো অনেকটা পথ। এখন তাহলে কী করবে শুনি? সৎপথে রোজগার করবে তো? না, আবার সেই রকম তোমার নিজের আর আমার জিনিসের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ রাখবে না? ..'

'আপনার এই কাঠগুলো চিরতে দিন আমায়,' লোকটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল এবার।

'আচ্ছা, বেশ তো।' লুকিয়ানিচ চালাঘরের ভেতর থেকে একটা করাত এনে লোকটার হাতে দিল।

পাশা মাসী ওদের এই কথাবার্তা শুনতে পেয়ে কিছুক্ষণ হল উঠানের একপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার কেন কে জানে মাসী হঠাৎ মুরগীগুলোকে ওদের খুপরীতে ঢোকবার জন্য ডাকাডাকি শুরু করে দিল। ওদের ঘুমের সময় কিন্তু এখনও হয় নি। তবুও মাসী ওদের খাঁচায় পুরে ঘরের দরজাটায় তালা লাগিয়ে চাবিটা পকেটে রাখল। তারপর সেরিওজাকে ফিস ফিস করে বলল:

'লোকটার ওপর একটু নজর রেখ তো। দেখ, করাতটা যেন আবার নিয়ে না পালায়।'

তারপর থেকে সেরিওজা লোকটার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। তার ডাগর দু'টি চোখে কেমন একটু কৌতূহল,

সন্দেহ, ভয়, করুণা মেশানো বিচিত্র দৃষ্টি। আর লোকটার সঙ্গে কথা বলতে সাহস হচ্ছে না তার। লোকটার জীবন কী রহস্য আর বৈচিত্র্যে ভরা, একথা ভেবে ভেবে তাকে যেন সে একটু শ্রদ্ধার চোখেই দেখছে। লোকটাও আর কোন কথা বলছে না। খুব উৎসাহ নিয়ে কাঠের বুকে করাত চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু বসে সিগারেট বানিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

সেরিওজাকে দুপুরে খেতে ডাকলে সে বাড়ির মধ্যে গেল। মা আর করোস্তেলিওভ আজ বাড়িতে নেই। ওরা তিনজনে খেতে বসল। খাওয়া দাওয়ার পর লুকিয়ানিচ পাশা মাসীকে বলল:

'ঐ লোকটাকে আমার পুরনো জুতো জোড়াটা দিয়ে দিও তো।'

মাসী বলল, 'আরও কয়েকদিন ওটা তুমিই পরতে পারবে। লোকটার তো জুতো রয়েছে দেখলাম।'

'ঐ জুতো পরে ও চিতা'য় পেঁছতে পারবে নাকি?'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কালকের অনেক খাবার রয়েছে, ওকে কিছু খেতে দিই।'

লুকিয়ানিচ এবার বিশ্রাম করতে গেল। মাসী খাবার টেবিলের ওপর থেকে টেবিল ক্লথটা সরিয়ে রাখল।

সেরিওজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'টেবিল ক্লথটা সরালে কেন?'

মাসী বলল, 'দেখছ না কী রকম নোংরা লোকটা, টেবিল ক্লথ ছাড়াই ওর চলবে।'

তারপর মাসী স্যুপটা গরম করে কয়েক টুকরো রুটি নিয়ে লোকটাকে ডেকে বলল:

'এই যে খেয়ে নাও।'

লোকটা এগিয়ে এলে মাসী ওর হাত মুখ ধোয়ার জন্য জল ঢেলে দিল। ছোট একটা তাকের ওপর দুটো পাত্রে সাবান ছিল। একটা গোলাপী রঙের, অন্যটা ছাই রঙের। লোকটা ছাই রঙের কাপড় কাচার সাবানটাকে নিয়ে হাত ধুল। গোলাপী রঙের সাবানটা দিয়ে যে হাত মুখ ধুতে হয় বেচারা বোধ হয় তা জানেও না, হয়তো টেবিল ক্লথ বা আজকের স্যুপের মতো গোলাপী সাবানটাও ওর জন্য নয়। ওকে কত নিরীহ আর গোবেচারাই না মনে হচ্ছে! কিছুটা অদ্ভুত ভাবে, কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে সে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে গেল, যেন তার পায়ের ভরে মেঝেটা ভেঙে যাবে ভেবে ভয় পাচ্ছে। পাশা মাসীর নজর কিন্তু তার দিকে আছেই। তারপর খেতে বসে সে নিজের দেহের ওপর হাত দিয়ে ক্রশ চিহ্ন আঁকল। সেরিওজা দেখল, মাসী ওতে খুশী হয়েছে। ওকে অনেকটা ঝোল আর রুটি দিয়ে বলল:

'নাও পেট ভরে খেয়ে নাও।'

লোকটা যেন চক্ষের পলকে সবটা ঝোল আর তিন টুকরো রুটি গোগ্রাসে গিলে ফেলল। মাসী আরও একটু ঝোল আর ছোট্ট একটা গ্লাসে একটু ভদকা দিয়ে বলল:

'এবার ভদকা খেতে পার। খালিপেটে খেলেই অসুখ করে।'

খুব খুশী হয়ে মুখের কাছে গ্লাসটা তুলে ধরে ও বলল:

'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

তারপর এক লহমায় গ্লাসের তলানিটুকু পর্যন্ত ঢকঢক করে গিলে ফেলে শূন্য গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখল। সেরিওজা সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওকে দেখছিল আর ভাবছিল, সত্যি লোকটা কী চটপটে!

ও এবার আস্তে আস্তে খেতে লাগল এবং মাসীর সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে তুলল। ওর বৌ ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে সেকথা মাসীকে জানিয়ে ও বলল:

'জানেন, আমার অনেক জিনিস ছিল। সেলাইকল, গ্রামোফোন, বাসনপত্তর, কোনটার অভাব ছিল না... কিন্তু আমাকে ও একটা জিনিসও দিল না। আমাকে দেখেই বলল, 'যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও। আমার জীবনটা তো নষ্ট করেছ, আর কেন?' আমি ওকে অনেক অনুরোধ করে বললাম, শুধু গ্রামোফোনটা দাও আমাকে। ওটা তো আমাদের দু'জনের টাকায় কেনা হয়েছিল। তবু ওটা দিল না। সে তার নিজের পোশাক করেছে আমার স্যুট কেটে। আমার কোট বেচে দিয়েছে দোকানে।'

'আগে কেমন ছিলে? দু'জনে বেশ সুখে ছিলে?' মাসী প্রশ্ন করল।

'হাঁ, একেবারে কপোত কপোতীর মতো। আমাদের দু'জনের মধ্যে কত ভালবাসাই না ছিল! আমার জন্য একেবারে

পাগল ছিল সে। কিন্তু এখন সব বদলে গেছে। একটা হতচ্ছাড়া লোককে বিয়ে করেছে, লোকটা দেখতে কদাকার, বেঁটে, একটা দোকানদার।'

তারপর সে তার মায়ের গল্প বলতে লাগল। মা ওকে জেলখানায় কত কী জিনিস পাঠাত তাও বলল। ওর দুঃখের কাহিনী শুনে মাসী তো নরম হয়ে গেছে মনে হল। এবার কয়েক টুকরো মাংস আর চা এনে দিল। তারপর একটা সিগারেটও দিল।

লোকটা আবার বলল, 'মা'র কাছে যাচ্ছি। একটা কিছু তার জন্য নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত। গ্রামোফোনটা যদি নিতে পারতাম!'

সেরিওজা ভাবল, 'সত্যি বেচারা গ্রামোফোনটা পেলে কত খুশী হত! ওরা মা-ছেলে গান বাজিয়ে শুনতে পেত!'

পাশা মাসী সান্ত্বনার সুরে বলল, 'তুমি কাজকর্ম করতে আরম্ভ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখ। আবার সব হবে।'

'সবই তো বুঝি! কিন্তু যা ঘটে গেছে তারপর কাজকর্ম পাওয়াও বড় মুশকিল কিনা।' মাসী ওর দুঃখে দুঃখিত হয়ে বুঝি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

লোকটা আবার বলল, 'আমি অনেক কিছুই হতে পারতাম, দোকানদারও হতে পারতাম, কিন্তু কিছু না করে আলসেমি জীবনের দামী সময়টা নষ্ট করলাম। এখন অনুতাপ হচ্ছে।'

'সে তো তোমারই দোষ। কেন অমন করতে গেলে?'

'সে কথা ভেবে আজ আর লাভ কী বলুন? যা হবার হয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এবার বাইরে গিয়ে কাঠ চেরা শেষ করিগে।'

লোকটা এবার উঠানে ফিরে গেল। কিন্তু টিপ টিপ করে বৃষ্টি সুরু হওয়ায় পাশা মাসী সেরিওজাকে বাইরে যেতে দিল না।

সেরিওজা হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'লোকটা ওরকম কেন?'

'ও জেলে ছিল কিনা! সব তো শুনলেই।'

'কেন জেলে গিয়েছিল?'

'কোন খারাপ কাজ করেছিল বোধ হয়। ভাল কাজ করলে জেলে নিয়ে যেত না।'

লুকিয়ানিচ দুপুরের ঘুমটুকু সেরে উঠে এবার আবার অফিসে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। সেরিওজা তার কাছে এসে প্রশ্ন করল:

'আচ্ছা, লোকে মন্দ কাজ করলে তাকে জেলে নিয়ে যায় বুঝি?'

'হাঁ, ঐ লোকটা অন্যের জিনিস চুরি করেছিল কিনা। ধর, আমি পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করলাম, তা দিয়ে একটা জিনিস কিনলাম। আর একটা লোক এসে সেটা না বলে নিয়ে গেল। এটা কি ভাল কাজ হল?'

'না।'

'নিশ্চয়ই না, এটা খুব অন্যায়।'

'তাহলে, লোকটা ভাল নয়?'

'নিশ্চয়ই নয়।'

'তাহলে মাসীকে কেন বললে তোমার পুরনো জুতো জোড়াটা ওকে দিয়ে দিতে?'

'ওর জন্য দুঃখ হল কিনা, তাই।'

'যারা মন্দ কাজ করে, তাদের জন্য তাহলে তোমার কষ্ট হয়?'

'হাঁ... তা কথাটা কী জান... ও যে মন্দ লোক তার জন্য আমার কষ্ট নয়। ওর ছেঁড়া জুতোটা দেখে, ওকে এরপর খালি পায়ে হাঁটতে হবে ভেবেই ওর জন্য কষ্ট হল। তাছাড়া, কোন লোককে তুমি মন্দ ভেবে সব সময় কেবল ঘৃণাই করতে পার না... তবে হাঁ, একথা সত্যি লোকটা চোর না হলে ওকে খুশী হয়ে খুব ভাল জুতোই দিতাম... আচ্ছা, এবার আমাকে যেতে হবে।' লুকিয়ানিচ তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সেরিওজা ভাবতে থাকে লুকিয়ানিচ এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে যার কিছুই বোঝা যায় না যেন।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ও এবার বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আনমনে ভেবে চলল লুকিয়ানিচের কথাগুলোর কী মানে হতে পারে। হঠাৎ দেখল লোকটা ছেঁড়া টুপিটা মাথায় দিয়ে একজোড়া জুতো হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর মা লিওনিয়াকে কোলে নিয়ে ফিরল।

সেরিওজা তক্ষুণি মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা মা, তোমার মনে আছে স্কুলের একটা বাচ্চা ছেলে

একবার একটা খাতা চুরি করেছিল? ওকে কি জেলে ধরে নিয়ে গিয়েছিল নাকি?'

'কেন, জেলে নেবে কেন?' মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'কিন্তু কেন জেলে নেবে না?'

'ও তো বাচ্চা ছেলে। মাত্র আট বছর তো বয়স।'

'তাহলে ছোট্ট ছেলেদের বুঝি ওসব করতে দেওয়া হয়?'

'কী সব?'

'চুরি।'

'না, বাচ্চারাও চুরি করবে না। আমি ওকে খুব ধমকে দিয়েছিলাম, তাই আর কোনোদিন ও চুরি করবে না। কিন্তু এসব কথা ভাবছ কেন বল তো?'

সেরিওজা এবার মাকে জেল-ফেরত ঐ লোকটার সব গল্প বলল। সব শুনে মা বলল, 'হাঁ, কতকগুলো লোক ওরকম মন্দ থাকে। তুমি আরও বড় হলে এসব বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব, কেমন? এখন মাসীর কাছ থেকে রিপু করার ছুঁচটা নিয়ে এস তো।'

সেরিওজা ছুঁচটা নিয়ে এসে আবার বলল, 'লোকটা কেন চুরি করল?'

'কাজ করতে ওর হয়তো ভাল লাগত না।'

'কিন্তু ও কি জানত না চুরি করলে জেলে যেতে হয়?'

'নিশ্চয়ই জানত।'

'তাহলে? ওর ভয় করল না? জেলখানা তো খুব ভয়ঙ্কর জায়গা, না মা?'

মা এবার বিরক্তিভরা সুরে বলে উঠল, 'অনেক হয়েছে, আর নয় এসব কথা। আমি তো তোমাকে বললামই এখনও এসব ব্যাপার বোঝবার মতো বড় হও নি তুমি। অন্য কিছু ভাব, এবিষয়ে আর একটি কথাও আমি শুনতে চাই না, বুঝলে?'

সেরিওজা মায়ের বিরক্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে একটা গ্লাসে খানিকটা জল ঢেলে নিল। মাথা হেলিয়ে মুখটা যথাসম্ভব হাঁ করে জলটা এক ঢোকে গিলে ফেলবার চেষ্টা করল, কিন্তু জলটা পড়ে ওর জামা ভিজে গেল। পেছনের কলারটাও ভিজে সপসপে হয়ে গেল, পিঠে জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ভিজে শার্টের কথা সে কাউকে কিছু বলল না। বললেই ওরা সবাই মিলে তাকে বকবে আর এ নিয়ে অকারণ হৈহৈ সুরু করবে। রাত্রিবেলা ঘুমুতে যাবার আগে ভিজে শার্টটা তার গায়েই শুকিয়ে গেল।

...সে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে বড়রা খাবার ঘরে বেশ জোরে জোরে কথা বলতে সুরু করল।

করোস্তেলিওভকে বলতে শুনল, 'সব ব্যাপারেই একটা হাঁ কি না স্পষ্ট জবাব শুনতে চায় ও। এই দুয়ের মাঝে কিছু একটা বললেই ও বেচারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।'

লুকিয়ানিচ বলছে, 'আমি তো পালিয়ে বাঁচলাম তখন। ওর হাজার প্রশ্নের জবাব কে দেবে?'

মা বলছে, 'বাচ্চাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। ও যা বুঝবে না তা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করা কেন? তাতে কী

লাভটা হবে শুনি; বরং উল্টো ফল হয় তাতে। ওর মনের ওপর অকারণ চাপ পড়ে আর আজেবাজে যত ভাবনা ভাবতে সুরু করে। একটা লোক খারাপ কাজ করলে শাস্তি পায়, ব্যস, শুধু এটুকু জানাই ওর পক্ষে যথেষ্ট। তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি ওর সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কখনও এত আলোচনা কর না তোমরা।'

লুকিয়ানিচ এবার প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কে ওর সঙ্গে ওসব নিয়ে আলাপ করতে গেছে? ওই তো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে।'

পাশের অন্ধকার ঘর থেকে সেরিওজা এবার চাপা গলায় ডাকল, 'করোস্তেলিওভ!'

সবাই তক্ষুণি নীরব হয়ে গেল...

করোস্তেলিওভ উত্তর দিল, 'এই যে আমি, যাচ্ছি।' এবং ঘরে ঢুকে গেল।

সেরিওজা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, দোকানদার কাকে বলে?'

করোস্তেলিওভ স্নেহ-মাখানো স্বরে বলল, 'এখনও ঘুমোও নি দুষ্টু ছেলে? এই যে আমি তোমার পাশে বসেছি, নাও এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মী ছেলের মতো, কেমন?' সেরিওজা তেমনই বড় বড় চোখদুটি মেলে অস্পষ্ট আলোতে তাকিয়ে রইল তার প্রশ্নের উত্তর শোনার আশায়। করোস্তেলিওভ তার মুখের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে খুব চুপিসারে (যাতে ওঘর থেকে মা কিছু শুনতে না পায়) তার প্রশ্নের জবাবটা তার কানে কানে বলে দিল...

বিরক্তি

সেরিওজা আবার অসুখে পড়ল। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, টনসিলের যন্ত্রণা সুরু হল। ডাক্তার এসে বলল, 'গ্ল্যাণ্ডের অসুখ।' আবার ডাক্তারের অত্যাচার সুরু হল। কডলিভার খাওয়া, গলায় পুলটিস লাগানো, গায়ের তাপ নেওয়া, ডাক্তারের নির্দেশ মতো সব চলল।

কী একটা কালো কালো মলম এক টুকরো ন্যাকড়ায় বেশ করে লাগিয়ে ওরা তার ঘাড়ে গলায় সেঁটে দিল। পুলটিসটার ওপর আড়াআড়ি ভাবে আঠাল একটা ফিতে লাগিয়ে তারপর তুলো দিয়ে ওর দু'কানের পাশ দিয়ে মাথায় ঘাড়ে আঁটসাঁট করে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে দিল। মাথাটা ঠিক যেন একটা বোর্ডে ঠুকে দেওয়া পেরেকের মতো হল, আর এদিক ওদিকে ফেরানো যাচ্ছে না। উঃ! এভাবে বাঁচতে হবে।

এবার অবশ্য ওরা তাকে সব সময়ের জন্য জোর করে বিছানায় শুইয়ে রাখে নি। গায়ে জ্বর না থাকলে আর বৃষ্টি না পড়লে তাকে একটু আধটু বাইরে বের হতে দেওয়া হত। কিন্তু তা খুব কমই। কারণ প্রায় রোজই হয় তার গায়ে একটু একটু জ্বর থাকবে, না হয় বাইরে টিপটিপানি বৃষ্টি থাকবে।

তার জন্য রেডিওটাকে ওরা সর্বদাই খুলে রাখে। কিন্তু কত আর রেডিও শুনতে ভাল লাগে? ওটা শুনতে শুনতে কেমন একঘেয়ে হয়ে গেছে।

আর ঝড়রা এত অলস যে তুমি যখনই ওদের একটা বই পড়ে শোনাতে বলবে বা একটা গল্প বলতে বলবে তখনই ওরা বলবে ওদের নাকি অনেক কাজ আছে। কিন্তু পাশা মাসী যখন রান্না করে তার হাতদুটোই তো কেবল কাজ করতে থাকে, জিবটা তো আর কাজ করে না। তবে কেন রান্না করতে করতে মাসী ওকে একটা গল্প শোনাতে পারে না? মায়ের কথাই ধর না কেন। মা স্কুলে থাকলে বা লিওনিয়ার ভিজে জাঙ্গিয়া বদলাতে থাকলে কিংবা স্কুলের খাতা দেখতে থাকলে এক কথা। কিন্তু মা যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে থাকে, সাজতে থাকে আর আয়নার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে তখন কি বলতে হবে যে মা খুব কাজে ব্যস্ত?

মাকে যদি তখন সেরিওজা আদরের সুরে বলে, 'মা, একটা গল্প পড় না?'

মা বলবে, 'একটু অপেক্ষা কর। দেখছ না আমি ব্যস্ত আছি?'

'আজ অমন করে চুল আঁচড়াচ্ছ কেন মা?' সেরিওজা মায়ের লম্বা বেণীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

'রোজ রোজ এক রকম ভাল লাগে না, তাই।'

'কেন ভাল লাগে না?'

'এমনিই...'

'তুমি মুচকি মুচকি হাসছ কেন?'

'এমনিই...'

'এমনিই কেন? কোনো কারণ নেই কেন?'

'ওঃ, সেরিওজা, আর জ্বালিও না বাপু।'

অবাক হয়ে সে ভাবল মাকে আবার কখন জ্বালাতন করলাম! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আচ্ছা, যাই হোক আমাকে একটা গল্প পড়ে শোনাও না মা?'

'আজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তখন গল্প পড়ব।'

কিন্তু সেরিওজা জানে সন্ধ্যেবেলায় মা বাড়ি ফিরে লিওনিয়াকে খাওয়াবে, করোস্তেলিওভের সঙ্গে গল্প করবে, তারপর স্কুলের একগাদা খাতা নিয়ে দেখতে বসবে। গল্প পড়া আর হবে না।

সারাদিনের কাজকর্ম শেষ করে সন্ধ্যেবেলায় পাশা মাসী তার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করবার জন্য চুপচাপ কোলে হাত রেখে আনমনে বসতেই সেরিওজা তার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে আব্দারের সুরে বলল, 'একটা গল্প বল।'

'ওমা, গল্প আর কী শুনবে? সব গল্পই তো তোমার মুখস্থ।'

'তা হোকগে। তবুও একটা বল না।'

সত্যি, মাসীটাও কী আলসে!

যা হোক, শেষ পর্যন্ত মাসী গল্প বলতে সুরু করল, 'আচ্ছা, শোন তাহলে। অনেক, অ-নে-ক দিন আগে এক যে ছিল রাজা আর তার ছিল এক রাণী। তাদের একটি মেয়েও ছিল। একদিন হয়েছে কি জান...'

সেরিওজা আগ্রহভরে এবার প্রশ্ন করল, 'মেয়েটি ভারী সুন্দরী, না?'

ও জানে মেয়েটি খুব সুন্দরী হবেই। সবাই তাই জানে। কিন্তু মাসী কেন বলবে না ওকথাটা। গল্প বলতে গেলে কোনো কথাই কিন্তু বাদ দেওয়া উচিত নয়।

মাসী আবার বলল, 'হাঁ, খুব সুন্দরী মেয়ে... তারপর একদিন সেই রাজকুমারী ভাবল এবার বিয়ে করবে। দেশ দেশান্তর থেকে কত রাজকুমার এল তাকে বিয়ে করতে...'

গল্পটা চিরন্তন ধারায় এগিয়ে চলল। সেরিওজা একমনে শুনতে লাগল, তার ডাগর সুন্দর মায়াময় চোখদুটি কৌতূহল আর আগ্রহে ভরে উঠল। সে এই গল্পের প্রতিটি কথা জানে, কিন্তু তা বলে গল্প কি কখনও পুরানো হয়?

যে গল্পের শেষ নেই, এ যে সেই গল্প! তাই সব সময়েই শুনতে ভাল লাগে তার। গল্পের প্রতিটি কথাই যে ও বুঝতে পারে তা নয়। তবে নিজের মতো করে সে সমস্ত গল্পটা ঠিকই বুঝে নেয়। এই যেমন ঘোড়ার পাদুটো মাটিতে গেঁথে বসল — তারপর আবার চলল লাফিয়ে। তার মানে নিশ্চয়ই তখন আর মাটিতে গাঁথা ছিল না।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রির আঁধার নেমে আসে। ঘরের মধ্যেও আঁধার ঘনিয়ে এল। পাশা মাসীর গল্প বলার একটানা সুরেলা স্বর ছাড়া জগতে আর কিছুই শোনবার নেই যেন। সে আর মাসী ছাড়া জগতে আর কেউ নেই। দাল্‌নায়া স্ট্রীটের এই বাড়িটাকে ঘিরে গভীর নীরবতা নেমে এল।

গল্প এক সময় শেষ হয়ে গেল। অনেক অনুনয় বিনয় করে বললেও পাশা মাসী আর দ্বিতীয় গল্প বলতে রাজী হল না। একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করতে করতে মাসী আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। এবার সে একেবারে একলা। এখন সে কী করবে? শরীর ভাল না থাকলে খেলনাগুলো দিয়েও খেলতে একদম ভাল লাগে না যে! ছবি আঁকতেও ভাল লাগে না। বাড়ির ভেতর বদ্ধ জায়গায় সাইকেলেও চড়া যায় না।

অসুস্থতার চাইতে এই একেঘেয়েমিই ওকে বড্ড ক্লান্ত করে তোলে। মনটা আবার কেমন ভার হয়ে ওঠে, চারদিকে সবকিছু কেমন বিবর্ণ মনে হয়।

লুকিয়ানিচ একটা বান্ডিল হাতে ফিরল। কী জানি একটা কিনেছে। বান্ডিলটা খুলতেই একটা ছাইরঙের বাক্স বেরিয়ে পড়ল। সেরিওজা আগ্রহভরে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল। ধৈর্য ধরে দেখতে লাগল লুকিয়ানিচ কখন ওটাকে খোলে। লুকিয়ানিচ সুতোটা এত আস্তে আস্তে খুলছে কেন? একটা ছুরি দিয়ে পট করে কেটে ফেললেই তো পারে। কিন্তু না, সে নিপুণ হাতে সুতোটা খুলছে, কেননা ওটা হয়তো কোন কাজে লাগবে আবার। কেটে ফেললে তো নষ্ট হয়েই যাবে কিনা।

সেরিওজা দু'চোখে অধীর আগ্রহ নিয়ে সুন্দর বড় বাক্সটার দিকে তাকিয়ে আছে... কিন্তু বাক্সটা খুলবার পর ওটার মধ্য থেকে বের হল রবার-সোলের একজোড়া জুতো, ঠিক এরকম না হলেও প্রায় একরকম দেখতে এমন জুতো তারও ছিল

একজোড়া। সেটা তার একটুও ভাল লাগত না কিন্তু। এখন লুকিয়ানিচের জুতো জোড়াটার দিকে তাকাতেও ভাল লাগল না।

উদাস ও বিরক্ত স্বরে প্রশ্ন করল, 'কী ওটা?'

'দেখছ না একজোড়া বুট জুতো। ছোকরারা এরকম জুতো পরে না, বুড়োরাই শুধু পরে, বুঝলে?'

'তাহলে তুমি বুঝি বুড়ো?'

'এটা পরলে তাই হব বটে।'

জুতোটা পরে লুকিয়ানিচ বলল, 'বাঃ! বেশ আরাম পাচ্ছি তো!'

তারপর পাশা মাসীকে দেখাতে চলে গেল।

সেরিওজা এবার খাবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে আলো জ্বালবার জন্য সুইচ টিপল। পাত্রের মধ্যে মাছগুলো বোকার মতো সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। সেরিওজার ছায়াটা জলের ওপর পড়তেই ওরা ওপরের দিকে ভেসে উঠল আর মুখ খুলে হাঁ করতে লাগল কিছু খাবার পাবার আশায়।

সেরিওজা অবাক হয়ে ভাবল, 'ওরা কি ওদের গায়ের তেল খেতে পারে?'

এই ভাবনাটা মনে হতেই ও কডলিভারের শিশিটা নিয়ে ছিপি খুলে কয়েক ফোঁটা কডলিভার জলের মধ্যে ফেলে দিল। মাছগুলো লেজের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কেমন হাঁ করল কিন্তু কডলিভার গিলল না তো! আরও কয়েক ফোঁটা টপটপ করে ফেলতেই মাছগুলো অন্যদিকে পালিয়ে গেল...

ওরাও তাহলে কর্ডালিভার ভালবাসে না!

সত্যি, ওরও কিছু যেন আর ভাল লাগছে না। একঘেয়ে, বিরক্তিকর প্রতিটি মুহূর্ত! এই একঘেয়েমি ঘোচাবার জন্যই ওর এখন বড্ড দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে হল। একটা ছুরি নিয়ে দরজার গায়ে যেখানটায় রঙ উঁচু উঁচু হয়ে আছে ঠিক সেখানটায় আঁচড় কাটতে লাগল। এরকম করতে যে ওর খুব ভাল লাগছে তা ঠিক নয়। তবুও কিছু একটা করা চাই তো। এবার সে মাসীর জাম্পার বোনার উলের বলটা নিয়ে সবটা টেনে খুলে ফেলে আবার উল জড়াতে চাইল, কিন্তু পারল না। সে জানে, সে দুষ্টুমি করছে আর পাশা মাসী তা দেখতে পেলে ভীষণ বকুনিও দেবে, আর সে তখন কেঁদেও ফেলবে। সত্যি সত্যি মাসীর বকুনি সে খেল এবং কাঁদলও। তবু এই দুষ্টুমিতে একটু যেন ভালই লাগছে, একঘেয়েমিটা একটু কেটে যাচ্ছে। মাসী বকল, সে কাঁদল — অন্তত একটা কিছু তো হল।

তারপর মা লিওনিয়াকে নিয়ে বাড়ি ফিরলে নীরব নিঝুম বাড়িটা আবার যেন প্রাণ ফিরে পেল। লিওনিয়া কাঁদতে লাগল, মা ওকে আদর করে ভিজে জাঙ্গিয়া বদলে দিল। তারপর তাকে চান করাল। এখন লিওনিয়া আর আগের মতন ছোট্টটি নেই, বেশ মানুষের মতো দেখতে হয়েছে। তবে একটু বেশি মোটা হয়ে গেছে। এখন ও দুহাতে একটা ঝুমঝুমি ধরতে পারে আর ওটা নিয়েই আপন মনে খেলা করে। সারাটা দিন তো সেরিওজাকে ওর জন্য কিছুই করতে হয় না।

রাত্রিবেলা সবার শেষে করোস্তেলিওভ বাড়ি ফেরে। তখন প্রত্যেকেই একটা না একটা কাজে তাকে ডাকে। সেরিওজার সঙ্গে সবে হয়তো একটু কথা বলতে সুরু করল বা একটা গল্প পড়তে রাজী হল, ব্যস ঠিক তখনই টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠবে। আর মা তো প্রতিটি মুহূর্তে তাকে এটা ওটা সেটার জন্য বিরক্ত করবে, ঘুরে ফিরে একটা না একটা কথা বলবে, অন্যদের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাও করবে না। ঘুমোবার আগে লিওনিয়া কান্না জুড়বে, আর তখন মা আর কাউকে নয়, করোস্তেলিওভকেই ডাকবে, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে ওকে ঘুম পাড়াবার জন্য। তখন সেরিওজারও দু'চোখ ভরে ঘুম নেমে আসতে চাইবে। এমনি করে করোস্তেলিওভের সঙ্গে ওর গল্প করার, কথা বলার সব আশা ফুরিয়ে যায়। আবার কখন করোস্তেলিওভের সময় হবে কে জানে?

তবুও মাঝে মাঝে এক একটা সুন্দর সন্ধ্যায় যখন লিওনিয়া একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ে আর মা স্কুলের খাতা দেখতে ব্যস্ত থাকে তখন করোস্তেলিওভ ওর পাশে বিছানায় বসে ওকে গল্প শোনায়। প্রথম প্রথম সে তেমন ভাল করে গল্প বলতে পারত না, জানত না কেমন করে গল্প বলতে হয়। কিন্তু সেরিওজা তাকে গল্প বলতে শিখিয়ে দেওয়ার পর এখন সে চমৎকার গল্প বলতে পারে। সুন্দর গুছিয়ে বলতে সুরু করে, 'এক যে ছিল রাজা, তার ছিল এক রাণী...'

সেরিওজা মন দিয়ে গল্প শুনবে আর একটু ভুলচুক হলেই শুধরে দেবে। এভাবে গল্প শুনতে শুনতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে।

একঘেয়ে দিনগুলো যখন তার আর কাটতে চায় না, যখন কোনো কিছুই করতে ইচ্ছে করে না, কেবল দুষ্টুমি করতেই মন চায়, তখনও কিন্তু করোস্তেলিওভের সুন্দর হাসি-মাখা চেহারাখানি, সবল বলিষ্ঠ হাত দুখানি আর গুরুগম্ভীর সস্নেহ স্বর, সমস্ত কিছুই ওর বড্ড ভাল লাগে। করোস্তেলিওভকে সে দিনের পর দিন আরও নিবিড় করে ভালবাসে... লিওনিয়া আর মা-ই শুধু নয়, সেরিওজাও করোস্তেলিওভের এক আপনার জন, একথা ভাবতে তার ভাল লাগে আর একথা ভাবতে ভাবতেই ও ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

হোল্মোগোরি

হোল্মোগোরি...* মা আর করোস্তেলিওভ আজকাল কথা বললেই সেরিওজা কেবল এই অদ্ভুত শব্দটাই শুনতে পায়।

'হোল্মোগোরিতে চিঠি দিয়েছ তো?'

'ওখানে কাজের চাপ কম থাকলে আমি ভাবছি পলিটিক্যাল ইকনমিক্সের পরীক্ষাটা দিয়ে নেব।'

---

* হোল্মোগোরি: হোল্ম — পাহাড়, গোরা — পর্বত। — সম্পাঃ

'হোল্‌মোগোরি থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। স্কুলের একটা কাজ খালি আছে লিখেছে।'

'হোল্‌মোগোরিতে সব ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে গেছে।'

'এটাকে আবার হোল্‌মোগোরিতে নেওয়া কেন? পোকায় কেটে তো ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।' (দেরাজের কথা বলছে।)

হোল্‌মোগোরি... হোল্‌মোগোরি...

হোল্‌মোগোরি এই একটা শব্দ শুনে শুনে ওর কান ঝালাপালা হয়ে গেল যে! জায়গাটা কোথায়? হয়তো অ-নে-ক দূরে, অ-নে-ক উঁচুতে পাহাড়ের ওপর, যেমনটি ছবিতে দেখা যায়। কত লোক পাহাড় বেয়ে বেয়ে একেবারে চুড়োয় উঠে যাচ্ছে। একটা পাহাড়ের উপর ইস্কুল। বাচ্চারা দল বেঁধে পাহাড়ের নিচে স্লেজগাড়িতে চড়ে যাচ্ছে।

সেরিওজা একটা ছবিও এঁকে ফেলল লাল পেনসিল দিয়ে। তারপর হোল্‌মোগোরি, হোল্‌মোগোরি বলে একটা গানের সুর গুনগুন করে ভাঁজতে লাগল।

ওরা দেরাজের কথা বলছে, আমরা তাহলে ওখানে গিয়েই থাকব বুঝি।

চমৎকার হবে কিন্তু! পৃথিবীতে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। জেঙ্কা, ভাস্কা চলে গেছে। এখন আমরাও যাচ্ছি। সব সময় একটা জায়গায় পড়ে না থেকে এরকম অন্য জায়গায় গেলে সবাই বেশ ওদের হোমরা চোমরা লোকও ভাবে।

পাশা মাসীকে সে প্রশ্ন করল একদিন, 'হোল্‌মোগোরি অনেক দূর তাই না?'

'হাঁ, অনেক দূরের পথ,' মাসী কেমন একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল।

'আমরা ওখানে থাকতে যাচ্ছি, তাই না?'

'আমি ঠিক বলতে পারি না সেরিওজা। কী ব্যবস্থা হয়েছে আমি জানি না...'

'আচ্ছা, ওখানে কি ট্রেনে চড়ে যেতে হয়?'

'হাঁ, ট্রেনে।'

তারপর মা আর করোস্তেলিওভকে প্রশ্ন করল, 'আমরা হোল্‌মোগোরিতে যাচ্ছি, তাই না?' ওকে ওদের অনেক আগেই একথা বলা উচিত ছিল, হয়তো বলতে ভুলে গেছে।

ওরা কোনো উত্তর না দিয়ে দু'জন দু'জনের দিকে আড়চোখে তাকাল, তারপর দু'জনেই ওর দৃষ্টি এড়াবার জন্য অন্যদিকে তাকিয়ে রইল, সেরিওজা চেষ্টা করেও ওদের চোখের দিকে চাইতে পেল না।

একটু অবাক হয়ে সে আবার প্রশ্ন করল, 'আমরা তো যাচ্ছি? তাই না?' এ কী, এরা উত্তর দিচ্ছে না কেন?

একটু পরে মা কী ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, 'তোমার বাবা ওখানে বদলী হয়েছেন সেরিওজা।'

'আমরা কি বাবার সঙ্গে ওখানে যাচ্ছি?'

তার প্রশ্নটা খুবই সোজা আর সোজা উত্তর পাবার জন্যই সে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু মা যথারীতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

বলতে লাগল, 'ওকে একা যেতে দিই কেমন করে বল? একা গেলে ওর কত কষ্ট হবে বোঝ তো? কাজের শেষে বাড়ি ফিরে দেখবে শূন্য বাড়ি... সব অগোছালো... কেউ খাবার দেবার জন্য বসে নেই... কেউ কথা বলবার নেই... তোমার বাবার অবস্থাটা তাহলে কী হবে বল তো?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মা শেষ পর্যন্ত আসল কথাটা বলে ফেলল, 'তাই আমি তোমার বাবার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'আর আমি?'

করোস্তেলিওভ কেন কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে অমন চুপ করে আছে? মা আর কোনো কথা না বলে তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে কেন? সে এসবের অর্থ কিছুই বুঝতে পারছে না যে!

এবার কেমন একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠে দু'পা আছড়ে চীৎকার করে উঠল, 'আর আমি!! আমি যাব না?!'

তাকে আদর করা থামিয়ে মা এবার ধমকে উঠল, 'আঃ, এভাবে পা আছড়াবে না বলছি! এরকম করলে লোকে অসভ্য অভদ্র বলে, বুঝলে? আর এরকম কর না যেন। তোমার যাওয়ার কথা বলছ? কিন্তু এখনই কেমন করে যাবে বল? এই তো সবে এতবড় একটা অসুখ থেকে উঠলে, এখনও একেবারে সুস্থ হও নি। একটু কিছু অনিয়ম হলে এখনও তোমার গায়ে জ্বর উঠছে। ওখানে আমরা নতুন একটা জায়গার মধ্যে গিয়ে পড়ব। কী করব কিছুই জানি না। তাছাড়া, ওখানকার আবহাওয়া তোমার সহ্য হবে কিনা তাও সন্দেহ। ওখানে গেলে

আবার তোমার অসুখ হবে নির্ঘাত। আর তুমি ওখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে বাড়িতে তোমাকে কার কাছে রেখে আমরা কাজে যাব? ডাক্তারও বলেছে তোমাকে এখন ওখানে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

মা'র কথাগুলো শেষ হবার আগেই সেরিওজা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করেছে, ওর বড় বড় চোখদুটো থেকে টপটপ করে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। ওরা নিজেরাই কেবল যাবে, ওকে সঙ্গে নেবে না! কাঁদতে কাঁদতে ও মায়ের শেষের দিকের কথাগুলো শুনতে পেল না। মা তখনও বলে চলেছে, 'তুমি এখানে পাশা মাসী ও লুকিয়ানিচের কাছে থাকবে। যেমনটি আছ ঠিক তেমনটি থাকবে। কিছু ভেব না লক্ষ্মী ছেলে।'

কিন্তু সে যেমন ছিল তেমনটি থাকতে চায় না, চায় না। করোস্তেলিওভ আর মায়ের সঙ্গে যেতে চায়।

কাঁদতে কাঁদতে অস্ফুট স্বরে সে আবার বলল, 'আমি হোল্‌মোগোরি যাব!'

'শোন সোনা ছেলে, আর কেঁদ না, চুপ কর এবার। হোল্‌মোগোরিতে গিয়ে কী হবে? ওখানে নতুন কিছুই নেই ...'

'হাঁ, আছে!'

'মায়ের সঙ্গে এমনি করে কথা বলে নাকি? মা কি কখনও মিথ্যে কথা বলে?.. এখানে কি তুমি চিরদিন পড়ে থাকবে নাকি? বোকা ছেলে, চুপ, চুপ। আর কেঁদ না... অনেক

হয়েছে। শীতকালটা এখানে থাক! তারপর বসন্তে বা গরমে বাবা বা আমি এসে তোমায় ওখানে নিয়ে যাব। আবার আমরা সবাই একসঙ্গে থাকব। তোমাকে ছেড়ে আমরাই বা অনেক দিন থাকব কেমন করে বল? তুমি তো সবই বোঝ সোনা।'

হাঁ, সে সব বোঝে। কিন্তু আসছে গরম কালের মধ্যে যদি সে সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠে! তাছাড়া, সারাটা শীত এভাবে অপেক্ষা করে থাকা কি সহজ কথা! শীত তো সবে সুরু হল। এর শেষ হতে অ-নে-ক দেরি এখনও... ওরা চলে যাবে আর সে এখানে পড়ে থাকবে একথা যে ও ভাবতেই পারে না। অনেক দূরে কোথায় ওরা তাকে ছেড়ে থাকবে আর একটিবারও তার কথা ভাববে না, একটুকুও ভাববে না! ওরা ট্রেনে চড়ে ওখানে যাবে কিন্তু ওকে সঙ্গে নেবে না! কেমন একটা অপমান, দুঃখ আর নিরাশার অনুভূতি তাকে ছেয়ে ফেলল। মাত্র একটা কথার মধ্যে দিয়েই তার মনের এই গভীর দুঃখ প্রকাশ করবার চেষ্টা করল। বার বার বলতে লাগল, 'আমি হোল্‌মোগোরি যাব! আমি হোল্‌মোগোরি যাব!'

মা করোস্তেলিওভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিতিয়া, এক গ্লাস জল দাও না। এই যে সেরিওজা, জলটা খেয়ে নাও। না, না, আর কাঁদতে পারবে না বলছি। কাঁদলে কিছুই লাভ হবে না। ডাক্তার বলেছে, তোমাকে আমরা সঙ্গে নিচ্ছি না এটা ঠিক। বোকার মতো আর কেঁদ না। চুপ, চুপ, এবার চুপ কর... মনে নেই কতবার তো তোমাকে রেখে আমি পরীক্ষা দিতে

বাইরে গেছি! আমাকে ছেড়ে তখন তো তুমি বেশ থাকতে। মনে নেই সে সব কথা? এখন এমন করছ কেন বল তো? এখন তো কত বড়ও হয়েছ! তোমারই ভালর জন্য মাত্র কয়েকটা দিন আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না?'

কী করে মা তার মনের কথা বুঝবে। তখন যে সব অন্যরকম ছিল। তখন সে কত ছোটটি আর কত বোকাই না ছিল! তখন মা না থাকলে সে মায়ের কথা ভুলেই যেত। তাছাড়া, মা তো তখন একাই যেত। আর এখন মা করোস্তেলিওভকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে... তারপর আচমকা তার মনটা আর একটি ভাবনার ব্যথায় মুচড়ে উঠল, ওরা কি লিওনিয়াকেও নিয়ে যাবে নাকি! একথাটা তো এতক্ষণ তার মনে হয় নি! কান্নাজড়ানো স্বরে এবার প্রশ্ন করল, 'আর লিওনিয়া?..'

মা একটু রেগে আর কেমন লাল হয়ে উত্তর দিল, 'ও তো একেবারে বাচ্চা, ওকে না নিয়ে গেলে চলে? একথা তুমি বোঝ না? আমাকে ছেড়ে ও থাকবে কেমন করে! তাছাড়া, ও তো তোমার মতো অতবার অসুস্থ হয়ে পড়ে না, ওর টনসিল ফোলে না, জ্বরও হয় না।'

সেরিওজা মাথা নিচু করে আবার কাঁদতে লাগল। এবার নীরবে অসহায় ভঙ্গিতে কেঁদে চলল।

লিওনিয়া থাকলেও না হয় সে সব সহ্য করতে পারত। শুধু তাকেই ওরা এখানে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। তাহলে শুধু তাকেই ওরা চায় না।

রূপকথার গল্পটা সে শুনেছে, 'অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিল।' ওরা তাকে তো ঠিক তাই করে যাচ্ছে।

তার প্রতি মায়ের অবিচারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার সঙ্গে এসে মিলল হীনতাবোধ। এই বিচিত্র অনুভূতি সারাজীবন তাকে ব্যথিত করবে। সে যে অনেক বিষয়ে লিওনিয়ার চেয়েও খারাপ, মা তো তা বলেই দিলে। তার গলা ফোলে, জ্বর হয়, তাই ওরা লিওনিয়াকে সঙ্গে নিচ্ছে আর তাকে এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছে।

করোস্তেলিওভ এবার, 'ওঃ!' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই আবার তক্ষুণি ফিরে এসে বলল, 'সেরিওজা, এস আমরা একটু বেরিয়ে আসি।'

মা চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ঠাণ্ডার মধ্যে? আবার ও বিছানা নেবে দেখছি।'

করোস্তেলিওভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'অসুখ তো লেগেই আছে, কী আর করা! এস সেরিওজা, চলে এস।'

কাঁদতে কাঁদতেই সে করোস্তেলিওভকে অনুসরণ করল। তার গলায় স্কার্ফটা জড়িয়ে, কোট পরিয়ে তারপর তার ছোট্ট হাতখানি তার সবল হাতের মুঠোয় চেপে ধরে ওরা বাগানের দিকে চলল।

যেতে যেতে করোস্তেলিওভ বলল, 'তুমি তো জান সেরিওজা, ইচ্ছে না থাকলেও মানুষকে অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয়। আমি কি হোল্‌মোগোরিতে যেতে চাই নাকি? তোমার মা-ই কি যেতে চায়? আমরা কেউই যেতে চাই

না। ওখানে যাওয়া মানে আমাদের জীবনের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়া, কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও আমাদের যেতে হচ্ছে। তাই আমরা যাচ্ছি। কতবার আমার জীবনে এরকম ঘটেছে।'

'কেন যেতে হচ্ছে?'

'জীবনটা যে এমনিই সোনা,' করোস্তেলিওভ দুঃখভরা গম্ভীর স্বরে কথাটা বলল। সেরিওজা এবার যেন অনেকটা সান্ত্বনা পেল মনে। করোস্তেলিওভও তাহলে একটু দুঃখ পাচ্ছে।

করোস্তেলিওভ আবার বলতে সুরু করল, 'ওখানে আবার নতুন করে আমাদের ঘর সংসার গোছাতে হবে। তাছাড়া, লিওনিয়া তো আছেই। ওকে একটা নার্সারিতে দিতে হবে। আর নার্সারি যদি অনেক দূরে হয় তাহলে তো ওর জন্য একজন আয়া রাখতেই হবে। সেটাও চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। জীবনে উন্নতি করতে হলে পরীক্ষা না দিয়ে উপায় নেই। দেখছ তো আমাদের জীবনে কত বাধ্যবাধকতা! তোমার তো মাত্র একটা কথা মানতে হবে — কিছু দিনের জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে গেলে তোমাকে এখন অনেক কষ্ট পেতে হবে, আবার তুমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে...'

তাকে কেন ওরা এসব বলে ভোলাচ্ছে! সে তো ওদের সঙ্গে সব দুঃখকষ্ট সমান ভাবে ভোগ করতেই চায়। ওরা যা করবে সেও তাই করতে চায়। করোস্তেলিওভের দরদভরা কথাগুলোও তাকে এই ভাবনা থেকে রেহাই দিল না যে ওরা

তাকে কেবল অসুস্থ বলেই এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছে না, সে একটা বোঝা হবে বলেই ওকে ফেলে রেখে যাচ্ছে। কিন্তু সে তো সমস্ত মন দিয়ে এটা বুঝতে পারে যে কাউকে সত্যিকারের ভালবাসলে সে কখনও বোঝা হয়ে ওঠে না। তাহলে ওরা তাকে সত্যিই ভালবাসে কিনা এই সন্দেহই এখন তাকে দোলা দিতে সুরু করেছে।

এবার ওরা বাগানে এল। বাগানটা কেমন নিরালা, নিঝুম। গাছের পাতাগুলো সব মাটিতে ঝরে পড়েছে, নেড়া গাছের ডালে পাখীর বাসাগুলো কালো উলের বলের মতো দেখাচ্ছে। ঝরা পাতার উপর দিয়ে সেরিওজার জুতো মচমচ শব্দ করে চলেছে। করোস্তেলিওভের হাত ধরে সে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ দু'জনেই একেবারে নিশ্চুপ। হঠাৎ সেরিওজা চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠল, 'ও একই কথা।'

'কী এক কথা?'

সেরিওজা উত্তর দিল না।

করোস্তেলিওভ একটু থেমে অপ্রস্তুত স্বরে বলে উঠল, 'মাত্র আসছে গরমকাল পর্যন্ত, সোনা!'

সেরিওজা কোনো কথা বলতে পারল না। কিন্তু ওর মনটা বলে উঠতে চাইল — আমি যা খুশি ভাবতে পারি, অঝোর ধারায় কে'দে ভাসাতে পারি, কিন্তু কিছুতেই কিছু লাভ হবে না। তোমরা বড়, তোমাদের হাতে যখন ক্ষমতা রয়েছে তোমরা তোমাদের খুশিমতো যা ইচ্ছে তাই করবে। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যাবে স্থির করলে তোমরা তা-ই করবে, আমার

কোনো কথাই শুনবে না। তার মুখ দিয়ে স্বর ফুটলে সে একথাগুলোই বলতে পারত। কিন্তু বড়দের অসীম ক্ষমতার কাছে সে যে কত অসহায়, নিরুপায় তা মনে মনে অনুভব করতে পারছে বলেই তার স্বর ফুটল না...

সেদিন থেকে সেরিওজা একেবারে নীরব, নির্বিকার হয়ে গেল। 'কেন?' এই প্রশ্নটি এখন আর সে করে না কাউকে। আজকাল সে একা একা পাশা মাসীর ঘরে গিয়ে সোফায় বসে পা দোলায় আর বিড় বিড় করে আপন মনে কী বলে। তাকে এখনও খুব বেশি বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। স্যাঁতসেঁতে বিরক্তিকর হেমন্তকালটার সঙ্গে সঙ্গে ওর অসুস্থতাও চলেছে।

করোস্তেলিওভ আজকাল প্রায় সারাদিন বাড়িতে থাকে না। তার কাজ অন্যকে বুঝিয়ে দেবার জন্য খুব সকালবেলাতেই সে ফার্মে চলে যায়। কিন্তু তার মধ্যেও সে সেরিওজাকে ভোলে না। একদিন ঘুম থেকে জেগেই ও বিছানার পাশে টেবিলের উপর একটা বাড়ি বানাবার সরঞ্জাম দেখতে পেল, আর একদিন একটা বাদামী রঙের বাঁদরী। সেরিওজা বাঁদরীটাকে বড্ড ভালবাসে। এটা যেন তার ছোট্ট মেয়ে। সত্যি কিন্তু সে রাজকুমারীর মতোই সুন্দর দেখতে। দু'হাতে ওটাকে জড়িয়ে ধরে সে বলে, 'তাহলে সোনা।' মনে মনে সে হোল্‌মোগোরিতে গেল এবং ওকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। ওকে চুমু দিয়ে আদর করে, ওর কানে কানে ফিস ফিস করে কী বলে, রোজ রাত্রিবেলা ওকে তার বিছানার পাশটিতে শুইয়ে দেয়।

বিদায়-বেলা

তারপর একদিন কতকগুলো লোক এসে খাবার ঘর আর মায়ের ঘরের সব আসবাবপত্তর সরিয়ে গুছিয়ে বাঁধাছাঁদা করতে লেগে গেল। মা পর্দা আর ছবিগুলো সব নামিয়ে নিল। কিছুক্ষণ পর একটু আধটু দড়িদড়া, টুকটাক এটা ওটা ঘরের মেঝের ওপর এদিক ওদিকে ছড়িয়ে রইল শুধু। শূন্য ঘরগুলো কী বিশ্রীই না লাগছে দেখতে! শুধু মাসীর ঘর আর রান্নাঘরটাই আগের মতো সুন্দর আর গোছালো রইল। সমস্ত বাড়িটাকেই যেন এই মুহূর্তে কেমন ছন্নছাড়া দেখাচ্ছে। চেয়ারগুলোকে একটার ওপর আর একটা ছাদের দিকে পা তুলে উল্টে রাখা হয়েছে।

অন্য সময়ে এমনটি হলে কেমন মজা করে লুকোচুরি খেলা যেত। কিন্তু আজ আর সে প্রশ্ন নেই...

লোকগুলো কাজ সেরে অনেক রাত্রে চলে গেল। সবাই তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। লিওনিয়াও রোজকার মতো কাঁদাকাটি করে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশা মাসী আর লুকিয়ানিচ শুয়ে শুয়ে অনেক রাত অবধি ফিস ফিস করে কী বলল আর সাথে সাথে নাক ঝাড়তে লাগল। তারপর তারাও এক সময় নীরব হয়ে গেল। একটু পরেই লুকিয়ানিচের নাক থেকে ঘর্ঘর শব্দ আর মাসীর নাক থেকে মৃদু শিসের মতো শব্দ শোনা যেতে লাগল।

করোস্তেলিওভ খাবার ঘরের টেবিলে বসে কী লিখে চলেছে একমনে। আচমকা তার পেছনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়ে পেছন ফিরে দেখে সেরিওজা তার লম্বা রাত্রিবাস পরে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার গলায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

করোস্তেলিওভ অবাক হয়ে মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল, 'এখানে কী করছ সোনা?'

সেরিওজা করুণ স্বরে বলে উঠল, 'তুমি আমায় নিয়ে চল। সঙ্গে নিয়ে চল আমাকে। আমাকে ফেলে রেখে যেও না, ফেলে রেখে যেও না!'

এবার সে অঝোরে কাঁদতে লাগল। অন্যরা জেগে না যায় এজন্য অনেক কষ্টে কান্নার শব্দ চাপতে চেষ্টা করল।

করোস্তেলিওভ তাকে কাছে টেনে এনে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দেখ দেখি সোনা, এই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর খালি পায়ে হাঁটা তোমার বারণ তুমি তো তা জান... তুমি আমাকে কথাও দিয়েছিলে এমনটি আর করবে না কোনোদিন, তাই না?..'

সেরিওজা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলল, 'আমি হোল্‌মোগোরি যাব!'

করোস্তেলিওভ বলল, 'উঃ! পাদুটো কী ঠাণ্ডা তোমার!' লম্বা রাত্রিবাস দিয়ে তার ছোট্ট পাদুটিকে ঢেকে বুকে চেপে ধরল। এবার সে শীতে থরথর করে কাঁপছে। 'আর কোন উপায় না থাকলে কী করা যায় বল তো সোনা। তুমি সুস্থ নও...'

'আমি আর কোনোদিন অসুস্থ হব না!'

'তুমি একেবারে ভাল হয়ে গেলেই আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব সোনা।'

'সত্যি নেবে?'

'তোমার কাছে কোনোদিন আমি মিথ্যে কথা বলেছি খোকন?'

সত্যি করোস্তেলিওভ এতদিন একটিও মিথ্যে কথা বলে নি তাকে। কিন্তু সব বড়দের মতো সেও যদি কখনও কখনও মিথ্যে কথা বলে?.. হয়তো এবার তাকে মিথ্যে বলে ভোলাতে চেষ্টা করছে।

সেরিওজা করোস্তেলিওভের সবল গলাখানিকে ছোট্ট দু'হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে রইল। ওর প্রশস্ত সুন্দর বুকখানিই যেন তার সবচেয়ে বড় আর নিরাপদ আশ্রয়। এই লোকটিই তার একমাত্র আশা, ভরসা। সমস্ত অন্তর ঢেলে এই একজনই তাকে ভালবাসে, আদর করে। করোস্তেলিওভ তাকে কোলে নিয়ে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পায়চারি করতে করতে আদর-মাখানো মৃদু স্বরে কত কথা বলে যাচ্ছে ওর কানে কানে:

'...আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব। আমার খোকন আর আমি ট্রেনে করে যাব... ট্রেনটা হুসহুস করে ঝড়ের বেগে আমাদের নিয়ে উধাও হয়ে যাবে... কত লোক থাকবে সেই ট্রেনে... একটু পরেই দেখব মা আমাদের জন্য অধীর হয়ে

অপেক্ষা করছে স্টেশনে... ইঞ্জিনটা বাঁশি বাজিয়ে ঝিক ঝিক করে চলতে থাকবে...'

সেরিওজা করোস্তেলিওভের বুকে মুখ লুকিয়ে তখন ভেবে চলেছে, আমাকে নিতে আসবার সময় ওর থাকবে না। মা-ও সময় পাবে না। কত লোক করোস্তেলিওভের কাছে আসবে, যাবে। টেলিফোন করে তাকে অনবরত বিরক্ত করবে। করোস্তেলিওভের কাজের কি অন্ত থাকবে নাকি? তাছাড়া, তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। রোজ রোজ লিওনিয়াকে ঘুম পাড়াতে হবে। অত কাজের মাঝে ওরা আমাকে একেবারেই ভুলে যাবে। আর আমি এখানে শুধু শুধু অপেক্ষা করব কবে আমায় নিয়ে যাবে বলে... এই অপেক্ষার শেষ নেই বুঝি...

করোস্তেলিওভ তখনও বলে চলেছে, 'জান, ওখানে সত্যিকারের বন আছে... আর সেই বনে নাকি অজস্র বেরিফল ও বেঙের ছাতা আছে...'

'সে বনে নেকড়ে থাকে?'

'তা তো ঠিক জানি না। নেকড়ে আছে কিনা জেনে নিয়ে তোমায় চিঠি লিখে জানাব, কেমন?.. ওখানে একটা নদী আছে। আমরা দু'জনে স্নান করতে যাব... তোমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেব...'

সত্যিই যদি তাই হয় তাহলে ভারী মজা হয় কিন্তু। মনটা ওর যেন সন্দেহে, দ্বিধায় ক্লান্ত হয়ে উঠল।

'আমরা দু'জনে নদীতে মাছ ধরব... বাঃ, দেখ, দেখ, বাইরে কেমন সুন্দর বরফ পড়ছে!'

এবার সে সেরিওজাকে কোলে নিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল! পেঁজা তুলোর মতো বরফ পড়ছে বাইরে। মৃদু হাওয়ায় হালকা পালকের মতো ভেসে ভেসে বেড়িয়ে জানালার কাছে এসে আস্তে ধাক্কা খাচ্ছে।

সেরিওজা সেদিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর তার বিষণ্ণ রুগ্ণ মুখখানির বিবর্ণ নরম গালটি করোস্তেলিওভের গালে চেপে ধরল।

করোস্তেলিওভ বলতে লাগল, 'শীত তো এসেই গেল! এখন তুমি সারাটা দিন বাইরে খেলা করতে পারবে, স্লেজগাড়িতে চড়ে বরফের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে পারবে। আর দেখবে কত তাড়াতাড়ি তোমার সময় কেটে যাবে...'

'হাঁ... কিন্তু।' সেরিওজা ক্লান্ত স্বরে এবার বলল, 'আমার স্লেজের দড়িটা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। একটা নতুন দড়ি লাগিয়ে দেবে?'

'ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। কালই নতুন দড়ি লাগিয়ে দেব। কিন্তু তুমি আমায় একটা কথা দেবে বল? বল, আর কাঁদবে না? কাঁদলে তোমার খারাপ হয়, তোমার মাও অস্থির হয়ে যায় বোঝ তো? তাছাড়া, পুরুষ মানুষরা কি কাঁদে নাকি? তুমি কাঁদলে আমার ভাল লাগে না... বল, আর কাঁদবে না?'

'হুঁ', সেরিওজা বলল।

'কথা দিলে তো?'

'হুঁ...'

‘বেশ, মনে থাকে যেন। ভদ্রলোকের এককথা। পুরুষের কথার কখনও নড়চড় হয় না, জান তো?’

করোস্তেলিওভ এবার তার ক্লান্ত ছোট্ট দেহখানি কোলে করে পাশা মাসীর ঘরে আস্তে নিয়ে এসে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বিছানাটা ভাল করে গুঁজে দিল। সেরিওজা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। করোস্তেলিওভ কিছুক্ষণ তার ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানির দিকে তাকিয়ে রইল। খাবার ঘরের আবছা আলোর ছটায় দেখা গেল তার মুখখানি কেমন বিবর্ণ, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে... একটু পরে পা টিপে টিপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

যাত্রা হল সুরু

যাত্রার দিন এল।

ভোর হতেই দিনটা কেমন মেঘাচ্ছন্ন মনে হল, রোদ নেই, কুয়াসাও নেই। মাটির বুকে বরফ সব গলে গেছে, শুধু একটু পাতলা আস্তরণ ঝিকিমিকি করছে। আকাশটা ধূসরবর্ণ। পায়ের নীচে মাটি একটু ভিজে ভিজে। এমন দিনে স্লেজগাড়ি চালানো অসম্ভব, উঠানে যেতেই মন চায় না।

করোস্তেলিওভ ওর কথামতো স্লেজগাড়িতে নতুন দড়ি বেঁধে দিয়েছে। সেরিওজা ঘুম থেকে জেগেই বারান্দার এক কোণে স্লেজগাড়িটা দেখতে পেল।

কিন্তু করোস্তেলিওভ গেল কোথায়?

মা লিওনিয়াকে খাওয়াচ্ছে। খাওয়ানো যেন আর শেষ হতে চায় না... কিছুক্ষণ পর মা তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'দেখ, ওর নাকটা কী অদ্ভুত খাটো।'

সেরিওজা ভাল করে তাকিয়ে দেখল। অত্যন্ত সাধারণ একটা নাক। অদ্ভুত বা সুন্দর কিছু তো নয়! মা অমন করে বলছে তার একমাত্র কারণ মা লিওনিয়াকে সত্যি ভালবাসে। মা আগে আমাকেও কত ভালবাসত। এখন আমাকে আর ভালবাসে না, ওকেই ভালবাসে।

সেরিওজা এবার আনমনে পাশা মাসীর কাছে রান্নাঘরে এল। মাসীর হাজারটা কুসংস্কার আছে, খুঁতখুঁতানি আছে। কিন্তু তবুও মাসী তাকে ভালবাসে, তার কথা মন দিয়ে শোনে।

পাশা মাসীর কাছে এসে সে প্রশ্ন করল, 'কী করছ?'

'দেখতে পাচ্ছ না? মাংসের কাটলেট রাঁধছি।'

'এতগুলো কেন?'

মাংসের কাটলেট সারা টেবিলটায় ছড়িয়ে আছে।

'এবেলা আমরা সবাই খাব, ওরাও রাস্তার খাবার সঙ্গে করে নেবে।'

'এখনই চলে যাবে ওরা?'

'ঠিক এক্ষুণি নয়। সন্ধ্যেবেলায় যাবে।'

'আর কত ঘণ্টা বাকি আছে?'

'অনেক দেরি এখনও। সন্ধ্যের পর রওনা হবে। দিনের বেলা যাবে না।'

মাসী আর কোনো কথা না বলে কাটলেট ভাজতে লাগল। সেরিওজা টেবিলটার কোণে মাথা হেলিয়ে ভাবতে লাগল কত কী: '...লুকিয়ানিচ আমাকে ভালবাসে... এখন থেকে আরও অনেক বেশি বেশি করে ভালবাসবে... ওর সঙ্গে নৌকো করে বেড়াতে যাব আমি। তারপর ডুবে যাব নদীতে। তারপর ওরা আমাকে বড়দিদিমার মতো মাটিতে শুইয়ে কবর দিয়ে দেবে। করোস্তেলিওভ আর মা যখন শুনবে সেকথা ওরা দুঃখ পাবে আর বলবে কেন আমরা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম না। ছেলেটা ওর বয়সের তুলনায় কত বেশি চালাক ছিল। কত ভাল ছিল। লিওনিয়ার চাইতেও হাজার গুণে ভাল ছিল। কখনও কাঁদত না, বিরক্ত করত না আমাদের। না, না, বড়দিদিমার মতো আমাকে কবর দিতে দিব না। আমি তাহলে যে ভয় পাব, একা একা কেমন করে ওখানে শুয়ে থাকব... এখানেই বেশ থাকতে পারব আমি। লুকিয়ানিচ আমাকে কত আপেল, চকোলেট এনে দেবে, এমনি করে একদিন আমি কত বড় হব। ক্যাপ্টেন হব। তখন মা আর করোস্তেলিওভ একেবারে গরীব হয়ে যাবে। করোস্তেলিওভ একদিন আমার কাছে এসে বলবে: তোমার কাঠ কাটতে দাও আমাকে। আমি তখন মাসীকে বলব: ওকে কালকের বাসি খাবারগুলো খেতে দাও তো।'

এসব উদ্ভট ভাবনা ভাবতে ভাবতে আচমকা সেরিওজার মা আর করোস্তেলিওভের জন্য এমন কষ্ট হল যে সে তক্ষুণি কেঁদে ফেলল। পাশা মাসী তার দিকে তাকিয়ে শুধু বলল একবার, 'হায় ভগবান!' সেরিওজার সেই মুহূর্তে মনে পড়ল

সে করোস্তেলিওভকে কথা দিয়েছে আর কাঁদবে না। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আর কাঁদব না আমি!'

এমন সময় নাস্তিয়া দিদিমা সেই কালো ব্যাগ হাতে রান্নাঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল, 'মিতিয়া বাড়ি নেই?'

মাসী বলল, 'গাড়ির ব্যবস্থা করতে বাইরে গেছে। আভের্কিয়েভ কী ছোটলোক, করোস্তেলিওভকে গাড়ি দেবে না।'

দিদিমা বলল, 'ছোটলোক কেন? লরী দিয়েছে তো! গাড়ি তো ওর খামারের জন্য প্রয়োজন। আর মালপত্র নিয়ে তো লরীতে যাওয়াই সুবিধে।'

পাশা মাসী বলল, 'মালপত্রের জন্য ভাল, কিন্তু একটা গাড়ি পেলে মারিয়াশা আর বাচ্চাটার খুব সুবিধে হত।'

দিদিমা বিরক্তিভরা সুরে বলল, 'আজকালকার লোকগুলোই হয়েছে অদ্ভুত! আমাদের দিনে আমরা গাড়ি বা লরীতে বাচ্চাদের নিতামই না। আমরাও তো ছেলেপুলে মানুষ করেছি বাপু। ও বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসে বেশ যেতে পারে।'

সেরিওজা চোখ মুছতে মুছতে ওদের বকবকানি শুনছে। আসন্ন ও নিশ্চিত বিদায়ের ভাবনায় মনটা তার কেমন বিষণ্ণ হয়ে আছে। গাড়ি বা লরী যাতেই হোক না কেন, ওরা আর কিছুক্ষণ বাদেই তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে ওদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তবুও ওরা তাকে ফেলে রেখে চলে যাবে।

দিদিমা আবার বলছে, 'মিতিয়া এতক্ষণ কী করছে? আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এলাম যে!'

মাসী বলল, 'কেন, আপনি ওদের যাবার সময় আসবেন না?'

'না। আমাকে আবার কনফারেন্স যেতে হবে কিনা।' দিদিমা এবার মায়ের কাছে চলে গেল। তারপর আবার সব চুপচাপ। দিনটা আরও মেঘলা হল। ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। শার্সিগুলো বাতাসের ধাক্কায় ঝটপট নড়ছে। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার বরফ পড়া সুরু হল। সেরিওজা মাসীর কাছে প্রশ্ন করল, 'আর ক'ঘণ্টা বাকি আছে?'

'এখনও অনেক দেরি।'

...খাবার ঘরের একদিকে আসবাবপত্তরগুলো বাঁধাছাঁদা করে রাখা হয়েছে, মা আর দিদিমা সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। দিদিমা বলছে, 'ওঃ, মিতিয়া এতক্ষণ কী করছে বল তো? আমার সঙ্গে ওর আর দেখা হবে কিনা কে জানে!'

সেরিওজা দিদিমার কথা শুনে ভাবল, দিদিমাও বুঝি ভয় পাচ্ছে যদি ওরা আর ফিরে না আসে, একেবারে চলে যায়!

সেরিওজা লক্ষ্য করল দিনের আলো প্রায় নিবু নিবু হয়ে আসছে। আর একটু পরেই হয়তো আলো জবালাতে হবে। কত তাড়াতাড়ি সময় বয়ে যাচ্ছে আজ!

পাশের ঘরে লিওনিয়া কেঁদে উঠল, মা পড়ি কি মরি করে সেরিওজাকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় তার দিকে এক পলক তাকিয়ে স্নেহভরে বলে গেল, 'খেলা করছ না কেন সেরিওজা?'

হাঁ, খেলা করতে পারলে তো ও নিজেও খুশী হত। সেই বাঁদরীটাকে নিয়ে খেলা করতে সে কত চেষ্টা করল। তারপর সেই খেলনা দালানটাও তৈরী করতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারছে না যে! কিছুই তার ভাল লাগছে না আজ।

রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে ভারী পায়ের শব্দ এবং করোস্তেলিওভের উঁচু স্বর শোনা গেল, 'এক ঘণ্টার মধ্যে লরী আসবে। আমরা এবার খেয়ে নিই চল।'

দিদিমা তাকে দেখে প্রশ্ন করল এবার, 'তাহলে গাড়ি পেলে না?'

'না, ওদের কাজ আছে বলল। থাকগে, আমরা লরীতেই বেশ যেতে পারব।'

করোস্তেলিওভের গলা শুনে অন্যাদিনের মতোই সেরিওজার মনটা আনন্দে খুশিতে ভরে উঠল, ইচ্ছে হল এক্ষুণি গিয়ে ছুটে ওর কোলে ওঠে। কিন্তু তখনই আবার মনটা বলে উঠল, না, আর একটু বাদেই তো ওরা চলে যাবে... তবে আর কেন... আনমনে সে আবার খেলনাগুলোই নাড়াচাড়া করতে লাগল।

করোস্তেলিওভ এবার তার দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ ভাবে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'কী খবর সেরিওজা?'

... তারপর ওরা খেতে বসল। খুব তাড়াহুড়ো করেই খেয়ে উঠল। দিদিমা চলে গেল। এখন বেশ আঁধার হয়ে আসছে চারদিক। করোস্তেলিওভ টেলিফোনে কাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। সেরিওজা ওর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে নিশ্চল হয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। ফোনে কথা বলতে বলতে করোস্তেলিওভ ওর লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো তার নরম চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিচ্ছে ...

এমনি সময় তিমোখিন ঘরে ঢুকে বলল, 'এই যে, সব তৈরী তো? আমাকে একটা কোদাল দাও তো। বরফ না কাটলে তো ফটকটা খোলাই যাবে না।'

লুকিয়ানিচও তার সঙ্গে বরফ কাটতে গেল। মা লিওনিয়াকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁথায় জড়িয়ে নিতে লাগল।

করোস্তেলিওভ বলল, 'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এখনও অনেক সময় আছে।'

তারপর করোস্তেলিওভ, লুকিয়ানিচ আর তিমোখিন তিনজনে মিলে বাঁধাছাঁদা জিনিসপত্তর সব তুলতে আরম্ভ করল। ওদের প্রত্যেকের জুতোয় বরফ ঢুকে গেছে। কিন্তু কেউ আজ বরফ ঝেড়ে ফেলে ঘরে আসছে না। পাশা মাসীও আজ এজন্য ওদের বকছে না। সমস্ত মেঝে জলে জলে একাকার হয়ে গেল। ঘরের এদিকে ওদিকে যত রাজ্যের নোংরা টুকিটাকি ছড়িয়ে আছে। মাসী উপদেশ দিতে দিতে এঘর থেকে ওঘরে ছুটোছুটি করছে। মা লিওনিয়াকে কোলে নিয়ে সেরিওজার কাছে এসে এক হাত দিয়ে তাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে তার মাথাটা কোলের কাছে নিতে চেষ্টা করতেই সে দূরে সরে গেল। মা তাকে ফেলে রেখেই চলে যেতে পারছে, তবে কেন আর এভাবে জড়িয়ে ধরতে আসা?

একে একে সব জিনিসপত্তর লরীতে ওঠানো হল। উঃ! ঘরগুলোকে কী শূন্য দেখাচ্ছে! এদিক ওদিক মেঝের ওপর দু'এক টুকরো কাগজ বা খালি ওষুধের শিশি পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে শুধু। সব জিনিসপত্তর বোঝাই হয়ে ঘরগুলো কী সুন্দরই না ছিল দেখতে! আর এখন মনে হচ্ছে সমস্ত বাড়িটাই কী পুরনো আর বিশ্রী! লুকিয়ানিচ পাশা মাসীর হাতে একটা কোট দিয়ে বলছে, 'নাও, এটা পরে নাও। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

সেরিওজা হঠাৎ যেন কী এক আতঙ্কে চমকে উঠে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বলল, 'আমিও বাইরে যাব!'

পাশা মাসী নরম সুরে বলল, 'হাঁ, যাবে বৈকি, এস, তোমায় কোটটা পরিয়ে দিই।'

মা আর করোস্তেলিওভও ওদের কোট পরে নিচ্ছে। করোস্তেলিওভ সেরিওজাকে কোলে তুলে নিয়ে গভীর স্নেহে চুমু খেতে লাগল। একটু পরে বলল, 'কিছুদিনের জন্য বিদায় সোনা। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে নাও। আমাদের যা কথা হয়েছে মনে রেখ, কেমন?'

মাও এবার তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল, তারপর হঠাৎ কাঁদতে সুরু করল। কান্না-জড়ানো স্বরে মা আবার বলল, 'আমাকে বিদায় জানালে না সেরিওজা?'

সেরিওজা খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বিদায়!' কিন্তু সে তখন করোস্তেলিওভের দিকেই তাকিয়ে আছে। করোস্তেলিওভ আবার বলল, 'লক্ষ্মীছেলে।'

মা তখনও কাঁদছে। পাশা মাসী আর লুকিয়ানিচকে মা বলছে, 'তোমরা যা করেছ তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

মাসী বলল, 'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই।'

'সেরিওজাকে দেখ।'

'সেজন্য তুমি কিছু ভেব না।' মাসীও এবার কেঁদে ফেলল। কেঁদে কেঁদেই বলল, 'এক মিনিট আমাদের সবাইকে একসঙ্গে বসতে হবে যে! এস!..'

লুকিয়ানিচ চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'কোথায় বসবে?'

পাশা মাসী বলল, 'হা ভগবান! আচ্ছা এস, আমাদের ঘরেই এস না হয়!'

তারা সবাই এবার মাসীর ঘরে গিয়ে নীরবে কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথা নীচু করে বসল। তারপর মাসীই প্রথম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।'

এবার ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে এল। বাইরে তখন বরফ পড়ছে আর চারদিক কেমন সাদা সাদা দেখাচ্ছে। ফটকটা খুলে দেওয়া হয়েছে। বাইরেও একটা লণ্ঠন জেবলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাল বোঝাই লরীটা বাইরে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তিমোখিন ক্যানভাসের পর্দা দিয়ে সব জিনিসপত্তরগুলো ভাল করে ঢেকে দিচ্ছে। শুরিকও ওর বাবাকে সাহায্য করছে। ভাস্কার মা, লিদা, পাড়াপড়শী আরও অনেকে বাইরে বাড়ির সামনে এসে জড়ো হয়েছে ওদের বিদায় দেবার জন্য। সেরিওজার মনে হচ্ছে ওদের যেন জীবনে এই প্রথম সে দেখছে। সমস্ত কিছুই তার কাছে বড় অদ্ভুত, অজানা মনে হচ্ছে।

ওদের কথাগুলোও যেন একেবারে অন্যরকম... উঠানটাকেও ওদের উঠান বলে মনে হচ্ছে না তো! এখানে যেন সে কোনোদিনই থাকে নি, ঐ ছেলেদের সঙ্গে খেলাও করে নি কোনোদিন। এই লরীটাতে চড়েও নি কোনোকালে। এসবের কিছুই যেন তার কোনোদিন ছিল না, আর হবেও না কারণ সে আজ পরিত্যক্ত।

তিমোখিন বলছে, 'আজ গাড়ি চালানোও মুশকিল। পথঘাট এত পিছল হয়ে গেছে!'

করোস্তেলিওভ এবার মা আর লিওনিয়াকে সামনের সিটে বসিয়ে একটা শাল দিয়ে ওদের ঢেকে দিল। করোস্তেলিওভ ওদের সবার চাইতে বেশি ভালবাসে। তাই এত যত্ন নিচ্ছে। ওদের যাতে ঠান্ডা না লাগে, ওরা যাতে আরাম করে যেতে পারে সেজন্যই ও এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে... তারপর নিজে লরীর পেছনে উঠে দাঁড়াল। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দেখাচ্ছে ওকে।

পাশা মাসী ওকে ডেকে বলল, 'ক্যানভাসের ভিতরে যাও মিতিয়া, নইলে মুখে বরফ পড়বে যে!'

করোস্তেলিওভ কোনো কথা বলল না, নড়লও না।

সেরিওজার দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল এবার, 'একটু পেছনে সরে যাও সোনা। না হলে চাপা পড়বে যে।'

লরীটা এবার গর্জন করতে সুরু করল। তিমোখিন উঠে বসেছে। লরীটা তাই হাঁকডাক করতে করতে নড়বার চেষ্টা করছে... একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওটা একটু পেছনে সরল, তারপর আবার সামনে, আবার একটুখানি পেছনে সরল। এখন ওটা রওনা হবে, হুস করে চলে যাবে। তারপর ফটকটা বন্ধ করে দেওয়া

হবে, আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে... আর সব শেষ হয়ে যাবে।

সেরিওজা একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। বরফ পড়ছে তার সর্বাঙ্গে। প্রাণপণ শক্তিতে সে কেবল তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করছে আর কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। কেউ দেখতে না পায় এমনিভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে শুধু। নীরব অসহায় সেই কান্নার এক ফোঁটা জল চোখ ফেটে বেরিয়ে এল আর আলোতে চিক চিক করতে লাগল। ছোট্ট ছেলের অবুঝ কান্না নয় কিন্তু, বয়স্ক ছেলের মান অভিমান অপমান মেশানো তিক্ত অশ্রু...

না, আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে এবার পেছন ফিরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, ছোট্ট শরীরটাকে অনেক কষ্টে টেনে নিয়ে চলল বাড়ির মধ্যে।

করোস্তেলিওভ হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই গাড়ি থামাও, থামাও! সেরিওজা, এস, তাড়াতাড়ি চলে এস! তোমার জিনিসপত্তর নিয়ে চলে এস! তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে!'

এবার সে লরী থেকে লাফিয়ে নীচে নামল।

তারপর আবার চেঁচিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলে এস! তোমার ওখানে কী আছে? শুধু কয়েকটা খেলনা নিয়ে এস! এক মিনিটও দেরি কর না, এস!'

দরজার ওদিক থেকে পাশা মাসী আর লরীর ভেতর থেকে মা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'মিতিয়া তুমি ভাবছ কী? কী করছ ভেবে দেখেছ? পাগল হলে নাকি?'

করোস্তেলিওভ এবার রেগে বলে উঠল, 'আঃ! তোমরা চুপ কর তো। তোমরা কি কিছুই বোঝ না? কী করতে যাচ্ছিলাম আমরা বলতে পার? এ যে শরীরের একটা অংশ কেটে বাদ দেবার মতো ব্যাপার। তোমরা যাই বল না কেন, আমি তা সহ্য করতে পারব না, বুঝলে?'

পাশা মাসী কেঁদে ফেলে বলে উঠল, 'কিন্তু ও যে ওখানে গেলে মরে যাবে!'

করোস্তেলিওভ আবার বলল, 'বাজে কথা বল না তো! আমি ওর দায়িত্ব নিচ্ছি, বুঝলে? ওখানে গেলে ও মরে যাবে না। ওসব তোমাদের প্রলাপ। এস সোনা!'

করোস্তেলিওভ এবার দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল।

সেরিওজা প্রথম করোস্তেলিওভের কথা শুনে নড়তে পারছিল না। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। বিশ্বাস করতে ভয় করছিল... তার বুক কাঁপতে লাগল, মাথায় সেই কাঁপা অনুভব করা যায়... তারপর সে একছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাঁদরীটাকে এক হাতে জাপটে ধরে আবার ভাবল, করোস্তেলিওভ যদি আবার ওর মত বদলায়! মা আর মাসী হয়তো তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর মত ঘুরিয়ে দেবে। করোস্তেলিওভ তখন তারই দিকে ছুটে আসছে আর বলছে, 'কী করছ? তাড়াতাড়ি এস, চলে এস!' এবার ও সেরিওজার সঙ্গে ঘরে ঢুকে তার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে লাগল। পাশা মাসী আর লুকিয়ানিচও এবার ওদের কাছে এসে সাহায্য করতে লাগল।

লুকিয়ানিচ সেরিওজার বিছানা বেঁধে দিতে দিতে বলল, ‘তুমি ঠিকই করলে মিতিয়া! এ বেশ ভালই হল!’

সেরিওজা মাসীর দেওয়া একটা বাক্সে যে কয়টি খেলনা হাতের কাছে পেল ঢুকিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। দেরি করা চলবে না তো... ওরা যদি আবার চলে যায়? তার ছোট্ট বুকটা ধুকধুক করে কাঁপছে কেবল। সে উত্তেজনায় কিছু শুনতেও পাচ্ছে না, নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে যেন।

পাশা মাসী তাকে সাজিয়ে দিতে এলে সে কেবল বলল, ‘তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর!’ তারপর আকুল দৃষ্টিতে করোস্তেলিওভকে খুঁজতে লাগল। দরজার কাছে এসে দেখল লরীটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। করোস্তেলিওভ লরীতে ওঠে নি, দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। সেরিওজাকে বলল সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে।

তারপর করোস্তেলিওভের পাশে এসে দাঁড়াতেই ও তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর মা আর লিওনিয়ার পাশটিতে তাকে বসিয়ে মায়ের শালের নীচে ঢুকিয়ে দিল। এবার চলতে সুরু করল লরীটা। ওঃ! এবার তাহলে আর দুর্ভাবনা নেই, এবার সে নিশ্চিন্ত।

লরীর সামনের সিটে তিমোখিন, মা, লিওনিয়া আর সে। একজন দু'জন নয়, একেবারে চার চারজন! তিমোখিন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় সেরিওজার কাশি এল। মা আর তিমোখিনের মাঝখানটিতে সে আঁটসাঁট হয়ে বসেছে। তার টুপিটা একটা চোখের উপর হেলে পড়েছে।

স্কার্ফটা মাসী কী শক্ত করেই না বেঁধে দিয়েছে! লরীর আলোতে সে শুধু দেখতে পেল বরফ নাচছে কেবল। গাদাগাদি করে কম্প্টেস্‌ন্টে বসেছে ওরা। তাতে কি যায় আসে? তবুও তো ওরা সবাই একসঙ্গে যাচ্ছে। আমাদের তিমোখিন আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আর লরীর পেছনে করোস্তেলিওভ আছে। সে আমাদেরকে কত ভালবাসে, আমাদের সব দায়িত্ব এখন ওর। বাইরে বরফের মধ্যে এত ঠাণ্ডায় সে বসেছে আর আমরা গাড়ির ভেতরে কত আরামে বসে আছি! তাহলেও ও আমাদের নিরাপদে হোল্‌মোগোরি নিয়ে যাবে। আমরা হোল্‌মোগোরি যাচ্ছি, কী চমৎকার! জানি না সেখানে কী আছে, কিন্তু আমরা সেখানে গেলে ভারী মজা হবে! তিমোখিনের লরীটা হঠাৎ ভোঁ ভোঁ করে গর্জে উঠল। লরীর জানালায় দেখা যাচ্ছে বরফ যেন সেরিওজার হাসিভরা মুখের দিকে উড়ে আসছে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

২১, জুবোভস্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

ВЕРА ПАНОВА

СЕРЕЖА

На языке бенгали

Перевод сделан по изданию:
Вера Панова Сережа. Сентиментальный роман.
Валя. Володя. Евдокия. Метелица.
Проводы белых ночей.
Государственное издательство
Художественной литературы
Москва — Ленинград. 1963 г.

'সবাই বলে ও নাকি দেখতে ঠিক মেয়েদের মতো। সত্যি, কী বোকা ওরা! মেয়েরা তো ফ্রক পরে, কিন্তু ও তো ফ্রক পরে নি কতকাল।' বলতে কি সেরিওজা একেবারেই বড়ো হয়ে গেছে — ছয় বছর তার বয়স। বাপ তার মারা গেছে যুদ্ধে। কিন্তু মা আছে তার, আছে পাশা মাসী আর লুকিয়ানিচ। তা ছাড়াও আছে তার দিনের পর দিন কত ভাবনা, কত অভিজ্ঞতা, কেননা সেরিওজার জীবনের প্রতি দিনই যে ঘটছে কত আশ্চর্য সব ঘটনা।

তারপর সবচেয়ে বড়ো ঘটনাটাই ঘটল তার জীবনে — সেরিওজার নতুন বাবা এলেন। বয়স্ক যে লোকটি তার দ্বিতীয় পিতা হয়ে এল তার সঙ্গে ছেলেটির সম্পর্ক গড়ে উঠল কী ভাবে, তাই নিয়ে বইটি লেখা।

সোভিয়েত লেখিকা ভেরা পানোভার নাম বিদেশী পাঠকদের কাছে খুবই পরিচিত। তিনবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন তিনি, চারটি অতি চিত্তাকর্ষক বৃহৎ উপন্যাস, পাঁচটি জনপ্রিয় নাটক এবং বহু গল্প ও কাহিনীর রচক তিনি, যার অনেকগুলিই চিত্ররূপ পেয়েছে।

'পিতা ও পুত্র' হল লেখিকার অন্যতম কাব্যধর্মী একটি রচনা। এই কাহিনী অবলম্বনে ফিল্মটি ১৯৬০ সালে কার্লোভি ভারির আন্তর্জাতিক ফিল্ম উৎসবে 'স্ফটিক গোলক' প্রথম পুরস্কার লাভ করে।